# শাদা-কালো

১

শ্রীঅরবিন্দ

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী
৯৭।১এ, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬
শ্রীরঞ্জিত কুমার শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

—:*:—

## DEDICATION

To

Bharari Sarabhai,

dear sister,

A questful temper—pure, authentic, virile<br>
And yet not over-assertive : a mind alive<br>
To grace beyond the orbit of our sterile<br>
And phantom thoughts and fancies that deceive<br>
Yet lure—because we are fain to chase and clasp<br>
The scintillations : a heart that thrills in things<br>
Of the spirit it perceives though cannot grasp,<br>
Because it has not found its native wings.<br>
Yet, sister, these shall bear you till you are past<br>
The vale of sparks to the only fires that last.

Affectionately,

14th April, 1944 **Dilip**

## KRISHNAPREM :

I am glad to hear you no longer blame yogis for travelling away from life. There is a lot of silly talk about escapism now-a-days, all of it based on ignorance. ··To practise Yoga is to grasp the very heart and soul of life and to grasp it as no others do who rake about in its dead ash. Moreover, for one whe tries to escape life by becoming a sadhu, a thousand or ten thousand try to escape by plunging into ash-pits of overwork ( to say nothing of over-pleasure ! ) or of routine. There are even many who go to war for precisely the same purpose : to escape from all that they know to be truest in themselves but which is hard to *live up to*, in order to live easily and comforably in the warm tropical climate of their passions.···I agree, the world just now is certainly a poor show, but the real escapists are those who relax heir grip on what they know to be the truer—the Light which shines above and can be brought down here—to go and wallow contentedly in the hog-wash of the world—what I have called the ash-pits.

# ভূমিকা

গত বৎসর বম্বেতে শ্রীনীতিন বসু আমার সঙ্গে শ্রীপাহাড়ি সান্যালের বাড়িতে দেখা করতে চান। পাহাড়ি আমাকে নিয়ে যায়। সেখানে নীতিনবাবু আমাকে একটি ধর্মমূলক নাটক লিখতে অনুরোধ করেন ছায়াছবির জন্যে। তিনি বললেন যে অধিকাংশ ছায়াছবির ঘাতপ্রতিঘাতই আসলে অবাস্তব। তিনি চান গভীর বাস্তবতা। জীবনের সব চেয়ে গভীর সত্য নিয়ে যেখানে মানুষের কারবার সেখানে দ্বন্দ্ব সংঘাত আসে কোন্ পথ বেয়ে? কী ধরণের বিকাশ সেখানে চায় মানুষ? গুরুবাদ কী বস্তু? এক তীর্থের পথে যারা সতীর্থ হ'য়ে চলেছে—কী ধরণের সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে তাদের মধ্যে? সাংসারিক সত্যাসত্য তাদের চোখে কোন্ রঙে রঙিয়ে ওঠে? অতীন্দ্রিয় ধ্যান দর্শন প্রভৃতির তাৎপর্য কী—কেন তারা দেখা দেয় সাধকদের জীবনে? এই সব নিয়েই নাটকটি লেখা।

নাটকটি প্রথমে উপন্যাস-ভঙ্গিতেই লিখিত হয়েছিল বছর দুই তিন আগে। "শাদা-কালো" নামে তার খানিকটা মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল মাতৃভূমি পত্রিকায়। মাঝপথে উপন্যাসটির মধ্যে আর একটি গল্প গ'ড়ে ওঠে। সে গল্পটির নায়ক নায়িকা—রমা রতিলাল। সেটি পরে "মতিগতি" নাম দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে উপন্যাস আকারেই। এটি—তার প্রথমাংশ—নাটক-রূপ নিতে গিয়ে অনেক বদ্‌লে গেছে—কেন না চিত্রণীয় বিষয়বস্তু এক হ'লেও নাটক ও উপন্যাসের অঙ্কনপদ্ধতি আলাদা এ নাটকটি কখনো অভিনীত হবে কি না জানি না—তবে না হ'লেও পাঠ্য নাটক ব'লে গৃহীত হবে এ-বিশ্বাস আমার খুবই আছে। কারণ সত্যপ্রতিষ্ঠ কাহিনী শিল্পে দীর্ঘায়ুই হয়। থ্যাকারে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস পেনডেনিসে বলেছেন বড় সুন্দর :

"I have no right to say to my raders: You shall not find fault with my art···but I ask you to believe that this person writing strives to tell the truth. I there is not that, there is nothing."

নাহিক আমার কোনো অধিকার করিতে ঘোষণা কভু :
"পাঠক ! আমার রচনা-শিল্পে নাহি কোনো ত্রুটি ।—তবু
এইটুকু আছে দাবি মোর—যাহা জেনেছি সত্য বলি'
করেছি রক্তে অনুভব—তারে চেয়েছি বর্ণে ফলি'
জীবনের পটে আঁকিতে। জেনেছি এইটুকু শুধু সার—
সত্যনিষ্ঠা নাহি যার নাই কিছুই জীবনে তার ।"

কবিবন্ধু নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর অনেকগুলি গান এ-নাটকটির একটি বড় সম্পদ ব'লে আমি মনে করি। তাই এজন্যে তাঁর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর গানগুলি যথা :

"ওরে বীর ভয় কেন পাস বল্, কেমন ক'রে বলব আমি, এ-দেশের দিক্‌দিগন্ত, খাব না খাব না খাব না লুচি, আলু কপি কড়াই শুঁটি, প্রেমতরণীর ওগো মাঝি, কাঁটার ব্যথা দিয়ে, পালাবি কোন্‌খানে তুই, এবার আমি চলব না গো, হৃদয়ে আমার উদয় না হ'তে যদি মা, জানি জানি মোর হৃদয়কমল বিকশি' ধরি', সুন্দর দাও দর্শন দাও" ও তাঁর একটি কবিতা "নিজ হাতে জ্বালা প্রদীপ নিভাও।" এ ছাড়া শ্রীমতী রাণী দেবীর একটি গান "হৃদয়ের অচিন তলে" ৺দ্বিজেন্দ্রলালের দুটি গান "সে মুখ কেন অহরহ" ও "হো বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল।" ৺সুকবি শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের একটি গানের দুটি স্তবক "নয়নে ছিল হাসি···জমিলে প্রাণের মালা" শুদ্ধিপত্র—শেষে দ্রষ্টব্য :

শেষ কথা : আমার "নানারূপী" উপন্যাসটির গোড়ায় লিখেছিলাম অসিতের কাহিনী কী পর্যায়ে পাঠ্য। তার একটু বদল করতে হয়েছে—বইগুলি কাগজের দুর্ভিক্ষে পুস্তকাকারে এপর্যন্ত প্রকাশ করতে পারি নি ব'লে। ভবিষ্যতে বইগুলি এইভাবে যথাপর্যায়ে পাঠ্য :

১। আশ্চর্য ( প্রকাশিত ) ২। গল্প—কিন্তু গল্প নয় ( উত্তরা )
৩। নানারূপী ( প্রকাশিত ) ৪। মতিগতি ( মাতৃভূমি )
৫। শাদা-কালো (প্রকাশিত) ৬। ছায়ার আলো ( যন্ত্রস্থ )

ইতি। ১লা বৈশাখ, ১৩৫১

**শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম**
পণ্ডিচেরি

# কুশীলবগণ

গুরুদেব—স্বামী স্বয়মানন্দ। বাঙালি। উজ্জ্বলকান্তি। দীর্ঘকেশ, শ্বেত শ্মশ্রু—বয়স পঁয়ষট্টি।

অসিত—ঐ শিষ্য। বিলাতফেরত, গায়ক, কবি। সুপুরুষ। বাঙালি। দাড়ি গোঁফ কামানো। বয়স পঁয়ত্রিশ।

আরতি—গুরুদেবের শিষ্যা। তেজস্বিনী আইরিশ রমণী। আগে ছিল শিনফেন। ভারতবর্ষে এসে হিন্দু হয়েছে। অসিতের সঙ্গে বিলেতে ভাব ছিল, যদিও ঘনিষ্ঠতা হয় ভারতবর্ষে এসে। শ্রীমন্তিনী—গৌরী—দুহারা। বয়স বত্রিশ।

সোহনলাল—ঐ শিষ্য। বিহারী কিন্তু বাংলা ভালোই জানে। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ। বয়স ত্রিশ।

যাদুগোপাল—জমিদার। বলিষ্ঠ। সুদর্শন। গুম্ফবান। বয়স ত্রিশ।

দ্রোপদবাবু—যাদু এঁর এই নামকরণই করেছে। যাদুর দক্ষিণহস্ত। আসল নাম রসময় চম্পটি। বয়স চল্লিশ।

হেমাঙ্গিনী—অসিতের পাতানো মাসিমা। এখনো সুন্দরী। বোঝা যায় যৌবনে অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। এখন ঈষৎ স্থূলাঙ্গী। শিক্ষিতা বিধবা। ধনী বলা যায় না তবে অবস্থাপন্ন। বয়স পঞ্চাশ।

অমিতা—ঐ কন্যা। সবে আই-এ পরীক্ষা দিয়েছে ও ফার্স্ট হয়েছে। বি-এ পড়ছে প্রাইভেট। সুগায়িকা। অসিতের কাছে ছেলেবেলা থেকেই গান শিখত। পরমা-সুন্দরী। বয়স উনিশ।

সুধী— ঐ পুত্র। সুশ্রী। চঞ্চল। বয়স দশ।

নিভাননী—কলিকাতায় থাকেন। বিলাত ফেরত অধ্যাপকের স্ত্রী। সেকেলে মানুষ। যদিও স্বামী সাহেব মানুষ, নিভাননী পূজার্চনা ব্রত উপবাস নিয়েই থাকেন। বয়স পঞ্চান্ন।

আভা— ঐ কন্যা। আধুনিকতার মন্ত্রশিষ্যা। টেনিস, ক্লাব, ডান্স সবেই পাকা। মোটরও হাঁকায়। কেবল সিগারেটটি খায় না—মা বড় কান্নাকাটি করে ব'লে। মাকে মানে না কিন্তু ভালোবাসে। দেখতে সুশ্রী তবে অত্যধিক পেণ্ট রুজ ও পাউডারের প্রসাদে চেহারায় স্নিগ্ধতা ক্রমশই ক'মে আসছে। বুদ্ধিমতী। বি-এ পাশ। এবার বিলেত যাবার কথা। বয়স কুড়ি।

দৌলত—পেশোয়ারী মুসলমানের বিধবা পত্নী। বাঙালি মুসলমান, কাজেই বাংলা খুব ভালোই বলেন। অসম্ভব ধনী। দেখতে সাদামাটা—তবে চটক আছে। বয়স—পঁয়ত্রিশ।

ললিত— পেশোয়ারে বড় বাঙালি চাকরে। শিকারী। দেখতে সাধারণ। বয়স চল্লিশ।

আশ্রমের সাধক সাধিকা—সব শুদ্ধ যাটজন, পাহাড়ি চাকর, চোর।
স্বপ্নে-দৃষ্টা বা ধ্যানে ( vision ) দৃষ্ট :—

শমিতা—"গল্প—কিন্তু গল্প নয়" উপন্যাসের নায়িকা বাসন্তীপুরের উজিরের মেয়ে। অসিতের কাছে একদা গান শিখত। শ্যামাঙ্গিনী—সুন্দরী। সুগায়িকা। নৃত্যও শিখেছিল—অসিত বাসন্তীপুর থেকে চ'লে এলে পর।

চঞ্চল—আই-সি-এস। লাহোরের একজন বিখ্যাত ধনুর্ধর। একান্ত আধুনিক। দেব-দ্বিজে ভক্তিহীন। সায়েন্স—জপমালা। হিন্দুর হিন্দুত্বকে শ্যালক সম্বোধন করতে পেলে আর কিছু চান না। যাদুর সঙ্গে আগে আলাপ ছিল। বয়স তেত্রিশ।

ডুমেলের আশ্রমই নাটকটির রাজধানী। ডুমেল একটি ছোট শহর। রাওলপিণ্ডি থেকে মারি হ'য়ে গেলে পথে ডুমেল পড়ে। প্রায় আড়াই হাজার ফিট উঁচু উপত্যকা। অতি সুন্দর গ্রাম। ঝিলম ও কিষণগঙ্গার সঙ্গমেই অবস্থিত। শীত সামান্যই। এখান থেকে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ১০০ মাইল হবে।

# শাদা-কালো

সকাল আটটা। সূর্যের আলো ভবানীমন্দিরের স্বর্ণচূড়ায় চকচক করছে। গুরুদেব মন্দিরের সামনে বেদীতে ব'সে। একপাশে সাধিকারা ব'সে, অন্যপাশে সাধকেরা। স্তোত্রগান—শঙ্করাচার্যের :

গুরুদেব

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন নপ্তা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব

সকলে :

গতি স্ত্বং গতি স্ত্বং ত্বমেকাভবানি॥

গুরুদেব :

ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং

সকলে :

গতি স্ত্বং গতি স্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

গুরুদেব :

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং
ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতর্

সকলে :

গতি স্ত্বং গতি স্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

গুরুদেব :

প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং
দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যং সুরাণাং শরণ্যে

সকলে :

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

গুরুদেব :

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে
জলে বানলে পর্বতে শত্রুমধ্যে
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি

সকলে :

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

স্তব গান শেষ হ'লে সবাই ভূমিষ্ঠ হ'য়ে দেবীকে প্রণাম করে
তারপর উঠে গুরুমুখী হ'য়ে বসে

গুরুদেব ( একবার ডানদিকে একবার বাঁদিকে তাকিয়ে ) : কারুর কোনো প্রশ্ন আছে আজ ?

আরতি : একটা প্রশ্ন আছে আমার, কিন্তু—

গুরুদেব ( স্নিগ্ধকণ্ঠে ) : বলো মা—( হেসে ) 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' উপনিষদের একথার মানে নয় যে তত্ত্বজিজ্ঞাসায়ও সুমতি হয় না।

আরতি : আচার্য শঙ্কর তো ছিলেন বৈদান্তিক। তিনি কি এ-স্তোত্র লিখেছেন ?

গুরুদেব ( হেসে ) : মা, একটা মানুষের নানা দিক থাকে। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ কি গুরুবাদী ছিলেন না, না কালীমন্দিরে প্রণাম করতেন না ?

সোহনলাল : কিন্তু গুরুদেব, প্রণাম করা এক আর স্তোত্র লেখা আর। শঙ্কর তো ছিলেন জ্ঞানমার্গী—তিনি এরকম ভক্তিস্তোত্র লিখবার প্রেরণা পাবেন কেমন ক'রে ?

গুরুদেব : ভগবান্ কাকে কোন্ পথ দিয়ে ডাকেন বাবা কেউ কি জানে ? হিন্দুধর্মে ভগবানের তাই বিচিত্ররূপ—যদিও ঠিক এই জন্যেই

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বা বুদ্ধিসর্বস্ব তার্কিকেরা হিন্দুধর্মকে গাল দেন। তাঁরা ধ'রে ব'সে আছেন যে ভগবান্ ঠিক তাঁদেরই মতন disciplinarian, sectarian—কোনো বিধিপদ্ধতি একবার দিলে আর তার উল্টো গান না। কিন্তু তা তো সত্যি নয়। ভগবান্ স্পষ্টই বলেছেন গীতায় যে ভক্ত যে-তনুতেই কেন না তাঁকে ভালবাসুক তিনি সেই তনুতেই তাঁকে দেখা দিতে রাজি। সসীমবুদ্ধি মানুষ অসীমকে কল্পনা করে একটা মনগড়া কাঠামোয় ফেলে, যুক্তি-তর্কের ছক কেটে। কিন্তু অসীম যিনি তাঁর স্বধর্মই যে লীলাবৈচিত্র্য বাবা! তাই হিন্দুধর্মে শুধু যে রকমারি অধিকারীর জন্যে রকমারি পূজার ব্যবস্থা তাই নয়—একই পূজকের নানা অবস্থায় পূজা বদলে যেতে পারে এ বিধানও রয়েছে। দেখ না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ নানারকম সাধনা করেছেন নানা অবস্থায়—moodএ। শঙ্করের বেলায়ও একথা স্বীকার করতে বাধা কি? বিবেকচূড়ামণিতে তিনিই বলেছেন জোর ক'রেই :

'অতীব সূক্ষ্মং পরমাত্মতত্ত্বং
ন স্থূলদৃষ্ট্যা প্রতিপত্তুমর্হতি'

অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব বুঝতে হ'লে সূক্ষ্মদৃষ্টি চাই—স্থূলদৃষ্টিতে সানাবে না—বুঝলে? (আরতি): কী? তোমার?

আরতি: এটুকু বুঝতে বেগ পেতে হয়নি গুরুদেব—তবে—

গুরুদেব: বলো মা। সায়েন্স?

আরতি (হেসে): সায়েন্সে অরুচি হ'য়ে গেছে গুরুদেব, রক্ষে করুন। আমার কেবল একটা সংশয় উঠছে কেবলই কদিন থেকে—কেবল পাছে আপনি 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' ব'লে ভয় দেখান—

গুরুদেব (হেসে): ভয় দেখালে ভয় পাবে তুমি—এও শুনতে হ'ল মা? সাক্ষাৎ শিনফেন আইরিশ পেট্রিয়ট! না (গম্ভীর) বলো যা বলতে চাও—যদিও আমি জানি কোথায় তোমার বাধছে।

আরতি: জানেন? (সকৌতূহলে) বলুন না!

গুরুদেব (একটু চোখ বুঁজে থেকে): পিতা মাতা ভাই বন্ধু স্বামী স্ত্রী সব না ছাড়লে ভবানীকে অগতির গতি ব'লে বরণ করা সম্ভব নয় কেন—এই নয় কি তোমার প্রশ্ন?

আরতি ( হাত বাড়িয়ে প্রণাম ক'রে ) : ধন্যবাদ।

গুরুদেব : ধন্যবাদের জন্য ধন্যবাদ। আগে কহ আর।

সকলের হাসি

আরতি : আগে একটু কইবার সত্যিই আছে গুরুদেব। কারণ প্রশ্নটা আমার ঐ বটে, কিন্তু সংশয়টা জেরা করে—'বন্ধু-বান্ধবকেও ছাড়তে হবে কেন' ? সতীর্থ সুহৃদও কি সাধনার পথে-বাধা ?

গুরুদেব : সব সময়েই যে বাধা তা নয়। তবে বন্ধু-বান্ধবের কাছেও পাথেয় চাইলে চলবে না—অনুরাগ থাকতে পারে, কিন্তু আসক্তি না। কারণ আসল বাধাটা আসে তো আত্মীয়তার চেনাপথে নয় মা, আসে অচিন পথে—অজান্তে—কি না আসক্তি থেকে। তবে এ উপলব্ধিও আসে সাধনার একটা বিশেষ অবস্থায়—a stage—যখন সাধক হ'য়ে ওঠে তন্ময়—ছাড়ে মনুষ্য সব দ্বন্দ্ব—ছাড়তে চায়—না ছেড়ে পারে না—যেজন্যে মীরাবাই গেয়েছিলেন :

তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা না কোঈ।

আরতি : এ অবস্থা পেরুলে ?

গুরুদেব : দেখে যে যিনি ভগবান্ তিনিই রূপ নিলেন পিতা মাতা স্বজন বান্ধব হ'য়ে। তখন শুধু প্রিয়জন কেন—অচেনা, উদাসীন, শত্রু মিত্র সবাইকেই সে বরণ করে আপন ব'লে। কিন্তু এ অবস্থা হ'ল সিদ্ধ অবস্থার একটি চিহ্ন—

আরতি ( উৎসাহিত ) : এ তো চমৎকার কথা—

গুরুদেব : রোসো রোসো, আমি বলতে যাচ্ছিলাম—এ হ'ল সিদ্ধ অবস্থার কথা—সাধকের মুখে সাজে না। কারণ এ অবস্থায় পৌছতে হ'লে তাকে কোনো না কোনো সময়ে হ'তেই হবে উদাসী—জানতেই হবে তার কেউ নেই—যে অবস্থার কথা সহদেব বলেছেন মহাভারতে :

দ্ব্যক্ষরস্তু ভবেন্মৃত্যু স্ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম শাশ্বতম্
মমেতি চ ভবেন্মৃত্যু ন মমেতি চ শাশ্বতম্।

কি না—দুটি অক্ষরে মরণ : মম, আর তিনটি অক্ষরে ব্রহ্মপদ : ন মম। প্রতি নবজন্মের জন্যে যেমন মৃত্যু চাই—পদে পদে, তেমনি

পেতে হ'লে হারাবার জন্যে প্রস্তুত হওয়া চাই। তবে এ হাতে-কলমে করতে হয় মা, মুখে আবৃত্তি ক'রে বোঝা যায় না। এ তত্ত্ব জানেন তাঁরাই যাঁরা করেছেন আত্মোৎসর্গ। সোহনলাল! সেই সুফী রুবাইটা কী যেন? ক্যা ফল মিল্‌তা হয়?—

সোহনলাল ( উৎসাহিত ):

> ক্যা ফল মিলতা হয়—বীজ কো কর্‌ দেখো।
> পানে কি আর হওয়স্‌ হয—তো খোকর দেখো।
> ময় ক্যা অর্‌জ্‌ করুঁ কে ইসমে ক্যা লজ্‌জ্‌ৎ হয়
> এক মর্তবা তুম্‌ কিসি কে হোকর দেখো।

আরতি: মানে?

গুরুদেব: বীজ বুনে দেখ ফল ফলে কি না—অসিত! মনে আছে তোমার এর যে তর্জমাটি তুমি করেছিলে সেদিন?

অসিত: আছে গুরুদেব।

গুরুদেব: বলো তো।

অসিত:

> বীজ বুনি' ফলে কেমন সে-ফল বুনিয়া তাহারে দেখা চাই,
> লভিতে জীবনে চাও যদি—আগে হারাও যা আছে আপনার,
> সর্বত্যাগ মাঝে কোন সুখ?—মিনতি আমার শোনো ভাই:
> আপনারে করি' নিবেদন চাও আস্বাদ সেই অসীমার।

ঘন ঘন মোটরের শৃঙ্গধ্বনি

আরতি: কে ও?

সবাই তাকায়। বেড়ার ওপারে রাস্তায় একটি মোটর এসে থামল, দেখা যায়। একটি স্থূলকায় ও একটি ক্ষীণকায় আরোহী নামে।

গুরুদেব: দেখ তো অসিত! সোহনলাল—তুমিও যাও। বোধহয় অতিথি।

সোহনলাল: কোন্‌ কুটীরে রাখব—যদি থাকতে চান?

গুরুদেব ( একটু ভেবে ): অসিত! তোমার বাড়ির সাম্‌নে কুটীরটা ঠিক আছে?

অসিত : আছে গুরুদেব। কেবল আর একটা খাট চাই।

গুরুদেব : আরতি! এ তোমার জুরিস্‌ডিকশন।

আরতি, অসিত ও সোহনলালের প্রস্থান

গুরুদেব

চণ্ডী থেকে পাঠ। প্রতিশ্লোকের প্রথম চরণ গুরুদেব আবৃত্তি করেন, দ্বিতীয় চরণে সকলে যোগ দেয় স্তবে

সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
( সকলে ): স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোস্তু তে॥
কলা কাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণাম-প্রদায়িনি।
( সকলে ): বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোস্তু তে॥
সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
( সকলে ): শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তু তে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
( সকলে ): গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্তু তে
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণ পরায়ণে।
( সকলে ): সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোস্তু তে॥

২

স্থূলকায় অতিথিটি অসিতকে প্রণাম করতে যেতেই অসিত বাধা দেয়। তাঁর কৃশকায় সঙ্গীটি মাথা খুব হেঁট ক'রে—প্রায় আভূমি প্রণত ভঙ্গিতে—দণ্ডবৎ করেন।

অসিত ( দুজনকেই প্রতিনমস্কার ক'রে ): আপনারা?

স্থূলকায়: আমার নাম শ্রীযাদুগোপাল চৌধুরী। আর ইনি—শ্রীরসময় চম্পটি—আমার বন্ধু ও সেক্রেটারি—

কৃশকায় ( বাধা দিয়ে ): ইশে ও কী কথা? ( অসিতকে ): না স্বামীজি, আমি দাদাবাবুর একান্ত চরণাশ্রিত—ইশে—ইনি দয়া ক'রে বন্ধু বলেন ওঁর নিজগুণে।

অসিত (হেসে): বিদ্যা দদাতি বিনয়ং—রসময়বাবু—

কৃশকায় (করযোড়ে): আমাকে—ইশে—অপরাধী করবেন না ও নামে ডেকে।

অসিত: সে কি রসময়বাবু?

কৃশকায়: পাপে ডুবে আছি স্বামীজি—গলা অবধি। বাবু বললে একেবারে জ্যান্তে পোঁতা হ'য়ে যাবে। আমাকে—ইশে—দ্রৌপদ ব'লেই ডাকবেন বাবুর-দেওয়া আদরের ডাকনাম।

আরতি (সাশ্চর্যে): কী নাম বললেন? দ্রৌ—

দ্রৌপদ: আজ্ঞে মিস্—থুড়ি, মালক্ষ্মী! ও নামটাকে কায়দা করতে না পারলে আমাকে—ইশে—'জুতো-সেলাই-থেকে-চণ্ডীপাঠ-ঠাকুর' ব'লেও ডাকতে পারেন কিম্বা গোল আলু।

আরতি (হেসে): গোল আলু?

দ্রৌপদ: ইশে—আমি ঝালেও আছি, ঝোলেও আছি, অম্বলেও কি না।

যাদু: দ্রৌপদ! ফের?

অসিত: দ্রৌপদ নাম তো কখনো শুনি নি?

দ্রৌপদ: শুনবেন ইশে—কোত্থেকে? দ্রৌপদীর যদিও masculine gender—মানে রন্ধনে—কিন্তু ডিক্‌শনারিতে তো আর নেই।

যাদু: দ্রৌপদ! অত কথা বলে না। ব্যস্।

দ্রৌপদ (অসিতকে করযোড়ে): দাদাবাবুর ধমক কানে তুলবেন স্বামীজি। ও হ'ল ওঁর—ইশে—পোষাকি ধমক। আসলে অধমের কথা নৈলে উনি হাঁপিয়ে ওঠেন। নৈলে সময়ও তো কাটে না। ডি এল রায়ের—ইশে—'রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা' তো সব রাজারই সমস্যা স্বামীজি,

"বললেন রাজা পুনরায়: 'এ জীবনটা ঘোর ফাঁকা।
সুবিধে হোলো না কিছুই থেকে এত টাকা।
সময়ই জীবনের দেখছি অতীব বিপদ্।
জীবনের এই প্রধান কার্য—সময় করা বধ।'"

যাদু (হাসি চেপে): দ্রৌপদ! আর না কিন্তু। চোপরাও। বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে।

সোহনলাল (হেসে): হ্যাঁ বিশেষ রাজার সামনে।

যাদু: আজ্ঞে—আমি রাজা নই।

দ্রৌপদ: ওঁর কথা ইশে কানে তুলবেন না কেউ। ইশে—রাজারা যাঁর কাছে রাজ্য বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করেন—

যাদু: দ্রৌপদ! ফে—র! (অসিত ও সোহনলালকে) না না। আমি একজন সামান্য জমিদার পূর্ববঙ্গের। এখানে এসেছি কাশ্মীর যাবার পথে দুদিন থেকে যেতে—যদি অবিশ্যি দয়া ক'রে—(কথাটা শেষ হ'ল না)

আরতি: আশ্রমেই থাকতে চান?

যাদু (সংকুচিত): যদি গুরুদেবের কৃপা হয়। তাঁকে দর্শন করতেই আসা। দুটি ঘর হ'লেই আমাদের চলবে।

অসিত: বেশ তো। (হেসে) যদিও এত মাল দুটি মাত্র ঘরে ধরবার কথা নয়। তা—আপাতত আমাদের একটি ভালো কুটীর খালি আছে। চার চারটি ঘর। কিন্তু এত মাল কী নিয়েছেন শুনি?

দ্রৌপদী: উনি কি সামান্যি জমিদার স্বামীজি যে ইশে গোটা সংসারকে না গুটিয়ে বেরুতে পারেন। পিছনে ওঁর ইশে আরও একটা মোটর আসছে মাল নিয়ে।

আরতি: আরো মাল! সর্বনাশ! তাতে আবার কী আসছে?

দ্রৌপদ: আজ্ঞে মা লক্ষ্মী—ইশে শুধু গাই বাছুরটি বাদ আর সবই—রেডিও ফরাস ফরসি তাকিয়া শতরঞ্চি ইশে তবলা পাখোয়াজটি পর্যন্ত—ঘর তো সোজা বনেদি নয় দাদাবাবু—

সোহনলাল হাততালি দিয়ে শিস দেয় হঠাৎ—
একটি পাহাড়ি চাকরের প্রবেশ

অসিত। না না, এখানে মাল নামিও না—মোটরটা ওদিকেই দিয়ে যাক্—যা সব ভারি ভারি তোরঙ্গ!

যাদু: সেজন্যে ভাববেন না। আমি একাই নাবিয়ে নেব।

অসিত: পাগল!

দ্রৌপদ: পাগল নয় স্বামীজি! দাদাবাবু আমাদের—কিঙ্করসিঙের ইশে ভগিনীপতি—থুড়ি সম্বন্ধী—ওরফে পেল্লায় পালোয়ান। এ মাল তো ওঁর কাছে—ইশে—নস্যাৎ!

যাদু: দ্রৌপদ! ফে—র?

৩

তিন দিন বাদে। সকাল আটটা ভবানীমন্দিরের সামনে গুরুদেব সেই বেদীতে আসীন—ধ্যানস্থ। দুই পাশে সাধক সাধিকা সেই ভাবে আসীন। অসিত গাইছে যাদু পাখোয়াজ বাজাচ্ছে।

কুঞ্জের মঞ্জীর মাঝ সুরহীন স্বর পায় লাজ,
অন্তর গায়—"সাজ্ সাজ্ উৎসব রব ছন্দে।"
মন্থর প্রাণ কুঞ্জে মূর্ছন মিড় মূর্জে
ভৃঙ্গের আশ গুঞ্জে ফাল্গুন স্বর গন্ধে।
"দোল্ দোল্"—গায় মর্মে—"দূর কর্ দায় কর্মে
তোল্ নর্তন নর্মে সঙ্গীত-স্রোত—চঞ্চল
ভক্তির রং দীপ্ত, বিশ্বের হৃদ্ তৃপ্ত
স্বপ্নের দল রিক্ত ভরপুর রস-উচ্ছল।"

অম্বর ঐ গলল, অঙ্কুর লাখ ফলল,
খঞ্জর মন টলল, পাখ্‌নায় নীল নৃত্য!
সুপ্তির ঘোর ছুটল, সিন্ধুর বাঁধ টুটল
চিত্তের ফুল ফুটল বিহ্বল প্রেমসিক্ত!
আজ সুন্দর বল্লভ! শিঞ্জন-রূপ-সৌরভ
বায় পাণ্ডুর বৈভব ঐহিক সাজ সজ্জা।
সংশয় সব কাটল, নন্দনবন জাগল
মুক্তির ভায় ঝাঁপল নগ্ন বন্ধন লজ্জা।

গুরুদেব (ধ্যানভঙ্গ হ'লে): কারুর কোনো প্রশ্ন আছে?

অসিত ওর কানে কানে কী বলল

গুরুদেব (সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে, সাধক সাধিকাদের): আচ্ছা তোমরা সবাই এখন যেতে পারো—কেবল (যাদুকে) তুমি থাকো।

সবাই উঠে গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে একে একে প্রস্থান

যাদু (অসিত উঠতেই): আপনি থাকুন দাদা

অসিত (সাশ্চর্যে): কেন?

যাদু ( জনান্তিকে ) : আমার ভয় করে একা।

অসিত ( জনান্তিকে ) : সে কী হে! এমন পেল্লায় পালোয়ান তুমি—ভয় করে একা? বলো কি?

গুরুদেব ( অসিতের দিকে তাকিয়ে ) : কী ব্যাপার?

অসিত : আমাকে থাকতে বলছে। থাকব?

গুরুদেব : বেশ। কিন্তু ভয়টা কিসের?

যাদুর দিকে চেয়ে একটু হাসেন

যাদু ( কুণ্ঠিত ) : আমি—বলুন না দাদা!

অসিত ( জনান্তিকে ) : এত লজ্জা! জোয়ান মরদ না?

গুরুদেব ( অসিতের দিকে সপ্রশ্ন নেত্রে ) : কী?

অসিত : ও আবার একটু বেশি লাজুক কি না। প্রায় মুখচোরা।

গুরুদেব ( হেসে ) : তা ওর যতক্ষণ লজ্জা ঘৃণা ভয় না কাটে তুমিই না হয় ওর মুখপাত্র হ'যে বললে দুটো কথা। তুমি তো আর মুখচোরা নও হে।

অসিত ( হেসে ) : না গুরুদেব। ওর বন্ধু আমার কথার ঝরনা শুনে ওর মুখচোরামিকে নিশানা ক'রে কাল গাইছিল একটি গান রাতে।

গুরুদেব ( হেসে ) : তাই না কি? কী গান?

অসিত : সবটা মনে নেই তবে প্রথম দুটো চরণ বুঝি—

কথা নাহি সরে লজ্জায় মরে ভয়ে বুক ধুক ধুক
বিধি তারে বাম তাই গুণধাম কবির কুটিল মুখ।

গুরুদেব খুব হাসেন

যাদু ( গুরুদেবের প্রাণখোলা হাসি শুনে আশ্বস্ত হ'য়ে অসিতকে ) : দাদা! ভয় কাটল বুঝি বা!

গুরুদেব : বেশ বেশ। ( একটু পরে ) এবার বলো তাহ'লে।

যাদু ( একটু ইতস্ততঃ ক'রে ) : আমাকে—মানে—( থেমে যায় )

গুরুদেব : বলো।

যাদু : মন্ত্র দেবেন? মানে—দীক্ষা?

গুরুদেব : দীক্ষা ? যোগের ?

যাদু : হ্যাঁ গুরুদেব—যদি অবশ্য—মানে—আমি অধিকারী হই।

গুরুদেব : অধিকার তোমার আছে। কেবল একটা প্রশ্ন থাকে।

যাদু : কী গুরুদেব ?

গুরুদেব : দীক্ষা চাও কেন ?

যাদু : বলুন না দাদা!

অসিত : তোমার নিজের কথা নিজের মুখে বলাই কি ভালো নয় ?

যাদু বলতে গিয়ে থেমে যায় ফের

গুরুদেব (অসিতকে) : তুমিই না হয় বললে—ও স্বভাবে এত লাজুক যখন।

অসিত : ও একটি মেয়েকে ভালোবাসে। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে ওর মনে হয় বিবাহ ওর পথ নয়।

গুরুদেব : তাহ'লে বিবাহের প্রশ্ন ওঠে কোথেকে ? যোগ যদি করতেই হয় তবে বিয়ে না ক'রে সুরু করাই তো ভালো।

অসিত : একটু মুস্কিল আছে—ওর সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ সব ঠিকঠাক।

গুরুদেব : ঠিকঠাক মানে ?

যাদু (নতমুখে) : মেয়েটি খুব সুন্দরী। তাই! দুর্বল মুহূর্তে বাগ্দান হয়ে গিয়েছে।

গুরুদেব : ও। (একটু চোখ বুঁজে) মেয়েটি তোমাকে ভালোবাসে ? মানে, অবশ্য ভালোবাসা বলতে যা বোঝায় সচরাচর।

যাদু : সময়ে সময়ে মনে হয় বাসে—সময়ে সময়ে মনে হয়—না।

গুরুদেব (একটু চুপ ক'রে) : বাবা! এপথ বড় কঠিন পথ! ব্রহ্মচর্য বিনা অসম্ভব। তাই এ পথের পথিক যদি হ'তে চাও কৌমার্যব্রত নিতেই হবে—মানে আমার যোগে।

যাদু : বিবাহ ক'রে কি ধর্ম হয় না ?

গুরুদেব : আধুনিকদের ধর্ম খুব হয়। তবে এবিষয়ে যোগ সেকেলে —মানে ঐকান্তিক যোগ।

যাদু : ঐকান্তিক ?

গুরুদেব : ঐকান্তিক বলতে বোঝায় শুধু ভগবানকেই চাওয়া—আর কিছু নয়—ধন, মান, স্ত্রী, পুত্র, দেহসুখ এমন কি পরোপকার ব্রতও নয়।

যাদু : তাহ'লে—মাপ করবেন গুরুদেব—

গুরুদেব : বলো বাবা।

যাদু : মানে সমাজ সংসার চলে কেমন ক'রে। গীতায়ও তো আছে 'সর্বভূতহিতে-রতাঃ'—

গুরুদেব : বাবা সংসারীরা গীতার ব্যাখ্যা করে বাসনার ভাষ্য দিয়ে। কিন্তু গীতাকে বুঝতে হ'লে সব আগে হওয়া চাই নিষ্কাম। ভগবানকে না পেয়ে সমাজ সংসারকে যেমনটি মনে হয় ভগবানকে পেলে তেমনটি মনে হয় না—হ'তে পারে না। যোগের পথ হ'ল মুক্ত হ'য়ে নির্বাসনা হ'য়ে তবে সমাজ সংসারের সেবা। 'তুষেণ বদ্ধো ব্রীহি স্যাৎ তুষাভাবেন তণ্ডুলঃ—পাশবদ্ধ স্তথা জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ'—তুষের মধ্যে থাকলে ধান তুষের বাইরে এলে তবেই চাল। বাসনায় বদ্ধ যে সে-ই জীব, বাসনা থেকে মুক্ত যে সে-ই শিব। কর্মে, সর্বভূতহিতে এই শিবেরই সত্যিকার অধিকার। কিন্তু এসব আলোচনা শুধু মনের গবেষণায় বোঝা যায় না বাবা। ভগবানকে লাভ ক'রে সমাজ সংসারের যে-হিতসাধন করতে মুনিঋষিরা নামতেন তার ছন্দটি যে তোমাদের হাল আমলের দেশসেবার ছন্দ নয় একথা বুঝতে হ'লেও অন্তত কিছু সাধনা চাই।

যাদু : আমিও এই সাধনা করতেই চাই গুরুদেব।

গুরুদেব (হেসে) : তোমার এখনকার মনের অবস্থায় তুমি এ-সাধনায় মন বসাতে পারবে না। যখন সে-ডাক আসবে তখন এসো। —দুঃখিত হোয়ো না বাবা, আমাদের সাহেবি ভাষায় বলে না a round peg in a square hole এর দুর্ভোগের কথা। মনে রেখো। ইতো-ভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হ'য়ে লাভ কী বলো ?

যাদু (একটু চুপ ক'রে থেকে ক্লিষ্টকণ্ঠে) : তাহ'লে কি সাধু মহাত্মার কাছে সংসারী যারা তারা কিছুই পেতে পারে না ?

গুরুদেব (কোমলকণ্ঠে) : তা কেন ? সাধুসঙ্গে মনটা একটু উঁচু

হয়ই। পরমহংসদেবের উপমা মনে পড়ে না—উকিলকে দেখলেই যেমন মনে হয় মকদ্দমার কথা তেমনি সাধুকে দেখলেই মনটা হয় ভগবৎ-মুখী—কম আর বেশি। তাছাড়া আরও অনেক কিছু লাভ হয় সাধুসঙ্গে : পথের পাথেয় মেলে, মনের বল বাড়ে, দৃষ্টিভঙ্গির বদল হয়—আরও কত রকমের পারানি পাওয়া যায়। সাধুদের মধ্যে দিয়ে ভগবান অনেক সময়েই বর দেন—তাঁদের কণ্ঠের মধ্যে দিয়ে কথা কন—তাঁদের আশীর্বাদের মধ্যে দিয়েই আশীর্বাদ করেন। যে-সত্য অরূপ অচিন্ত্য অশ্রুত তাকে সাধুরা মূর্ত ক'রে তুলে ধরেন তাঁদের জীবন-সাধনায়—রোগ, শোক, ভয়, লজ্জা আরো কত রকমের দুঃখ থেকে মুক্তি দেন তাঁরা—তার কতটুকু জানে সাধারণ মানুষ বলো ?

যাদু ( সাগ্রহে ) : ভয় থেকেও মুক্তি দেন ?

গুরুদেব : কেন দেবেন না বাবা ? বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গ্য বলছে : 'য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস' অর্থাৎ এই ছায়াময় পুরুষকেই আমি ব্রহ্ম ব'লে উপাসনা করি। তাতে জ্ঞানী অজাতশত্রু বললেন : না, তাঁকে মৃত্যু ব'লে উপাসনা করতে হয়। মৃত্যুর একটি মহাবর বরাভয়—এ যেন নচিকেতার ম'ত bearding the lion in his own den—বুঝলে না ? ভগবানকে বজ্রপাণি ব'লে জানলেও ভয় থেকে মুক্তি—অমৃতলাভ, যে জন্যে উপনিষদে বলেছে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।'

যাদু ( করযোড়ে ) : আপনার আশ্রমে আমি কিছুদিন থাকতে পাই না গুরুদেব ? অন্ততঃ ভয় থেকে তো মুক্তি পাব। আমি বড় ভয়কাতুরে। কী যে লজ্জা হয় এজন্যে !'

গুরুদেব ( ওর মাথায় হাত রেখে ) : তা থাকো না বাবা, যতদিন ইচ্ছে থাকো। সর্বদা মনে রেখো যে ভয় বলো, লজ্জা বলো, দুঃখ বলো, দৈন্য বলো সবই বাইরের—মায়া। ভিতরে আমাদের মা-র ( প্রতিমার দিকে তাকিয়ে প্রণাম ক'রে ) বরাভয়শিখা সর্বদাই জ্বলছে। তাহ'লেই মুক্তি পাবে—শুধু ভয় থেকে নয—যেটা আরো বেশি শক্ত—বাসনা কামনার মায়া থেকে। চণ্ডীতে বলছে :

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ<br>স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি

স্মরিলে তোমাকে বিপদে নিখিল ভয় হ'তে লভে মুক্তি
স্মরিলে তোমাকে সম্পদে মাগো দাও তারে শুভবুদ্ধি।

( অসিতকে ) গাও না অসিত সেই গানটা—ওরে বীর ভয় কেন পাস্ বল্
( যাদুকে ) ধরো বাবা তোমার পাখোয়াজ—বড় সুন্দর বাজাও তুমি।

যাদু ( প্রণাম ক'রে ): ধরো অসিদা—আর ভয় করছে না।

অসিত: ঐ-ঐ—ঐ

যাদুর পায়ের কাছ দিয়ে একটা গিরগিটি সর্ সর্ ক'রে স'রে যায়—যাদু ছিল
গুরুর ডান দিকে ব'সে—ভয় পেয়ে এক লাফে একেবারে
ওঁর বাম জানু চেপে ধরে

গুরুদেব ( ওর কাঁধে হাত রেখে ): ভয় কি? ও তো একটা ছোট্ট গিরগিটি—কামড়ায় না।

যাদু ( ভয়ে ভয়ে ): জানি। ( কপালের ঘাম মোছে )

অসিত ( হেসে ): এ কী হে? তুমি যে—

গুরুদেব: গাও অসিত!

যাদু বাজায় অসিত গায়

ওরে বীর! ভয় কেন পাস বল্
পায়ে দল্ সকল বাধারে।
হৃদয়ে কার আঁখি উজল
দিশা দেয় আলোয় আঁধারে!

সে-আঁখির পানে আঁখি তোল্,
তা হেরি' আপনা তুই ভোল্,
তরণীর কূলের বাঁধন খোল্,
ভেসে যা অকূল পাথারে।

অভয়ার তুই যে রে সন্তান,
কে তোরে করবে বাধা দান?
মা ব'লে ডাক্‌রে খুলে প্রাণ,
কেন তুই ডাকিস না তাঁরে?

কোলে তার আছিস রে সদা,
মনে কর্ সদাই সে-কথা,
বাজা তোর অভয় বারতা
জীবনের বেহালা তারে।

## ৪

অসিতের দোতলা বাড়ির উপরে গাড়িবারান্দায় অসিত আরাম কেদারায় এলায়িত। আরতির গাড়িবারান্দায় একটি বেদী—শূন্য। ওদের মধ্যে ব্যবধান পাঁচফুট। দুটি গাড়িবারান্দার মাঝে ব্যবধান এক ফুট মাত্র—প্রায় ঠেকাঠেকি আর কি। সামনে সরু মেঠো রাস্তা। ওপারে যাদুর একতলা বাটীর বা বাংলো। অসিত ও আরতির বারান্দা থেকে যাদুর ঘরের মধ্যে তক্তাপোষের ফরাস দেখা যায় পরিষ্কার—দশ-বার ফিটের বশি দূর নয় তো। পূর্ণিমা—নির্মেঘ আকাশ। রাত দশটা।

অসিত অন্যমনস্কভাবে চেয়ে আছে চাঁদের দিকে। হঠাৎ আরতি বেরিয়ে এল ওর শয়নকক্ষ থেকে গাড়িবারান্দায়। খশ খশ শব্দ হয়।

অসিত ( চমকে ): কী? ঘুম হচ্ছে না বুঝি?

আরতি ( বিরস ): কেমন ক'রে হবে বলো দেখি—শুনছ না?

অসিত ( যাদুর তবলার ক্রাং ক্রাং শুনে ): তাই তো! খুব চলেছে যে তবলা! বাঃ লহরা বাজাচ্ছে কী চমৎকার—শুনছ?

আরতি: লহরা মানে?

অসিত: এই তবলায় নানা কারদানি দেখানো আর কি। ( হঠাৎ গানের সুর শুনে ): কে গাইছে?

আরতি: আর কে? ঐ insufferable fellow with that unpronounceable name.

অসিত: শ্—শ্ ( কান পেতে শুনে ) হাঃ হাঃ হাঃ—

আরতি: কী গাইছে ও? হাসির গান?

অসিত: হ্যাঁ। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ। রোসো—তোমার বাইনকুলারটা নিয়ে এসো তো—হাসির গান শুনতে হ'লে মুখভঙ্গি দেখাই চাই—খালি চোখে ভালো দেখা যাচ্ছে না—আমিও আমারটা নিয়ে আসি।

আরতি ও অসিত গাড়িবারান্দা থেকে সোজা নিজের নিজের
শয়নকক্ষে ঢুকে বাইনকুলার নিয়ে বেরিয়ে এল

আরতি (বাইনকুলার ফোকাস করতে গিয়ে): ঘরের মধ্যে এভাবে দেখলে অন্যায় হবে না তো অসিত?

অসিত (ফোকাস করতে করতে): পাগল না কি? হোঃ হোঃ হোঃ—

আরতি তখন নিশ্চিন্ত মনে দেখে ও হাসতে সুরু করে। ওরা প্রত্যেকেই যা দেখে—

## পট পরিবর্তন

যাদুর তক্তাপোষে জাজিমের ওপর দ্রৌপদ দাঁড়িয়ে গাইছে। একটি সাধক বাজাচ্ছে হার্মোনিয়াম, যাদু ধরেছে তবলা। দ্রৌপদ খুব মুখভঙ্গি ক'রে গাইছে স্বরচিত একটি কমিক গান—আর ঘরের মধ্যে কয়েকটি সাধক ও ডুমেলের দু'একটি বাঙালি বালক শ্রোতা হেসে গড়িয়ে পড়ছে। দ্রৌপদ প্রত্যেক বার 'বাবু' সম্বোধনের পরেই তাকাচ্ছে যাদুর মুখের দিকে—আর তাতে যাদু একটু বিরক্ত মতন বোধ করার দরুণ সবাই যেন ব্যাপারটা আরো উপভোগ করছে।

দ্রৌপদ গাইছে:

(আহা) বেচারি বৌটি একটি ভুলেই পড়ল মারা!
(বাবু) তাই বলি ভুল কোরো না যেন।
(ভুলে) একটি মাছি সে গিলে ফেলে হ'ল ভয়েই সারা!
(আহা) অবলা সরলা—না হবে কেন?

(করে) ভনভন মাছি! বৌ মরে কেঁদে: "এ যে জ্বালালো!"
(বাবু) দরদী, সে জ্বালা বুঝেই নিও।
(আহা) কী করে সে? খেয়ে মাকড়সা মাছি-রোগ সারালো।
(ওগো) সাহসী, তোমরা বাহবা দিও।

(তাতে) কী হবে?—মাকড় মাছি খেয়ে সুখে হেঁটে বেড়ান!
(বাবু) কী সে সুড়সুড়ি! থামানো দায়!
(শেষে) প্যাঁচা এক গিলে ভাবে মেয়ে পেল পরিত্রাণ!
(তবু) কর্মফল কি এড়ানো যায়?

( মানে ) হ'ল কি—বৌটি যেই গায়, প্যাঁচা ধরে দোয়ার !
( শুনে ) কাঁটা দেয় শ্রোতা সবারি গায় !
( বলো ) কী করে ? বিড়াল গিলে তব হ'ল প্যাঁচা কাবার
( বাধে ) তাতেও আরেক ফ্যাসাদ হায় !

( যেই ) বর সাথে বৌ করে প্রেম—ঐ, কে ডাকে 'মেঁউ' ?
( বাবু ) 'মিঞাও' কি আর বাজাবে বীণা ?
( বোকা ) বর পেয়ে ভয় গেলায় কুকুর—সে করে 'ঘেউ' !
( কেঁদে ) বলে সে বেচারি : 'আর পারি না।'

( তবু ) থামে না সে—'ঘেউ—কী করে ? শাশুড়ি বলল রাগে :
'( এত ) বলি—তবু দেখে খাস্ নে কেন ?'—
( ঠেলা ) সামলাতে শেষে নিজেকেই হ'ল গিলতে তাকে।
( বাবু ) তাই বলি—ভুল কোরো না যেন।

## পট পরিবর্ত্তন

পূর্ব দৃশ্য—অসি॰ ও আরতি বাইনকুলার-চোখে দেখছে।

অসিত ( হেসে ) : বেচারি বৌ !

আরতি ( হাসিতে যোগ দিয়ে ) : সত্যি। কর্ম্মফলের লজিকটার এমন ঠাসবুনুনি যে আমার মতন বিদেশিনীকেও মানতে হ'ল এ inevitability.

অসিত : কিন্তু ( সুর ক'রে )

তুমি বিদেশিনী কভু তো শুনি নি
লো গুরুবাদিনী হিন্দু !
কুলীন তোমার তনু লতিকার
প্রতিটি রক্ত বিন্দু।

আরতি : ফে—র ? জানো আমি রাগী—

অজিত ( সুর ক'রে ) :

তুমি যে রাগিণী কভু তো জানি নি
হেরি' যার মুখ ইন্দু
মেঘ ফিরে যায় লাজ পেয়ে হায়
উজ্জ্বলি' রূপসিন্ধু ।

আরতি ( রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলে ) : আচ্ছা অসিত, বলবে আমাকে এরকম ছড়া কাটতে শিখলে তুমি কোত্থেকে ?

অসিত : বাঃ। বলি নি—আমার তিন পুরুষ গাইয়ে প্লাস কবি। তার ওপর আমি ধরেছি কীর্তন—প্রতিপদে আঁখর বানাতে হয়।

আরতি : সত্যি অসিত, তোমাদের এই আঁখরের আশ্চর্য পদ্ধতিটি আমার কী যে ভালো লাগে ! তোমাদের ওস্তাদি গানে তাল গমকের হৈ হৈ কাণ্ড আমি সব বুঝতে পারি না—কিন্তু তোমরা যখন নিত্য নতুন আঁখর দিয়ে চলো কী যে অবাক লাগে ! A thing of beauty—yes, and a thrill for ever !

অসিত ( প্রীত ) : গুরুদেবও এই কথাই বলেন।

আরতি : এই দেখ আর এক আশ্চর্য : যে জাতে গুরুদেবের মতন মানুষ জন্মায় সে জাত কেন যে এখনো পরাধীন—বিধাতার—তোমাদের ভাষার—'লীলা' বোঝা ভার বৈ কি।

অসিত ( প্রসন্নতর ) :

অপরাধ তব আর নাহি লব
গুণগ্রাহিণী হিন্দু !
গুরুবোন সখি তোমাতে নিরখি
বিন্দুর মাঝে সিন্ধু !

আরতি : Thanks for the back-handed compliment—কিন্তু অপরাধটা ঠিক কী জানতে পাই নে ?

অসিত : জানো—কেবল মানো না।

আরতি : মানে আমি hypercritical—এই তো ?

অসিত : কে বলে আরতি তুমি বোঝো না? বোঝো বই কি—কেবল একটু দেরিতে এই যা।

আরতি : (আতপ্ত) : তা ও আমি পারি নে। ও কী? পুরুষ মানুষ 'ভীতু' আমি ভাবতেই পারি নে। প্রতি পাতা ঝরার খশখশে যে ওঠে ডরিয়ে তারও মনুষ্যত্ব আছে মেনে নিতে হবে?

অসিত : নিতে বাধা কী?

আরতি : শাদা হচ্ছে কালো একথা মেনে নিতে যে—বাধা।

অসিত : দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্। (সুর ক'রে)

তেজস্বীদের তেজ সখি যিনি
ছলীদের পাশাখেলা—সে-ও তিনি।

আরতি : তোমাদের এই ধরণের কথা অসিত, আমাদের মাথাযই ঢোকে না তা হাসব না কাঁদব?

অসিত : ঐ দেখ তোমাদের মাথা—আর (নিজের কপালে টোকা দিয়ে) আমাদের মাথা।

আরতি (রাগত) : তোমার সঙ্গে আর যদি কোনদিন সীরিয়াস আলোচনা করি (উঠে) তুমি আজকাল চর্চা করছ তো যোগের নয়—ক্ষ্যাপানোর।

অসিত : আহা শোনো শোনো অত রাগ কি ভালো?

(আবৃত্তির সুরে)

ক্ষেপী যবে ওঠে ক্ষেপে—ফুল ফোটে
কাঁটায়, সখি তো দেখে না, দেখেও দেখেনা
না ঠেকে কি হায় কেহ দিশা পায়?
এত ঠেকে, তবু শেখে না, নারী যে শেখে না।

আরতির প্রস্থান আরো রেগে

আহা শোনো আরতি—লক্ষ্মীটি!

আরতি (নেপথ্যে) : চেঁচিও না বলছি—এম্‌নিই জানো তো এখানে নাহক কেমন সব গুজব হাওয়ায় চলে।

অসিত (যেন কানেও যায় নি): তুমি দর্শন না দিলে এবার ছড়া ছেড়ে আঁখর দিতে সুরু করব

(কীর্ত্তনের সুরে)

দেখা কি দেবে না সজনি?
মান ভালো নয় কি সে যে কী হয়
বিশেষ যখন রজনী!

আরতি (শয়নকক্ষ থেকে কিমোনো প'রে গাড়িবারান্দায় এসে)। আঃ—কি জ্বালায়ই যে প'ড়েছি তোমাকে নিয়ে—যোগ করতে গেলে পারি নে যোগে মন বসাতে—রাগ করতে গেলে পারি নে হাসি চাপতে। যাক, জয় হয়েছে তো?

অসিত (হেসে): মান ভেঙেছে তো?

আরতি: অত চেঁচিয়ে বোলো না অমনধারা কথা—তোমার যাদুর ইয়ারবক্সিরা যদি শুনতে পায়?

অসিত: Words break no bones—সখি! তাছাড়া তুমি, তে (হিন্দি ভজন ইমনে):

লোক লাজ কুল কাল মান সখি উন চরণনমে ডারা রে—

আরতি: সে কখন সখা? যখন চরণার্থিনী চরণ পায়। জাতিও যাবে পেটও ভরবে না—

অসিত (কীর্ত্তনের সুরে):

একথা বলিলে কেমনে?
কেন বলো 'পাই নাই'—পেলে যবে ঠাঁই
মুরলী বঁধুর চরণে?
সখি লবণাম্বুধি ভরিয়া
নিলে যমুনায় জল তরিয়া—
তবু 'মিলিল না সুধা মিটিল না ক্ষুধা'—
বলো কোন্ প্রাণে সঘনে?

আরতি (রাগত): আর পারি নে। শুতে গেলাম। আর ডেকো না কিন্তু—ডাকলে ভালো হবে না ব'লে রাখছি।

প্রস্থান

৫

অসিত গাড়িবারান্দা থেকে ওর শয়নকক্ষে ঢোকে ধীরপদক্ষেপে। ঘরের এক কোণে একটি খাট। অন্য দিকে আর একটি সোফা। আর একদিকে একটি ব্যাঘ্রচর্মাসন। ও আসনে ব'সে কয়েকটি ধূপ জ্বালায়। কিন্তু ব'সেই উঠে পড়ে। মন বসে না ধ্যানে। একটি সিগারেট ধরিয়ে বসে কৌমুদীপ্লাবিত সোফাটিতে। কুণ্ডলী ক'রে ধোঁয়া ওঠে... ও ভাবে...ও পাশে আরতির শয়নকক্ষে পর্দার পরে তার ছায়া ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়ায়। ও একটু তাকিয়ে থাকে! সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে স্মৃতি ফুটে ওঠে:

## পটপরিবর্তন

মার্সেল্স্ বন্দরে একটি জাহাজ। একটু বাদেই জাহাজ ছাড়বে। আরতি ওকে তুলে দিতে এসেছে—গাউন প'রে নয়, শাড়ি প'রেই—ও শাড়ি ভালোবাসত ব'লে। প্রথম শ্রেণীর ডেকে একটি বেঞ্চিতে ওরা ব'সে—তখন ওর নাম মিস সিলভিয়া ম্যাকফার্সন।

সিলভিয়া: তাহ'লে সত্যিই চললে অসিত?

অসিত শুধু ওর একটা হাত টেনে নেয়

সিলভিয়া: দেশে ফিরতে খু—ব আনন্দ হচ্ছে?

অসিত: দুদিন আগেও হচ্ছিল, কিন্তু ঠিক এখন হচ্ছে না।

সিলভিয়া: কেন?

অসিত (ওর চোখের দিকে তাকিয়ে): জানো না তুমি?

সিলভিয়া চোখ নিচু করে—চোখে জল

অসিত: দুঃখ কেন সিল্? দুদিন পরে তো তুমিও আসছ।

সিলভিয়া (ম্লান হেসে): কে জানে?

অসিত (প্রফুল্ল হবার চেষ্টা ক'রে, হেসে): আমি।

সিলভিয়া (ঐভাবে): এখন থেকেই full-fledged যোগী—অন্তর্যামী?

অসিত : 'The child is the father of man' তোমরাই তো বলো।

সিলভিয়া : আচ্ছা অসিত, সত্যিই কি তোমার মনে হয় আমি পারব ?

অসিত (ঠাট্টার সুর) : আমি যদি পারি—তুমি পারবে না—এও কি একটা কথা হ'ল সখি ?

সিলভিয়া : পারতে পারি—যদি—

অসিত : যদি—কী ?

সিলভিয়া (মুখ নিচু ক'রে) : তুমি পাশে থাকো।

অসিত : সে কি !

সিলভিয়া : এতেও আশ্চর্য ? জানো না—আমরা—

অসিত : আমরা ?—কী ?

সিলভিয়া (জোর ক'রে) : মেয়ে।

অসিত : আমাদের দেশে দেবীকে সিংহের পিঠে চড়িয়ে স্তব করা হয় 'সিংহবাহিনী' ব'লে।

সিলভিয়া (জোর ক'রে ঠাট্টার সুর ধ'রে) : ও-জন্তুটার পিঠে আমরা চড়ি এক সার্কাসে। ঠাট্টা নয় অসিত। মেয়েরা—অন্তত আমি যে সিংহবাহিনী নই একথা তুমি জানো বেশ ভালো ক'রেই।

অসিত : তোমার মুখেও এই কথা সিল্ ! তুমি না শিনফেন বিদ্রোহিনী !

সিলভিয়া : তাতে কি ?

অসিত (ঠাট্টার সুরে) : বলনা বিদ্রোহিনী ? দেশকে ভালোবেসে—

সিলভিয়া (আতপ্ত) : রাখো রাখো অসিত। দেশকে মেয়েরা ভালোবাসে দেশের জন্যে নয়—কোনো না কোনো দেশসেবকের জন্যে।

অসিত : ঠিক বুঝলাম না।

সিলভিয়া : বুঝবে—যখন মেয়েদের জানবে।

অসিত : তার মানে—এখনো জানি না ?

সিলভিয়া : জানবে কেমন ক'রে ? কল্পনায় আর সবি জানা যেতে পারে শুধু—

অসিত : সামলে যে ?

সিলভিয়া : কেন এসব কথা আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছ অসিত ? তুমি কি জানো না—যারা দুর্বল তারাই সবচেয়ে বেশি চায় সবল সাজতে ?

অসিত : এতটা অবোধ আমি নই সিল্ ।

সিলভিয়া : এতটাই অবোধ অসিত। ভালো না বেসে যে ভালো-বাসার কথা বলে—

অসিত : ভালো আমি বাসি নি ?

সিলভিয়া : না। অন্তত এখানে বাসো নি—মানে ( জল চোখে উপছে প'ড়ে—সাম্‌লে ) মেয়েরা যেমন ক'রে বাসে।

অসিত : কেমন ক'রে জানলে ?

সিলভিয়া : ভালো যে বাসে সে জানে। তুমিও জানবে হয়ত—কেবল—সেইদিন—যেদিন কোনো মেয়েকে তেম্‌নি ভালোবাসবে—যেমন—

অসিত : কী ?

সিলভিয়া : যেমন কোনো মেয়ে তোমাকে—

Steward ( এসে ) : madam—sorry—( জাহাজের বাঁশি বেজে ওঠে )

## পট পরিবর্তন—পূর্বদৃশ্য

অসিত নিভন্ত সিগারেটটা বাইরে ফেলে দিতে গিয়ে ফের তাকায় আরতির ঘরের দিকে। চাঁদের আলোয় প্লাবিত ওর ঘরের পর্দায় পড়ে ওর মুখের ছায়া—ধ্যানস্থ। একটু তাকিয়ে থেকে অসিত চঞ্চল বোধ করে—ঘরের বিজলি বাতি জ্বালে স্বইচ টিপে। পড়তে বসে দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্রে' 'নবদ্বীপ' কবিতা—মৃদুস্বরে :

এইখানে গৌরাঙ্গের গম্ভীর মধুর
উঠেছিল সংকীর্তন···কোথায় অকূল
বাত্যোৎক্ষিপ্ত সমুদ্রের সুনীল বিপুল
প্রমত্ত প্রচণ্ড এক তরঙ্গের ম'ত
আসি' ছেয়েছিল বঙ্গদেশ—শত শত
আবর্জনা পূর্ণ গৃহাঙ্গন, পথ, মাঠ,

জীর্ণ গৃহ, ভগ্নচূড় মন্দির বিরাট
শ্মশান বিধৌত করি' তাহার নির্মল
নীল জলরাশি দিয়া—করিয়া সরল,
অভিনব, সুপবিত্র, স্নিগ্ধ, শান্তিময়
প্রেমপূর্ণ ভক্তিনম্র মানবহৃদয়
কাম ক্রোধ দ্বেষ হিংসা লোভ করি' দূর
প্রিয়তমে এই সেই নবদ্বীপপুর।
মানব মাতিয়াছিল শুদ্ধ একবার
এইরূপ অনাবদ্ধ মত্ত একাকার
দুর্নিবার প্রেমে—মুগ্ধ ক্ষিপ্ত হরিনামে
—আর তাহা শুদ্ধ এই নবদ্বীপধামে—

ওদিকে আরতির কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে

আরতি : অসিত !

অসিত ( বই রেখে উঠে ) : আরতি ? কী ব্যাপার ?

আরতি ( পর পর্দা সরিয়ে ) : কী ব্যাপার ? তোমার protégé-র ওখানে কি একটা গোলমালের শব্দ শুনতে পাচ্ছ না ?

অসিত : যাদুর ওখানে ?—ওমা, তাইত !

## পট পরিবর্তন

ওরা দুজনেই তাড়াতাড়ি নিজের নিজের গাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে আসে। আসতেই অম্নি সাম্নে যাদুর ঘরের জানালা গেল খুলে। দেখা গেল যাদু একটা ইলেকট্রিক টর্চ বোঁ-বোঁ ক'রে ঘোরাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে : 'অসিদা চোর—চোর' ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে দ্রৌপদ বেরিয়ে এল খিড়কির দোর খুলে। ওরা তার দিকে তাকাতে না তাকাতে সে একেবারে সাম্নে রাস্তায় হাজির—আপ্রাণ চেঁচাতে চেঁচাতে—

দ্রৌপদ : সাধুদাদা গো !

আরতি : কী হয়েছে দ্রৌপদবাবু ?

দ্রৌপদ ( কপালে করাঘাত ক'রে ) : আর দ্রৌপদবাবু মিস্

মালক্ষ্মী! দাদাবাবুকে আমার ইশে চোরে খেল গো। Madame, come—come—down—down—jump—ইশে please—save—undone—( কান্না ) চোরে খেল—মা!

অসিত: চোরে খেল মানে? তাহ'লে যাদুর ঘরে টর্চ ঘোরাচ্ছে ও কে?

দ্রোপদ: ঐ বেটাই তো ইশে চোর সাধুদাদা ( আরো চেঁচিয়ে ) নেমে আসুন সাধুদাদা—লক্ষ্মীটি মিস্ মালক্ষ্মী—আপনিও আসুন নেমে—ইশে jump দাদাবাবু একেবারে সাবাড় ( ভেউ ভেউ ক'রে কান্না )

অসিত: সাবাড়? আপনি কী বলছেন মাথামুণ্ডু? তাহ'লে ঐ পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে কে শুনি?

যাদু ( চেঁচিয়েই চলেছে ): চো—র, চোর, অসিদা! সোহনলাল! গুরুদেব!

দ্রোপদ: ও আবার ইশে চেঁচানো কোথায় সাধুদাদা? গুম্‌রোচ্ছে, দাদাবাবু আমার গুম্‌রোচ্ছে। ( ডুকরে কেঁদে ) মা জগদম্বা, চোরকে দিয়ে দাদাবাবুর ইশে গলা টিপে ধরিয়ে তোর এ কী লীলা মা?

আরতি: ( ধম্‌কে ): কী হাউ হাউ করছেন? থামুন। চোরে কখনো গলা টিপে ধরতে পারে আপনার অমন পালোয়ান দাদাবাবুর?

দ্রোপদ: দাদাবাবুও যদি পালোয়ান তবে ইশে তেলাপোকাও টিয়া মিস্ মালক্ষ্মী। কিন্তু তর্কাতর্কির ইশে সময় এ নয়—I fall on your red lotus feet madam, আপনারা দুজনে নেমে এলে তবে যদি ইশে একটা হিল্লে হয় দাদাবাবুর। ঐ ঐ শুনুন—

যাদু: চোর! চোর!—অসিদা—উঠোনে বাক্স ভাঙছে।

দ্রোপদ: বাক্স ভাঙা শেষ হ'লেই ইশে চম্পট দেবে -সাধুদাদা! নেমে আসুন। দাদাবাবু আমার অক্কা পেল। আহা রাণীমাকে ফিরে গিয়ে কী বলব? আর কি ইশে দেখতে পাব ও-চাঁদমুখ?

আরতি ( বিরক্ত ): থামুন। চেঁচা'বেন না অমন ক'রে। এটা আশ্রম। ( অসিতকে ) তুমি এগোও অসিত, আমি আসছি ব্রীচেস প'রে।

৬

অসিত হাতে মোটা পাহাড়ি গুপ্তি নিয়ে যখন রাস্তায় নামল দ্রুতপদে গেট থেকে বেরিয়ে—তখন দ্রৌপদ বুক চাপড়াচ্ছে হাহাকার ক'রে

দ্রৌপদ ( ছুটে অসিতের কাছে গিয়ে করযোড়ে ) : ঐদিকে, লক্ষ্মীটি সাধুদাদা। বাঁচলাম। এগিয়ে চলুন আমি যাচ্ছি ইশে পিছনেই—সাপে নয় বাঘে নয় ইশে চোরে খাওযালি মা ফণীমনসা—ছুটো পাঁঠা দেব মা।

অসিত : বলি চোর ঢুক্‌ল কোন্ পথে ?

দ্রৌপদ : দেয়াল টপ্‌কে দাদাবাবু—চলুন ইশে ঢুকুন।

ছুই হাতে অসিতের ছুই বাহুমূল চেপে ধ'রে ঠেলে

ওদিকে ওদিকে—

অসিত : কোন্‌দিকে ? ঢুকব কী ক'রে ?

যাদু : দরজা ভাঙুন।

দ্রৌপদ : কিম্বা পাঁচিল টপ্‌কে ঢুকুন—এখানে না—উঠোনের ইশে ওদিকে—আমি যেমন ক'রে টপ্‌কে বেরুলাম।

অসিত : না। তার চেয়ে সদর দরজা ভেঙে ঢোকাই ভালো। আসুন।

দ্রৌপদ ( করযোড়ে ) : আমি ! ইশে কোথায় যাব ? ও বাবা !

অসিত : ও বাবা কি ? আসুন দোরটা ভাঙি—

দ্রৌপদ : সে আপনি একাই পারবেন দাদাবাবু—ইশে অপল্‌কা দোর—আমি পিছনেই আছি—

যাদু ( চিৎকার ) : অসিদা ! অসিদা !

অসিত ( ওদিকে গিয়ে যাদুর গরাদের সাম্‌নে ) : কী ? চোরটা কোথায় ?

যাদু ( গরাদের কাছে এসে ) : উঠোনে দাদা, আর কোথায় ? সুটকেসটা নিয়ে গেছে—ভাঙছে—ঐ শব্দ—শুনতে পাচ্ছেন না ?

অসিত : আর তুমি ব'সে টর্চ ঘোরাচ্ছ—জোয়ান মরদ ?

যাদু ( গোবেচারি সুরে ) : চোরের হাতে পেল্লায় হাতুড়ি যে !

সোহনলালের প্রবেশ—হাতে মোটা ডাণ্ডা

অসিত : এই যে সোহন—তুমি যাও ঘুরে খিড়কি আগলাও। চোরটা শুনছি উঠোনে বাক্স ভাঙছে। ওদিক দিয়ে না ভাগে—আমি এদিককার দোরটা দিয়ে যে ক'রে হোক ঢুকছি।

সোহনলাল : আচ্ছি বাৎ ( দ্রৌপদকে ) এই তুম্ আও হমারা সাথ্।

দ্রৌপদ : ইশে মাফ্ করনেকো আজ্ঞা হোনা। হম ইধর্ হয় ইশে সাধুদাদাকো পিছনমে। চলুন সাধুদাদা—

অসিতকে ঠেলে

সোহনলাল : বেওকুফ !

প্রস্থান

অসিত ( যাদুকে ) : যাদু এক কাজ করো না কেন—খিড়কি দোরটা গিয়ে খুলে দাও সোহনলাল গেছে—

যাদু ( বাধা দিয়ে ) : উঠোনটা যে খিড়কির পথও আগলে দাদা ?

অসিত আর বাক্যব্যয় না ক'রে সদর দরজার কাছে গিয়ে দিল ধাক্কা

দ্রৌপদ : আরো জোরে দিন—আমি ইশে পিছনেই আছি।

অসিত : না—হয়েছে—( হাতের গুপ্তি থেকে সকলকে তীক্ষ্ণ ফলাটা বের ক'রে দুটো দোরের ভিতর মাঝখানে ঢুকিয়ে চাড় দিল। যেই দেওয়া অমনি সশব্দে খিল প'ড়ে যাওয়া আর দোর খুলে যাওয়া। )

দ্রৌপদ : ঐ ঐ—এগোন সাধুদাদা—কোনো ভয় নেই আমি পিছনেই আছি ইশে টাল সাম্‌লাতে।

চোখে পড়ল—একটা পাহাড়ি ছেলে কলে-ধরা-পড়া ইঁদুরের মতন উঠোনের মধ্যে ছুটোছুটি করছে। অসিতকে দেখে পাঁচিল ডিঙোতে চেষ্টা করে

যাদু ( পরিত্রাহি চিৎকার ) : পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাচ্ছে—অসিদা !

অসিত ( চেঁচিয়ে ) : সোহন—পাঁচিলটা দেখো—

অসিত এগুতেই চোরটা ছুটছে খিড়কির দিকে—খিড়কির খিল খুলতেই ডাণ্ডা হাতে সোহনলালের দীর্ঘাকার মূর্তি। অগত্যা চোরটা তখন ছুটল যাদুর ঘরের দিকে

যাদু ( দারুণ চিৎকার ) : আমার ঘরের দিকে আসছে দাদা—এই য়ো! ইধর আসতা কাহে? আরে! উধর্ যাও না।

অসিত চোরের পিছু নিতেই সে হঠাৎ ফিরে অসিতের পাশ কাটিয়ে ছুটল সদর দরজার দিকে—যেখানে দ্রৌপদ দাঁড়িয়ে। দ্রৌপদ ভয়ে তৎক্ষণাৎ ভূমিসাৎ—চোরট টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর ঘাড়ে।

দ্রৌপদ : মারডালা! মার্ডার ম্যাডাম! ইশে খুন—খুন—সাধুদাদাগো—

সোহনলাল ততক্ষণে একলাফে গিয়ে পৌঁছেছে প্রায়—কিন্তু চোরটা দুএক সেকেণ্ড ষ্টার্ট পেয়ে গেছে—উঠে সদর দরজায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু যেই ছুটে বেরুতে যাবে অমনি ব্রীচেস পরা আরতির আবির্ভাব চৌকাঠে—হাতে লকলকে নেপালী কুকরি।

চোর ( আরতির পায়ের কাছে প'ড়ে, ওর দুই জানু বেষ্টন ক'রে ) : জান মৎ লেনা মেমসাব্—অওর কভি নহি করেঙ্গে।

যাদু : পা টিপে টিপে আসছিল—এখন ছুটে এসে ওর মাথায় এক চাঁটি ) : কাঁদতা? Shut up উল্লুক কাঁহিকা!

আরতি ( ক্রুদ্ধ স্বরে ) : It is you who should shut up sir!

যাদু : But how can I madam? চোর যে!—এই বেটা। উঠো বোল্‌তা হ্যায়। মাট্টিমে লুটায়কে কাঁদতা? লজ্জা করতা নেই?

টর্চ দিয়ে ওর কাঁধে মারে

চোর : খুনখারাপি—খুনখারাপি! মেমসা—ব্!

যাদু ( সরোষে ) : এই! আশ্রমমে ফির চিল্লাতা! ব্যাটা তুম্‌কো অয়সা কিলায়ঙ্গে। ( ওর পিঠে দুম্ ক'রে এক কিল )

চোর ( আরতির পায়ে মাথা কুটতে কুটতে ) : কুত্তাকো মৎ মার ডালনা মেমসাব্—গোড় লাগি গোড় লাগি—ঔর কভি নহি।

হাউ হাউ ক'রে কান্না

যাদু : এইয়ো! ফির চিল্লাতা? ইঠো আশ্রম জানতা নেই?

ফের কিল ওঠায়

আরতি ( ওর উদ্যত হস্তে টোকা দিয়ে ) : We have had enough of your heroics if you please—clear out now, will you ?—and keep mum for the rest of your life ( ফিরে অসিতকে ) জানো অসিত, আমি একবার লিখেছিলাম

Courage expressed is better late than never,
But cowardice shines best when dumb for ever.

( সোহনলালকে ) Sohan, please take this wretch to the thana and be done with the wretched business.

হন্ হন্ ক'রে প্রস্থান

যাদু ( অসিতকে কাঁদ কাঁদ সুরে ) : মেমসাহেব তো জানেন না এদের ঘোঁৎ ঘাঁৎ দাদা—দেখলেন না তো কী সাংঘাতিক হাতুড়ি ছিল ওর হাতে—ঐ যে প'ড়ে রয়েছে ( ছুটে গিয়ে একটি ছোট্ট হাতুড়ি তুলে ধরে অসিতের সাম্‌নে )

অসিত : আর সাফাইয়ে কাজ নেই যাদু—যথেষ্ট হয়েছে, শুতে যাও—তোমাকে ধমকাতেও লজ্জা করে।

৭

অসিতের শয়নকক্ষ। যাদুকে ঘরে পাঠিয়ে সবে ঘুমিয়ে পড়েছে। চাঁদের আলো পড়েছে ওর মুখে। মুখের ভাব বদলাচ্ছে।

স্বপ্ন দেখছে :—

একটি ট্রেনে যেন অসিত শুয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থে। যেদিকে প্ল্যাটফর্ম সেই দিককার বার্থ। মাঝের বার্থে একটি বৃদ্ধ শুভ্রকেশ বাঙালি অঘোরে ঘুমচ্ছে। ওদিকের বার্থে তিনটি বাঙালি যুবক। একজনের হাতে সিগারেট, বাকি দুজনের হাতে মদের গেলাস।

হঠাৎ প্ল্যাটফর্মের দিকে দরজা খুলে খাকি-শার্ট-পরা 'গদাধরের পিসি'র মতন এক মিশ কালো দেড়ে সাহেব উঠলেন। হাতে একটি হাণ্টার।

অসিত : Reserved sir !

সাহেব ( হাণ্টার দুলিয়ে প্রমত্ত সুরে ) : How do you spell it my dear ? ( হাণ্টার দিয়ে ছুঁয়ে ) এই বুড্‌ঢা—উঠো—

অসিত ( দৃঢ় কণ্ঠে ) : You mustn't—he has reserved the berth. You can take an upper berth if you care to—

সাহেব ( প্রমত্ত কণ্ঠে ) : O shhh—ut up y—o—o—u blllast—ed bbli—ther—ing i—l—ddd–iot——এই বুড্ঢা ( হঠাৎ হেসে কী ভেবে বৃদ্ধের পেটের ওপর ব'সে পড়ল দুম্ ক'রে )

বৃদ্ধ ( যন্ত্রণাধ্বনি ক'রে ) : উঃ—গেছি—গেছি গেছি—( উঠে ব'সে বিহ্বলের মতন চারধারে তাকিয়ে ) মা গো !

যুবক তিনটি . জা—গো ( অট্টহাস্য ) কেমন মিল ?

অসিত : ( লাফিয়ে উঠে সাহেবের হাত ধ'রে টান দিয়ে ) : How dare you !

সাহেব : Y—o—o—u damned—( হাণ্টার ওঠায় )

অসিত ( হাণ্টার কেড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে ) : go and fetch it !

সাহেব রেগে ওকে যেন গুঁতোতে যায়—অসিত হ্যাট ধ'রে টান দিতেই হ্যাট ও দাড়ি দুই উঠে আসে—সাহেবের খোলা চুল বেরিয়ে পড়ে।

অসিত : এ কী ? তুমি !—আ—

আরতি ( মুখের কালো রঙ যখন মুছে গিয়ে ওর গোলাপী আভা দেখা দিয়েছে —হেসে ) : হ্যাঁ আমি আরতি ( বলতে বলতে ওর স্যুট হ'য়ে যায় শাড়ি )

আরতি ( খিল খিল ক'রে হেসে ) : কাল রাতে তর্ক করছিলে না যে তোমাদের দেশে আজকাল কেউ আর বাঘের মতন ভয় পায় না কথায় কথায় ? ঐ দিকে তিন তিনটে মরদের কীর্তি তো দেখলে স্বচক্ষে ?

বৃদ্ধ : ওঁর কী মালক্ষ্মী ? উনি দেশোদ্ধার চান গান গেয়ে। কিন্তু গান গেয়ে বা কবিতা লিখে তো আর খরগোসকে বাঘ করা যায় না রাতারাতি !

যুবক তিনটির একজন : You are right বুড্ঢা !—

অন্য একজন : যদিও বাঘকে বাঘিনী করা যায়।

তৃতীয় জন : Well said ( করতালি )

অসিত ( পাশের আলনা থেকে ওর মোটা গুপ্তিটা পেড়ে নিয়ে ) :

Get out—বেরো দুর্বল টিকটিকি! দাঁত বের ক'রে হাসছিস, লজ্জা করে না?

ওরা ( রুখে ): কে মশায় আপনি?—আমাদের ঈশ্বর দাঁত দিয়েছেন বার করব।

অসিত: আর আমাকেও তিনি চপেটা দিয়েছেন ঘাত করব ( ঠাস ঠাস ঠাস—তিন জনারই গালে—ওরা ছড়ি ও ছাতা নিয়ে রুখে আসতেই অসিত পরে গুপ্তি থেকে খোলে ফয়াটা। ওদের দুজন তখন 'বাবা গো' ব'লে লাফিয়ে পড়ে ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে। তৃতীয় জন লাফিয়ে পড়বার আগেই অসিত ফলাটা প্রায় বিঁধিয়ে দেয় ওর বাহুমূলে। )

তৃতীয় যুবক ( চেঁচিয়ে ): আমি যে দাদা—আমি—করেন কি?

অসিত: যার নাম ভবের খেলা সাঙ্গ।—এ টিকটিকির প্রাণ নিয়ে আমি আমি করার কোনো মানে হয় না।

তৃতীয় যুবক: আহা, সে আমি নয় দাদা—আমি, আমি। আমি—যাদু!

অসিত: যাদু! এখানে?

## পটপরিবর্তন—পূর্বদৃশ্য

ঘুমন্ত অসিতকে যাদু ঠেলছে পায়ে হাত দিয়ে

অসিত: কে?

যাদু: আমি দাদা! আমি।

অসিত: যাদু? ( উঠে ব'সে ) কী ব্যাপার?

যাদু: ঘুমতে পারছি না যে দাদা!

অসিত ( স্বপ্নের কথা মনে প'ড়ে যায় ): কেন শুনি? বীর-পুরুষের ঘরে এবার হানা দিল কে? ডাকাত না একানোড়ে?

যাদু: মড়ার পরে খাঁড়ার যা আর কেন দাদা?

অসিত: কী—হয়েছে কী? তুমি হঠাৎ?

যাদু: চলুন আমার ঘরে—দু'টি পায়ে পড়ি দাদা!

অসিত: তোমার ঘরে! এত রাতে!!

যাদু : নৈলে একলা রাতটা কাটবে কেমন ক'রে দাদা ?

অসিত ( বিরক্তি সত্ত্বেও হাসি চাপতে না পেরে ) : একলা ! পুরুষ মানুষ না তুমি ? তাছাড়া। দ্রৌপদবাবু নেই ?

যাদু : সে তো পাশের ঘরে। তাকে তো আর আমার ঘরে শুতে ডাকতে পারি নে।

অসিত ( ঠাট্টার সুরে ) : ও ! যত আত্মসম্ভ্রম বুঝি সেইখানে ?

যাদু ( কাতরকণ্ঠে ) : লক্ষ্মীটি, দাদা আমার ! শাস্তি দিতে চান দেবেন কাল। দেখুন আমার বুকের মধ্যে কী করছে—

অসিতের একটা হাত ধ'রে ওর বুকের উপর রাখে

অসিত : চলো যাচ্ছি। কিন্তু না—তোমার ঘরে তো মাত্র একটি খাট। তার চেয়ে এক কাজ করো তুমিই শোও আমার ( উঠে দাঁড়িয়ে ) এই খাটে।—আহা আমিও শুচ্ছি শুচ্ছি—ঐ যে সোফা আছে।

যাদু ( ব্যস্ত ) : সে কি হয় দাদা। আমিই শুচ্ছি ওখানে—

অসিত ( নিজের রূঢ়তার জন্যে একটু লজ্জিত হ'যে জোর ক'রেই ধরে ললিত সুর ) : আহা উটি কোরো না ভায়া। জানো তো ( কীর্তনের সুরে ) :

তন্বী তো কভু নহ তুমি প্রভু
হে বিশালবপু বরণীয় !
চোরের সঙ্গে যুঝিয়া রঙ্গে
ক্লান্তও কম নহ প্রিয় !

যাদু : আর লজ্জা দেবেন না দাদা ! ( বলতে বলতে শিশুর মত কান্না—অসিতের বিছানায় মুখ ডুবিয়ে )

অসিত ( ওর পিঠে হাত রেখে ) : না না যাদু। আমারই অন্যায় হয়েছে। তুমি শোও ভাই—কথা দিচ্ছি তোমার ভয় নিয়ে আর ঠাট্টা করব না কখনো।

যাদু ( দুহাতে মুখ ঢেকে ) : আপনি শুন্ দাদা। আমি ঘরেই যাচ্ছি।

অসিত ( ওর পাশে ব'সে ওর কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে ) : ছি ভাই।

রাগ করে কি দাদার ওপর ? তুমি শোও এখানে। আর রাত কোরো না—কাল অনেক কাজ আছে আমার ভোর থেকে। অতিথ আসছে।

যাদু ( মুখ তুলে ): কে দাদা ?

অসিত: আমার এক মাসিমা—আর তাঁর দুই ছেলেমেয়ে। তাঁদের কুটীরটা ঝাড়িয়ে মুছিয়ে ঠিক ক'রে রাখতে হবে তো। হয়ত আমাকে রাওলপিণ্ডি যেতেও হ'তে পারে তাঁদের আনতে।

৮

অসিতের মাসিমা হেমাঙ্গিনীর জন্যে গুরুদেব যে ছোট কুটীরটি ঠিক ক'রে দিয়েছেন সেটি সকাল থেকে ঝাড়পোঁছ করার কাজে লেগে গিয়েছিল পরদিনই ওরা দুজন: অসিত আর যাদু। বিকেল পাঁচটার সময়ে ওরা সেই কুটীরটিরই সামনে একটি ছোট গোলাপ-বাগানে পায়চারি করতে করতে কথা বলছে।

অসিত ( ভাবিত ): এতটা দেরি হবার তো কথা নয়।

যাদু: হয়ত রাওলপিণ্ডিতে বাস পেতে দেরি হয়েছে।

অসিত: মাসিমা নিজের মোটরে আসছেন।

যাদু: ও। বড়মানুষ বুঝি ?

অসিত: এক সময়ে ছিলেন খুবই। তবে মেশোমশায় অনেক টাকারই শ্রাদ্ধ করেছেন তো।

যাদু: আপনার মাসিমা আছেন জানতাম না—মাত্র কাল শুনলাম।

অসিত: হেমমাসিমা আমার আপন মাসিমা নন। ভাগলপুরে আমার মার জেঠতুত ভাই রমেনমামা থাকতেন—মস্ত গাইয়ে, জমিদার। আমার গানের প্রথম গুরু। হেমমাসিমা তাঁর মামাতো বোন। আমার মেশোমশায়ের নাম ছিল চপলকুমার বাকচি হয়ত ( একটু থেমে ) প'ড়ে থাকবে তাঁর নাম খবরের কাগজে—স্বনামধন্য পুরুষ—যেমন নাম তেম্‌নি কি চরিত্র !

যাদু ( চম্‌কে ): চপলকুমার ! হ্যাঁ হ্যাঁ—পড়েছি—ও নামটার তো খুব তো চল নেই। ( কপালে টোকা দিয়ে ) আঃ কোথায় যেন ?—

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে—( অসিতের মুখের ব্যঙ্গ হাসির দিকে চেয়ে )—তিনিই না—( ইতস্তত ক'রে )—বিলেতে যাঁর লা—দেহ পাওয়া যায় একটি মেমসাহেবের সঙ্গে ?

অসিত : অত কুণ্ঠার দরকার নেই যাদু। আমার প্রাণ অত কোমল নয় যে অমন মেশোর জন্যে কাঁদবে। তুমি পড়েছ ঠিকই। তবে খবরের কাগজে রিপোর্টটা একটু ভুল ছেপেছিল। লাশ পাওয়া যায় মেমটিরই। হয়েছিল কি, মেশো ছিলেন ঘরজামাই। মাসিমার তহবিল ভেঙেই তাই মেশোকে দাদুর ভাষায় 'স্বকার্যং উদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ'—রূপ ধরতে হ'ল। সোজা বিলেতে গিয়ে পড়লেন দুই বা-র পাল্লায়—কি না, বামা আর বারুণী। কিন্তু সইল না কপালে অত সুখ—বুঝলে না ? কারণ যদিও মেয়েটিকে বোকা বুঝিয়েছিলেন যে তিনি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির—অবিবাহিত, পুষ্পশুভ্র—untouched by hand কুমারীর চিরকুমার—কিন্তু ফাঁস হ'য়ে গেল—হঠাৎ। ঘৃণায় সরলা করল আত্মহত্যা। মেশো তখন 'যঃ পলায়তি সো জীবতি' নীতি জপমালা ক'রে দে চম্পট একেবারে আমেরিকা হ'য়ে জাপান—ঐ মেয়েটিরই টাকা নিয়ে অবিশ্যি। কামিনী-কাঞ্চন উভয় সন্ধানেই মেশো ছিলেন সব্যসাচী কিনা।

যাদু : তার পর ?

অসিত : জাপানেও ভাগ্য তাঁকে কৃপা করবে করবে করছিল এমন সময়ে ঐ মেয়েটির ভাই না বাপ মনে নেই মেশোর নাগাল পেল খুঁজে খুঁজে। ক'শে চাবকালে মেশোকে। সেই ক্ষত বিষিয়ে উঠে মেশোর দোললীলা সঙ্গে—বুঝি য়োকোহামায় না কিয়োতোয়—ঠিক মনে পড়ছে না।

যাদু : আহা ! ( একটু পরে ) তার পর থেকেই বুঝি আপনার মাসিমার মন ফেরে ধর্মের দিকে ?

অসিত : তা বলা যায় না—তবে আরো ঝোঁকে বলতে পারো হয়েছিল কি, মাসিমা ছেলেবেলায়ই প'ড়ে গিয়েছিলেন নিবেদিতার প্রভাবে তাঁর ইস্কুলেও বুঝি কিছুদিন পড়েছিলেন। কখনো কখনো বাগবাজারে গিয়ে শ্রীমার পদসেবাও ক'রে এসেছেন। ছেলেবেলায় মাসিমার কাছেই আমার ধর্মজীবনের হাতে খড়ি। তাঁর চোখ একটু খারাপ

ছিল ব'লে আমিই তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তমাল, ভাগবত, অশ্বিনীদত্তের ভক্তিযোগ, গিরিশঘোষের ধ্রুব প্রহ্লাদ নিমাই চরিত সব প'ড়ে প'ড়ে শোনাতাম দুলে দুলে। আজো মনে পড়ে মাসিমার সুন্দর মুখখানি কেমন উদাস দেখাত, যখন চরিতামৃত থেকে শোনাতাম :

আপনারে সম ভাবে মোরে সম, হীন
সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন।

কখনো বা পড়তাম নিমাই সন্ন্যাসে বুঝি নিমাইয়ের ব্যাকুলতা—

প্রভু কোন্ হেতু কিছু নাহি জানি,
প্রাণ টানে কী করি কী করি,
ভাবি কূলে রই—কূলে আর রহিতে না পারি,
প্রাণ ধায় বুঝালে না ফেরে,
সদা চায় ঝাঁপ দিতে অকূল পাথারে।

কখনো সেই অপূর্ব্ব কান্না কৃষ্ণভক্তির জন্যে—

কই প্রভু, কই মম কৃষ্ণভক্তি হ'ল
অধম জনম বৃথা কেটে গেল
বল প্রভু কৃষ্ণ কই ? কৃষ্ণ কোথা পাব ?
দেহ পদধূলি—বনমালী যেন পাই !

কখনো বা পড়তাম চরিতামৃতে রাধার গর্ববাণী :

কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি' কহে মোরে 'প্রাণেশ্বরী'
মোর হয় 'দাসী' অভিমান !

আর মাসিমার চোখের জলে নদী যেত ব'য়ে। ( একটু চুপ ক'রে ) মাসিমার কাছে আমি সত্যিই কত যে ঋণী এদিক দিয়ে যাদু ! আমার মন প্রথম উদাসী হয় তাঁকে এই সব ভক্তির কথা ও কাহিনী শোনাতে শোনাতে। মাসিমার মুখে আনন্দাশ্রুর সে দীপ্তি—ভুলব না কোনোদিন। তাঁর ভক্তির সোনার কাঠির ছোঁওয়াতেই যে আমার বুকের মধ্যে ঘুমন্ত ভক্তিকন্যা প্রথম জেগে ওঠে।

যাদু : ছোঁওয়াতে কিছুই হয় না দাদা যদি যে-কন্যা জাগবার সে না হয় রাজকন্যা।

অসিত : একথা হয়ত তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় যাদু ! কারণ—

অমিতাও প'ড়ে শোনাত তাঁকে। কিন্তু কই তার তো কিছু হয়েছে ব'লে শুনিনি।

যাদু: অমিতা বুঝি—

অসিত: কী?

যাদু: জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম—'কলেজের-মেয়ে' কিনা—মাপ করবেন দাদা।

অসিত: ঠিক কলেজের মেয়ে বলতে যা বোঝায় তা নয়। তবে পড়াশুনোয় খুব ভালো। আসছে বছরে প্রাইভেট বি-এ দিবে। গত বছর আই এ তে ফার্ষ্ট হয়েছে।—কিন্তু ওর সম্বন্ধে আরো একটা খবর দিতে পারি যা শুনলে তুমি লাফিয়ে উঠবে।

যাদু: কেন ঠাট্টা করেন দাদা—যখন জানেন—

অসিত (কোমল কণ্ঠে): ঠাট্টা করি নি ভাই—আমি বলতে যাচ্ছিলাম অমিতা আমার কাছে কিছুদিন গান শিখেছে। শুধু যে ভালো গায় তাই নয়—তালেও ও ভারি হুঁশিয়ার। শ্রীমতী অবলা বালা বেতালিনী নয় মোটেই।

যাদু (হেসে): কোনো ছেলে অ-সুর নয় বা কোনো মেয়ে বে-তাল নয় শুনলে লাফিয়ে উঠতেই হয় বটে। কিন্তু আমি তো—জানেনই—মানে—

অসিত: বেল পাকলে কাকের কী বলতে চাইছ তো?

যাদু: না দাদা—আমার পক্ষে বেল পাকলেও যা ফলসা পাকলেও তা।

অসিত (ওর দিকে চেয়ে): হঠাৎ এ বিষাদ?

যাদু (নিচু মুখে): আমি জানি তো দাদা আমাকে ভালবাসতে পারা কত শক্ত—বিশেষ ক'রে মেয়েদের পক্ষে।

অসিত (সান্ত্বনার সুরে): ছি ভাই, অমন ক'রে নিজেকে অবসন্ন করতে নেই। জানো তো—

> 'স্বয়ম্বরা' সে—করে যে বরণ রূপে মজিয়া,
> 'গুণবতী' সে-ই—গুণবান্ যার চিত্ত হরে,
> গাহিল প্রেমিক: "তাহারি উপাধি 'অতুলনীয়া'—
> আমার কণ্ঠে দিল যে মালিকা আমারি তরে।"

ওরা রাস্তার দিকে পিছন ক'রে একটা গোলাপ গাছের দিকে চেয়ে কথা কইছিল—তাই দেখতে পায় নি কখন একটি প্রকাণ্ড মোটর এসে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে একটি মেয়ে মোটর থেকে তাড়াতাড়ি নেমেই অসিতের চোখ টিপে ধরেছে।

অসিত (হেসে):

নাম অমিতার ভুলতে পারে হায় অরসিক সে-ই
সুরের ঝর্ণা শুনেও যার নেই স্মরণে নেই।
অমিতা (চোখ ছেড়ে দিয়ে): ছড়া কাটায় আরো

উন্নতি হয়েছে, না এটা বানিয়ে রেখেছিলে emergencyর জন্যে ?

অসিত (ওর গালটিপে আদর ক'রে): ও মা—গো! সেই অমিতা এতো ডাগর—বিয়ের জল গায়ে না পড়তেই

অমিতা (যাদুকে লক্ষ্য ক'রে): যা—ও। কী যে!

গেটের বাহিরে হেমাঙ্গিনীর কণ্ঠ শোনা যায়: এই সুধী! দাঁড়া না —আগে খুলুক দরজাটা।

ওরা এগিয়ে যেতে যেতে পথে কথাবার্তা হয়:

অসিত: ওকে দেখে অত লজ্জার দরকার নেই তা ব'লে—ওর লজ্জা তোর চেয়ে ঢের বেশি—না যাদু ? বিষে বিষক্ষয়। (হেমাঙ্গিনীর কাছে পৌঁছে প্রণাম ক'রে): এত দেরি যে মাসিমা ?

হেমাঙ্গিনী: আর বাবা সে-ভোগান্তির কথা বলো কেন ? পথে দু দুবার টায়ার—(যাদু প্রণাম করতেই) থাক্ থাক্। (অসিতকে) এ ছেলেটি ?

অসিত: ও আমাদের একটি ছোট ভাই সম্প্রতি অতিথি—আরে—এই যে সুধী! (আদর ক'রে) বাঃ ভারি সুন্দর হয়েছে তো তোমার ছেলে মাসিমা ?

হেমাঙ্গিনী: তা অমিতা বলে তো নেহাৎ মিথ্যে নয় বাবা—'আমরা' মা ময়ূরের ঝাড়, যত বড় হব তত সুন্দর।' (অমিতাকে) কী ? দাদার চোখ টিপে ধ'রেই খালাস, না ? প্রণাম টনামের পাট উঠে গেছে বিদ্যের গুমরে, না ? (অমিতা লজ্জিত হ'য়ে প্রণাম করে অসিতকে)

অসিত: আর তোর এ দাদাটিকে বুঝি করতে হবে না প্রণাম ?

আহা ব্রাহ্মণ বৈ কি—তোদের চেয়েও বড় কুলীন? শ্রীযাদুগোপাল চৌধুরি—শুধু কি জমিদার রে?—তার ওপর গাইয়ে বাজিয়ে দুর্দান্ত বীর!

যাদু (কাতরকণ্ঠে): দাদা! (অমিতাকে) আহা না না করেন কি—আমাকে আবার ওসব কেন?

অমিতা ততক্ষণে টিপ্‌ ক'রে কোনোমতে একটা দায়-সারা প্রণাম ক'রে অসিতের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে!

সুধী: এ-গোলাপ গুলোর নাম কী অসিদা?

অসিত: Black Prince.

হেমাঙ্গিনী: তোমরা কুলীন? কোথাকার বাবা?

যাদু (বিব্রত): আজ্ঞে—আমাদের জমিদারি বেশি চট্টগ্রামে—তবে আমাদের বাড়ি যশোর!

অসিত: দোহাই মাসিমা—পিঠ পিঠ এর পরের প্রশ্নটা ক'রে বোসো না—বিয়ে হয়েছে বাবা? ও লাজুক মানুষ এ-প্রশ্নে হয়ত লজ্জাবতীদেরও লজ্জা দিয়ে মৌনী হ'য়ে নখ খুঁটবে—অম্‌নি তুমি ধ'রে নেবে—ও ছাপোষা মানুষ। না, ওর বিয়ে হয় নি এখনো।

যাদু (অত্যন্ত লজ্জিত): কী যে বলেন দাদা! (সুধী যেখানে দুচারটে স্ট্‌ বেরি নেড়ে চেড়ে দেখছিল সেদিকে স'রে) কী খোকা।

সুধী: এ কী ফল? বাংলা দেশে তো কখনো দেখিনি!

যাদু: বাংলা দেশে এফল হয় না—হয় শীতের দেশে। বিলিতি গল্পের বইয়ে স্ট্র্‌ বেরি ফলের নাম শুনিস নি কখনো?

সুধী (সোৎসাহে) বাঃ শুনি নি? সেই (অসিতের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে) অসিদা তোমার সেই ছড়াটা এরই ওপর লেখা তাহ'লে?

অসিত: কোন্‌টা?

সুধী: সে—ই? মনে নেই? সেই little maid? বা রে!

যাদু: (সুধীর কাঁধে হাত দিয়ে) তোমার মনে আছে তো—না তুমিও ভুলে গেছ?

সুধী (সগর্বে): ঈ—শ!—memory কম্পিটিশনে আমি আমাদের স্কুলে প্রতিবার ফার্স্ট হয় কে? (ব'লেই হাত নেড়ে আবৃত্তি)

"Little maid ! why runst thou in this gale ?"—
"To the wood, for strawberries, you see ?"—
"But why ?"—"Oh, 'tis so sad a tale :
"My lover loves them more than me."

সোহনলালের প্রবেশ

অসিত : এই যে সোহন, তোমার জন্তেই আমরা অপেক্ষা করছি—

সোহন : আপনারা যান সব ভেতরে—মালপত্র আমি নিয়ে এলাম ব'লে—ঐ যে সাম্‌নের বারান্দায়ই দেখি আরতি দি চায়ের টেবিল লাগিয়ে দিয়েছে।

হেমাঙ্গিনী : আরতি কে বাবা ?

সোহন : আমাদের এক আইরিশ দিদি মাসিমা ?

হেমাঙ্গিনী : ঐ বুঝি—বাঃ কী সুন্দর দেখতে—শাড়ি প'রে ঠিক যেন বাঙালি দেখাচ্ছে। ( আরতি বারান্দা থেকে নেমে প্রণাম করে তাঁকে ) আহা এসো মা লক্ষ্মী ! ( অসিতকে ) প্রণামও শিখেছে ? বেঁচে থাকো মা !

৯

দিন দুয়েক পরে। হেমাঙ্গিনীর কুটীরে বসবার ঘর। ঘরে আসবার পত্র খুবই কম। এক কোণে একটি ছোটো তেপায়া টেবিল। তার উপর গুরুদেবের সমাধিস্থ ছবি। ছবিটির সামনে একটি রূপোর রেকাবিতে বেলফুল। ধূপ জ্বলছে অনেকগুলি। মেজেয় মোটা কার্পেট—হেমাঙ্গিনী আশ্রমকে উপহার দিয়েছে এইবারই। এককোণে একটি তানপুরো। বাকি অন্য দুই কোণে বাঁয়া তবলা পাখোয়াজ হার্মোনিয়ম। সকাল ন'টা। ভবানী-মন্দিরের পাঠ ও স্তব সেরেই গুরুদেব এখানে এসেছেন। মাঝে একটি বাঘছালের আসনে তিনি আসীন। তাঁর ডান পাশে অমিতা অসিত হেমাঙ্গিনী সুধী। বাঁ পাশে আরতি সোহনলাল যাদু ও দ্রৌপদ।

গুরুদেব ধ্যানে বসবার ঠিক আগেই অসিতকে ইঙ্গিত করলেন। তৎক্ষণাৎ সুধী হার্মোনিয়মটা এনে দিল অসিতের কাছে। দ্রৌপদবাবু তানপুরোটা নিয়ে উঠে এসে বসলেন অমিতার এক পাশে। অন্য পাশে অসিত হার্মোনিয়ম নিয়ে। ওদিকে যাদু ধরল বাঁয়া তব্‌লা। তানপুরো ও বাঁয়া তবলা আগে থেকেই বাঁধা ছিল।

অমিতা গায় :

কেমন ক'রে বলব আমি—দেন বাজাই অনুরাগের বীণা ?
জানি শুধুই—ভালোবাসি, কেন বাসি—জানি না জানি না ॥
আমি শুধুই তোমায় সাধি, তোমায় ভেবে হাসি কাঁদি,
জীবনলতা চায় যে হ'তে তোমার দুটি চরণে-বিলীনা।
জানি শুধুই—ভালোবাসি, কেন বাসি—জানি না, জানি না ॥

নদী যখন আপনহারা আকুল ধারায় চ'লে সাগর পানে,
চলার সাথে ভাসায় যে তার সকলভোলা সাগর-চাওয়া গানে।
কেন সে চায় জানে না যে ! শুধু চাওয়ার ছন্দে বাজে !
তোমার তরে আমার গতি তারি মতন কারণ-বিহীনা।
জানি শুধুই—ভালোবাসি, কেন বাসি—জানি জানি না, না ॥

গান শেষ হ'ল। গুরুদেব তখনো ধ্যানস্থ। একটু বাদে চোখ চাইলেন। হেমাঙ্গিনী ভাববিহ্বল নেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে।

হেমাঙ্গিনী (করযোড়ে): এবার কিছু বলুন গুরুদেব !

গুরুদেব : কী বলব মা ?

হেমাঙ্গিনী : যা ইচ্ছে।

গুরুদেব (হেসে): প্রশ্ন না উঠলে বলা আর তৃষ্ণা না জাগালে জল দুই-ই সমান অতৃপ্তিকর মা। তাছাড়া আমি বলি কি জানো তো ?—বলার যা কিছু প্রায় সবই ফুরিয়েছে, তবে করার আছে বিস্তর। বলতে কি, বলা যখন হয় সারা তখনই করার হয় সুরু। যোগ হ'ল এই করণীয়ের সাধনা—মুখ বন্ধ রেখে।

অমিতা : কিন্তু কী করব সেটা ব'লে দেবে কে ?

গুরুদেব : হৃদয়ের মধ্যে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলেই শুনতে পাবে মা।

অমিতা : রকম রকম মানুষ যদি রকম রকম শোনে ?

গুরুদেব : শুনবেই তো। লক্ষ্য এক সবারই—কিন্তু পথ তো সবার এক নয়।

অমিতা : আমি এই লক্ষ্যের কথাই বলছি। কেউ যদি শোনে লক্ষ্য—সংসার, কেউ শোনে—শিল্প, কেউ বা—সমাজ ?

গুরুদেব : চলবে সেই ইঙ্গিতে—যতদিন না অন্তরপুরুষ ওঠেন জেগে —আর তখন সবাই শোনে একই কথা—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অমিতা : কারা শোনে গুরুদেব ? শুধু যারা দুঃখ পায় তারাই তো খোঁজে ভগবানকে।

গুরুদেব : কে বলল ? তোমার অসিতদাকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না। ও তো ছেলেবেলা থেকেই চেয়েছে ভগবানকে—কোনো ঘা খেয়েও সংসার ছাড়ে নি। পর্যাপ্তির মাঝেই চেয়েছে রিক্ততা।

অমিতা : কিন্তু সবাই কি অসিদা গুরুদেব! বেশির ভাগ তো দেখি খুঁজতে শেখে ঘা খেয়ে ঘা খেয়ে দিশাহারা হ'য়ে তবেই।

গুরুদেব : বীণাকে উঁচু সুরে বাঁধতে হ'লে তারের একটু লাগে বৈকি মা, কেবল চেতনা যখন জেগে ওঠে তখন বেদনারও রূপ যায় বদ্‌লে। কিন্তু একথা তো ব'লে বোঝানো যায় না মা—ঠেকে শিখতে হয় যেমন তোমার মাকে হয়েছিল—তোমার ভাষায়—'ঘা খেয়ে ঘা খেয়ে'। কিন্তু তবু বলব এই আঘাতটা উপলক্ষ্যই বটে। আসল যেটা সেটা হ'ল আমাদের মধ্যে যে ভগবৎমুখিতার বীজ রয়েছে ঘুমিয়ে, তাকে জাগিয়ে ফুটিয়ে তোলা। এজন্যে চাই আলো হাওয়া কীটপতঙ্গের হাত থেকে তাকে বাঁচানো—এককথায় লালন বা পরিবেশের আনুকূল্য। সাধনা হ'ল প্রতিকূল শক্তির মোড় ঘুরিয়ে অবস্থা অনুকূল ক'রে নেওয়া। এরই নাম যোগ বা ধর্মজীবন। এ যেন একরকম যাদুবিদ্যা। কারণ এর ছোঁওয়ায় দেখা যায় প্রতিকূল ব'লে কিছুই নেই—বাধা তো বিকাশের সিঁড়ি। ভগবান আমাদের এই ছোট্ট দেহের মধ্যে ঠিক তেম্‌নি লুকিয়ে আছেন মা যেমন ধানের মধ্যে গাছটা :—লালন করলেই যে গজিয়ে ওঠে। সাধুসঙ্গ বলো গুরুকরণ বলো সাধন ভজন বলো সবই হ'ল এই লালন—ভাগবত প্রেমের বীজটিকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়ে। আর এটুকু ফুটতে না ফুটতে দেখতে পাবে যে যাঁকে চর্মচক্ষে দেখতে পাচ্ছ না তাঁর আলোয়ই দেখছ যা কিছু দৃশ্যমান। তবে হয় কি জানো মা ? যে-বেশির-ভাগ লোকের কথা নিয়ে তুমি এত মাথা ঘামাচ্ছ তারা চোখে যা দেখে তাই নিয়েই দিব্যি খুসি থাকে। তারা বেশি কিছু নিয়ে বিশেষ ভাবে না।

অমিতা : কিন্তু ভাবে না কেন ?

গুরুদেব : চেতনার একটু বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত মানুষ বহির্মুখীই থাকে। কিন্তু ভগবানকে বহির্মুখী দৃষ্টি দিয়ে দেখা যায় না তো—তাই তারা দেখতে পায় না। তবু তিনি আমাদের সবাইকেই দেখাবেন পরম দর্শনীয়কে। আর দেখাবেন নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েই। এই ভঙ্গির নামই মায়া বা লীলা বা ভাগবত রহস্য যে-নামই দাও না কেন যায় আসে না। কিন্তু যেই মানুষ বোঝে যে বহির্মুখিতায় দিব্য দৃষ্টি মিলতে পারে না সেই সে তাকায় অন্তরের দিকে আর তখনই দেখে যে তাঁকে সে ভালোবেসে এসেছে চিরদিনই—ভালো না বাসা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না ব'লেই। এইমাত্র যে গানটি গাইলে না? ওর প্রথম চরণদুটিতে তো এই কথাই বলা হয়েছে। কী যেন কথাগুলি? গাও না মা।

অমিতা ( ফের গায় ) :

> কেমন ক'রে বলব আমি—কেন বাজাই অনুরাগের বীণা?
> জানি শুধুই—ভালোবাসি, কেন বাসি—জানি না, জানি না॥

১০

দিন পনের পরে। হর্মাঙ্গিনীর কুটীরে সেই বৈঠকখানা। অসিত শেখাচ্ছে গান অমিতাকে। সকাল দশটা

অসিত : 'উঠল ফুটি' ওখানটা এখনো ঠিক হয় নি। মিড়টা আরো গড়ানে হবে। ফের গা—না প্রথম থেকেই ধর্। তোর মুখে শুনতে কী যে ভালো লাগে অমু!

অমিতা : আহা!

অসিত : আহা মানে? বলি, মানেটা কী শুনি? জানিস আমার এক ওস্তাদ ছিলেন—অশীতিপর বৃদ্ধ। স্নেহ করতেও যেমন রাগতেও তেমন। আমি ঠুংরি গাইতাম ব'লে তাঁর সে-খেদ ভুলব না। একদিন মজঃফর খাঁর শেখানো একটি বাহার গাইছি 'সঘন বন ফুলরহি বরসোঁ'—বৃদ্ধ তো বিহ্বল : 'আহা হা—অসিত! কী গানই গাইলে! একেবারে মেটেবুরুজের কথা মনে করিয়ে দিলে হ্যা!'—নবাব ওয়াজিদ আলি শার ডেরাডাণ্ডা তো মেটেবুরুজেই হ'ল লক্ষ্নৌ থেকে যখন ইংরেজরা তাঁকে

তাড়ায়—আমার গুরু সেখানেই যেতেন বিখ্যাত ওস্তাদ আলিবক্স খাঁর কাছে খেয়াল শিখতে। কিন্তু যে কথা বলতে এ-প্রসঙ্গ তোলা। 'আহা হা' করতে করতে বৃদ্ধ পারার মতন ঠাণ্ডা থেকে হুশ্ ক'রে চ'ড়ে উঠলেন গরমের চূড়ায়। বললেন 'এমন গলা যার অসিত, সে কিনা ঠুংরি গেয়ে বাংলা গেয়ে সাত নকলে আসল খাস্তা করে? তোমাকে আমি প্রশংসা করি কেন? আমি কি তোমার ফ্ল্যাটারার?

অমিতা ( হাততালি দিয়ে হেসে ): ও মা! তোমার ভাই কত রকমই যে দেখা হ'ল।

অসিত: ( হঠাৎ আন্‌মনা ): তা সত্যি ( অস্ফুটস্বরে ) শেষটায় কিনা—

অমিতা: শেষটায়—কী বললে?

অসিত: কিছু না। গা তুই।

অমিতা গায় অসিতের বাজনার সঙ্গে:

এদেশের দিগ্‌দিগন্ত নীল অনন্তে আপনহারা।
এখানে বইব আমার আপন-ভোলা জীবনধারা॥
এখানে তৃণের কানে
সমীরণ কোন্ সুদূরের অমল সুরের মন্ত্র আনে!
সবুজের মর্মে ফোটে শুভ্র সুনীল ফুলের তারা।

এ-ফুলের প্রজাপতির বিচিত্রিত পর্ণ দুটি!
আকাশের ইন্দ্রধনুর মতন রঙে উঠল ফুটি'!
এখানে সরোবরে
সারাদিন কোন্ অমরার মরালগুলি খেলা করে!
এ-ধূসর ধূলায় চলে সোনার বরণ শিশু কারা!

অমিতা ( আনন্দে অসিতের গলা জড়িয়ে ধ'রে ): কী সুন্দর সুর ভাই! দাঁড়াও মাকে শোনাই—মা! ও—মা গো!

অসিত: শ্—শ্। তালটা এখনো নিখুঁৎ হয় নি। মানে আড়ির ভঙ্গিটা। তোর যাদুদাকে ডাক দে আগে—তব্‌লার সঙ্গে আর দুএকবার তালিম দিলেই—

অমিতা : না অসিদা। তব্‌লা থাক্।

অসিত ( সাশ্চর্য্যে ) : তবলা থাকবে! কেন বল্ দেখি?

অমিতা চুপ ক'রে নিজের আঙুলে শাড়ির আঁচলটা জড়ায় আর খোলে

অসিত : ও সোহন বুঝি তোদের কানে তুলেছে কে কী বলছে আশ্রমে? ( একটু পরে বিরক্ত সুরে ) ওর অনেক গুণ, কেবল এই এক দোষে সব মাটি—এই কথা চালাচালি করা।—যা ওসব গ্রাহ্য করতে হবে না, যাত্নকে নিয়ে আয় ডেকে। ও কি রে? হ'ল কী তোর?

অমিতা হঠাৎ অসিতের কোলে ভেঙে পড়ে—সে কী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না!

অমিতা ( মুখ না তুলে অশ্রু বিকৃত কণ্ঠে ) : আ—আমি—চ'—চ'লে যাব অসিদা! আ—আশ্রমের সা—সাধকদের মন—এ—এমন!

অসিত ( ওর চুলে হাত বুলোতে বুলোতে ঝুঁকে প'ড়ে ) :

কে ধরেছে কে মেরেছে কে দিয়েছে গাল?
দেখতে যদি পাই তাকে—উঃ—করব এমন হাল
বুঝলি অমু?—সা্‌মলাতে সে পারবে না কো টাল।

অমিতা : ( জলভরা চোখে হেসে ফেলে, ওর হাতে এক চাপড় দিয়ে চোখে সমানই আঁচল দিয়ে ) যা—ও! তোমার কাছে কেন যে মেয়েরা দুঃখু জানায় মরতে! সব তাতেই ঠাট্টা!

অসিত ( সুর করে ) :

চোখের জলের মধ্যে হাসি!—রামধনু ঐ ফোটে!
তাই তো চপল নূপুর প'রে গভীর নদী ছোটে।
কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে কেন দিই বা তাকে মান—
হেসে যাকে উড়িয়ে দিলে হয় সে শতখান?

অমিতা ( চোখ মুছে ) : এতেও ছড়া কাটলে উঠে যাব কিন্তু।

অসিত : কী করলে ঠায় ব'সে থাকবি জানিয়ে দে তাহ'লে।

অমিতা : আশ্রমেও নোংরা কথা রটে কেন?

অসিত : দিদিমণি, আশ্রমে এসে গুরুদেবের পা ছুঁতে না ছুঁতে মানব মানবী সব রাতারাতি দেব দেবী ব'নে গিয়ে থাকেন এ-ধারণা যদি

তুই নাহক পুষে থাকিস তবে তার জন্যেও অপরাধী কি আমরা ? আমরা এখানে এসেছি কি এই জন্যে যে আমরা সবাই নিখুঁৎ যুধিষ্ঠির বা মীরাবাই —না এই ছি এই জন্যেই যে আমরা নিজেদের মধ্যে হাজারো খুঁৎ দেখতে পেয়েই আকুল হ'য়ে উঠেছি ?—কোন্‌টার বেশি সম্ভাবনা ?

অমিতা ( ঠিক কী জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে ) : কিন্তু—মানে—তা না হয় হ'ল। কিন্তু খুঁৎ আছে ব'লে—( থেমে ) মানে আমি বলতে চাইছি যাদুগোপালবাবু আমার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন এ নিয়েও যদি পাঁচজনে কটাক্ষ করেন তবে অন্তত আশ্রমের সুনামের জন্যেও—

অসিত ( আতপ্ত ) : সুনাম ? ওভাবে কি গুরুদেব জীবনটাকে দেখেন না কি ? কোনো বদ্‌নাম যদি রটে তিনি কী বলেন জানিস ? বলেন বদনামটা সত্যি যেন না হয়—ব্যস্‌। আমাদের আচরণটার তলে যদি গলদ না বাসা বেঁধে থাকে তবে বদ্‌নামের ইমারৎ হ'য়ে উঠতে পারে বড় জোর তাসের বাড়ি। নোংরা মন যাদের তারা নোংরা ভাবনা নিয়ে তো থাকবেই—তাই ব'লে সুস্থ উদারমতি ছেলেমেয়েরা এ ওকে পারিয়া মনে ক'রে দূরে দূরেই থাকবে না কি ?

অসিতের উচ্চকণ্ঠ শুনে ত্রস্তভাবে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ

হেমাঙ্গিনী : কী—কী হয়েছে বাবা ?

অসিত : দেখ তো মাসিমা—কে কী বলেছে না বলেছে তাই জন্যে যাদুর কাছে ও তাল শিখবে না ? যা ওকে—ডেকে নিয়ে আয়।

মুখ ভার ক'রে অমিতার প্রস্থান

হেমাঙ্গিনী : যা বলেছ বাবা ! ওঃ মেয়ের ঐ এক টন্‌টনে অভিমান—দুর্মুখেরা কে কী বলল। বলল বললই—দুদিন বাদে যখন সব ঠিকঠাক হ'য়ে যাবে তখন তুই তো চতুর্দোলে চেপে চ'লে যাবি রাজরাণী হ'য়ে ড্যাং ড্যাং ক'রে বাদ্যি বাজিয়ে—ওদেরই থোঁতামুখ হ'য়ে থাকবে ভোঁতা।

অসিত ( চম্‌কে ) : চতুর্দোল, রাজরাণী—এসব কী বলছ—মাসিমা ?

হেমাঙ্গিনী ( কাছে এসে অসিতের কানে কানে ফিশ ফিশ ক'রে ) : আরে এ তো ভালোই হ'ল বাবা। ওরা তো আমাদেরই স্বঘর। কুলীন হ'লেই বা। ছুরিত্তিরের মেয়ে তো কুলীনের ঘরই আলো করবে।

অসিত : সে কি মাসিমা ? এ তো আমার সত্যিই মনে হয়নি ! তাহ'লে দেখছি রটনাটা নিছক গুজব না—( চিন্তান্বিত )

চিন্তান্বিত

হেমাঙ্গিনী : এতেও তোমার মুখভার কিসের জন্য বাবা ? এর চেয়ে সুখবর আর কী হ'তে পারে ? অনেক শিবপূজো করেছিল মেয়েটা পূর্বজন্মে। কেবল ( ফের সুর নামিয়ে ) আমি ওকে টিপে দিই কত ক'রে—একটুখানি জেগে থাকতে। তা ও মেয়ে কি দুপাও হাঁটবে চোখ চেয়ে ? তার ওপর আবার লজ্জা ! এতে আবার একশত লজ্জার কী আছে শুনি ? সময় থাকতে কাজ গুছিয়ে না নিলে চলে—এ ঘোর কলিতে ?

অসিত ( সাশ্চর্যে ) : সে কি মাসিমা ? তোমার মুখে এই কথা ? এখানেও ঘটকালি ?

হেমাঙ্গিনী ( ব্যাজার ) : কী যে বলিস্ তোরা অসিত ! এর নাম কি যোগসাধনা না জেগে ঘুমনো ? মা হ'য়ে চাইব না মেয়ে বিয়ে ক'রে থিতু হোক্। মাথা খারাপ বলে আর কাকে !

অসিত : থিতু ?

হেমাঙ্গিনী : পাহাড়ি রুটি খেয়ে কি বাংলা-ভাষাটাও গেলি বেবাক্ ভুলে ? থিতু মানে ঘর-সংসার—একটা হিল্লে—

অসিত ( বিরক্তি সত্ত্বেও হেসে ) : ঘর-সংসার তো করলে মাসিমা তের বছর বয়েস থেকে কিন্তু হিল্লে কী জিনিষ বুঝলে কি ?

হেমাঙ্গিনী : সে কপাল বাবা—সবই কপাল। আমি পোড়াকপালী হ'য়ে জন্মেছিলাম ব'লে যে মেয়েও আমারি কপাল নিয়েই জন্মেছে ধ'রে নিতে হবে নাকি ?

অসিত : তা না হয় নাই নিলে। কিন্তু এখানে এসেছ যে ধর্মকর্ম করতে এটাও কি ধ'রে নিতে পারব না কেউ ?

হেমাঙ্গিনী : তুই অবাক্ করলি অসিত। ধর্ম করতে এল মা, জ্ব'লে পুড়ে খাক হ'য়ে। তাই ব'লে তুই মেয়েকেও করতে চাস নাকি ছাইমাখা ভৈরবী—এই কাঁচা বয়সে ?

অসিত ( আতপ্ত ) : ভুলটা আমারই বৈকি। নৈলে এত দেখেও

আমার শিক্ষা হয় না—ভাবি কাঁটাঘাস খেয়ে মুখ দিয়ে দরদর ক'রে রক্ত পড়লেও উটের শিক্ষা হয় বুঝি—যেন কাঁটাঘাস খাওয়া ছেড়ে দিতে সে পারে কখনো। আর ভগবানের দিকে ফেরার বয়স তো তখনই বটে যখন মানুষ জ্ব'লে পুড়ে খাক হয়েছে। সাঁশটা মিথ্যে সংসারের জন্যেই তোলা রাখা চাই বইকি—শুধু আঁশটাই নিবেদন করতে হবে বৈতরণী পার করবার পারীকে—উড়ো খৈ দিয়ে ছাড়া গোবিন্দায় নমস্কার করে কে-ই বা ?—

হেমাঙ্গিনী কি বলতে যাচ্ছিলেন—তাকে বাধা দিয়ে

—না আর টিপ্পনীতে কাজ কী মাসিমা ? যা পারো তোমরা করো। কেবল ( করযোড়ে ) আমাকে বাদ দাও এই মিনতি। আশ্রমে আমরা সবাই ভাই-বোন—

হেমাঙ্গিনী ( উত্তপ্ত ) : আ ম'রে যাই। যেন সোহনলালের কাছে শুনি নি 'শৈলেশের ভাই কমল এখানে আসতে না আসতে মহেশের বোন ইভাকে দেখে পাগলের মতন হ'য়ে ওঠেনি। কালই না তাদের বিয়ের নেমন্তন্ন পেলি তোরা কাশী থেকে ?

অসিত ( ঈষৎ বিপন্ন ) : তা বটে—তবে ইভা আর কমল তো আর এখানে সাধনা করতে আসেনি।

হেমাঙ্গিনী : বটেই তো, এসেছে শুধু যাদু আর অমু।

অসিত : অমুর কথা বলতে পারিনা জোর ক'রে—তবে যাদু তো যোগে দীক্ষা চেয়েছে।

হেমাঙ্গিনী ( অম্লানবদনে ) : সে আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা হবার আগে।

অসিত : ভুল করছ। পরশু ও ফের চেয়েছে দীক্ষা।

হেমাঙ্গিনী : ভুল আমি করিনি বাছা—তোমাদের মতন ঘুমচোখে তো পথ চলি না। পরশু ও যদি যোগ চেয়ে থাকে তবে সেটা ভুলে।

অসিত ( সাশ্চর্যে ) : ভুলে ! মানে ?

হেমাঙ্গিনী ( জোর দিয়ে ) : কাল ও অমুকে কী বলেছে খবর রাখিস তুই ?

অসিত ( মৃদুস্বরে ) : কা—ল ? কখন ?

হেমাঙ্গিনী : কখন আর ? ভর্ সন্ধ্যেবেলা—যখন অমুকে ও বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল সোহাগ ক'রে।

অসিত ( একটু মুখ নিচু ক'রে থেকে হেমাঙ্গিনীর পানে চেয়ে ) : কী বলেছে ?

যাদুগোপাল ও অমিতার প্রবেশ

অসিত ( পরুষকণ্ঠে ) : যাদু ! মাসিমা এসব কী বলছেন ?

যাদু ( সন্ত্রস্ত ) : কী ?

হেমাঙ্গিনীর দিকে তাকায় ও, কিন্তু হেমাঙ্গিনী মুখ ফিরিয়ে ব'সে

অসিত : তুমি মাত্তর পরশু ফের গুরুদেবের কাছে দীক্ষা চেয়েছ ফের কাল কী বলেছ অমুকে শুনি ?

অমিতা ( চকিতে হেমাঙ্গিনীর দিকে চেয়ে রুষ্টকণ্ঠে ) : মা ! তুমি কথা দিলে না কাক পক্ষীও জানবে না ?

হেমাঙ্গিনী ( ফিরে উগ্রকণ্ঠে ) : কে জানে বাছা তোদের কাণ্ড-কারখানা আমার বুদ্ধির বার। এর মধ্যে এত ঢাকাঢাকিরই বা কী আছে ? সোমত্ত মেয়ে—বিয়ে হবে স্বঘরের ভালো একটি ছেলের সঙ্গে—

অমিতা ( আগুন ) : বিয়ে ? আমি তাই বললাম ? যাদু-গোপাল বাবু তাঁর জীবনের সুখদুঃখের কথা যদি একদিন মুখ ফস্‌কে ব'লেই থাকেন আমাকে—ছি ছি ( চোখে আঁচল দিয়ে ) এই জন্তেই আমি—বার বার—আমি কালই ফিরে যাব বাড়ি।

দ্রুত প্রস্থান

হেমাঙ্গিনী : ও মেয়ে ! শোন্ শোন্। ( অসিতকে ) দেখ্ দেখি কী কাণ্ড ! যাদুগোপাল ওকে মনের কথা বলার দরুণ যদি আমি ঐরকমই একটা কিছু এঁচে নিয়ে থাকি বাবা, সেটা কি খুব দোষের ? ভোমরা কি গুন্ গুন্ করে কখনো যদি না কাছাকাছি ফুল ফুটে থাকে ? ও মেয়ে, শোন্—ও আবার নাওয়া ছেড়ে দেয় একটুতেই—কম পাপে কি ছেলেমেয়ে পেটে ধরতে হয় ?

প্রস্থানোদ্যত

অসিত : একটু দাঁড়াও মাসিমা লক্ষ্মীটি ! যখন কথা উঠলই—পরিষ্কার হ'য়ে যাওয়া ভালো। যাদু ওকে কী বলেছে না শুনলে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

হেমাঙ্গিনী : বলবে আবার কী এমন হাতি ঘোড়া—জানিয়েছে ওর মনের দুঃখ। ও নাকি বড় একলা—ওর সঙ্গে মিশে একটু আনন্দ পেত তাতেও এর ওর তার না কি চোখ টাটাচ্ছে। আর পারি নে বাবা ( চোখে আঁচল দিলেন )

অসিত ( সান্ত্বনার সুরে ) : আহা এত কান্নাকাটির এতে কী আছে মাসিমা ? বোসো ( আদর ক'রে পাশে বসিয়ে জোর ক'রে প্রফুল্ল কণ্ঠে ) মায়ে ঝিয়ে মিলে তোমরা যেন একটা কুরুক্ষেত্তর বাধিয়ে বসলে।

আরতির প্রবেশ

আরতি : অসিত ! গুরুদেব বললেন—এ কী ?

অসিত ( মুরুব্বিনিয়া সুরে ) : এই আর বলে কে ?

আরতি ( হেমাঙ্গিনীর কাছ ঘেঁষে ব'সে সাদরে ) : কী হয়েছে মাসিমা ?

হেমাঙ্গিনী ( রোরুদ্যমানা ) : সে তো—তোমরাই জান বাছা। শুনি এ—এখানে সব ম্—মস্ত মস্ত স্-সা—সাধক সাধিকা—অ—অথচ ত-তাঁদের সারা রাত ঘ্ঘু—ঘুম হয় না—কে ক্-কা—কার সঙ্গে মিশছে কি—খবর রাখতে।

আরতি ( অসিতকে ) : কী বলেছে ?

অসিত : জানো না ? ছেলেতে মেয়েতে মিশলেই পাঁচজনে যা বলে।

হেমাঙ্গিনী ( সাম্‌লে—মুখ বার ক'রে ) : পাঁচজনে সংসারে পাঁচ-কথা বলে সে বোঝা যায়—কিন্তু এখানেও বলবে তাই ব'লে ? কোন্ মেয়ে কার সঙ্গে মিশছে কার কাছে তাল শিখছে—এ খবর রাখা ছাড়া কি কারুর আর করবার কিছু নেই মা যোগাশ্রমে ( বলতে বলতে ফের চোখে আঁচল ) মেয়ের মা-র টনক নড়ল না—টনক নড়ল যত সব বৈরিগি বৈরিগিনীদের। ঘেন্নায় মরি।

আরতি ( শান্ত করতে ) : আহা তাই ব'লে কি অত ঘেন্না করতে আছে মাসিমা? একটু বুঝতে চেষ্টা করলেনই বা। কথাটা তো এখানে সেখানে ব'লে নয়—মানুষের স্বভাব তো জানেন?

হেমাঙ্গিনী ( আতঙ্ক ) : তা এখানেও যদি তাদের স্বভাব ঠিক সংসারীদের মতনই হয়—সেই পরচর্চা, বাজে গল্প, হাসাহাসি, ঢলাঢলি—তবে এখানে আসা কেন শুনি?

আরতি ( অসিতকে ) : ঠিক যেখানে আমারও বেধেছিল, না?

হেমাঙ্গিনী : বেধেছিল!

অসিত : মাসিমা, একটু শুনবে কি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে? এক্ষুনি বলছিলাম না তোমাকে যে আশ্রমে আসতে না আসতেই সাধক সাধিকাদের দুটো ক'রে পাখা গজায় না হাতের জায়গায়। কথায় বলে না—এই বেড়ালই বনে গেলে হয় বন বেড়াল—এও অনেকটা তেম্‌নি।

হেমাঙ্গিনী : তেম্‌নি! মানে?

আরতি : মানে, সংসারে যে সব অসার রুচি ভঙ্গি প্রবৃত্তি নিয়ে আমরা ঘর করি মাসিমা, আশ্রমে আসতে না আসতে সে সব উবে যায় না। বরং অনেক সময়ে উল্টোটাই ঘটে।

হেমাঙ্গিনী : উল্টোটাই? কেন?

আরতি : আপনি নিজেই দেখতে পাবেন—একটু যোগের ভিতর ঢুকলে—আর আপনি তখনই বুঝবেন এমনটা কেন হয়? এখন বললে হয়ত একটু ধাঁধা মতনই লাগবে।

হেমাঙ্গিনী : তবু এরকম স্বভাবটা—

আরতি : এখন এইটুকুই জেনে রাখুন না কেন মাসিমা যে মানুষের স্বভাব বদ্‌লানো চারটিখানি কথা নয়! বেশির ভাগ লোকেরই চৈতন্য হয় না, অনেক অনেক অনেক ঘা না খেলে। আলো বেশি ক'রে জ্বলে না সলতে উস্কে দিয়ে আরো না পোড়ালে। রোগের কাজ হ'ল এই উস্কে দেওয়া।

অসিত : একরকম ওষুধ আছে জানো তো মাসিমা—যেমন ধরো যখন ছেলেপিলের হাম বা বসন্ত লাট খেয়ে যায়—যাতে ক'রে রক্তের মধ্যে চাপা বিষ আওড়ে ওঠে—ফোড়াটা হ'য়ে ওঠে দগদগে ঘা। যোগশক্তি অনেক সময়ে ঠিক এই ভাবেই কাজ করে—চারিয়ে-যাওয়া রোগের বীজাণুকে তাতিয়ে তোলে হাঁকিয়ে দিতে। কিন্তু শেষেরটা পরের পালা। আগে এই

সব ঘুমন্ত বা আধঘুমন্ত প্রবৃত্তিরা ওঠে জেগে। ওঠা দরকার—নৈলে মানুষ টের পাবে কেন তার স্বভাবটা ঠিক কী—আর কী তাকে হ'তে হবে। কিন্তু এটা চোখে না দেখলে বুঝতে বেগ পেতে হয়। তাই যোগ না ক'রে শুধু চলতি ঘরোয়া জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে ওর সম্বন্ধে কোনো গভীর দৃষ্টিই লাভ করা যায় না। অনেক দেখে, ঠেকে ও ঠ'কে মানুষকে শিখতে হয়—অনেক পোড় খেয়ে তবে। বুঝলে?

হেমাঙ্গিনী: এ আমিও বুঝি বাবা। তাই তো বলি মেয়েকে—কী যায় আসে এসব বাজে কথার দাপাদাপিতে থিতিয়ে গেলেই দেখবি—যেখানকার যা—

অসিত: এই হ'ল কথা। ঠিক থিতিয়ে গেলেই সব স্বচ্ছ হ'য়ে আসে। কেবল এখানে আরো একটু কথা আছে—শুধু যেখানকার যা সে সেখানে ফিরে চুপটি ক'রে ব'সেই থাকে না—তলার জিনিষ ঘুলিয়ে ওপরে ওঠে শুধু ফিরে তলিয়ে যেতেই নয়—বদ্‌লে যেতে—যার নাম রূপান্তর, ছন্দবদল। কিন্তু এটা ঘটে তো প্রথমে না মাসিমা। প্রথম দিকে যা ঘটে সে হ'ল ওই ঘুলিয়ে ওঠা—ভেতরের ফুটন্ত বিষটা টাটিয়ে ওঠে তখনই যখন সে বেরিয়ে যেতে চায়—বুঝলে?

হেমাঙ্গিনী: তা তো বুঝলাম অসিত, কিন্তু গুরুদেব এসবে কিছু বলেন না কেন?

অসিত: দেখেছ আরতি? ঠিক তুমি ব্যাপারটাকে যেভাবে দেখতে প্রথমদিকে?—অর্থাৎ গুরু বুঝি স্কুলমাষ্টার—দুরন্তপনাকে বেতিয়ে শায়েস্তা করাই যাঁর একমাত্র কাজ।—মাসিমা! গুরুদেব যে-জ্ঞান যে-চৈতন্য থেকে কাজ করেন সে তোমার আমার জ্ঞান বুদ্ধি তো নয়—তাই আমরা তাঁকে ভুল বুঝি এত। গুরুদেব প্রায়ই বলেন শোনোনি যে মনের মুলুকে যে-মানুষ মনের বিধান দিয়ে একটু-আধটু টেক্স পায় সে ভাবে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বেও বুঝি ঠিক এই রকম টেক্সর জোরেই চলে। না মাসিমা, গুরুদেব যে অসীম ধৈর্য ধ'রে চলেন সে পারেন তিনি গুরুদেব ব'লেই। মানুষের পক্ষে এ-তিতীক্ষা এ-ক্ষমা এ-করুণা আয়ত্ত করা অসম্ভব। কিন্তু তবু এ-ও জেনো তিনি স'য়ে থাকেন চুপটি ক'রে থাকতেই নয়—ভিতরে ভিতরে তাঁর যোগশক্তি কাজ করছে—জানেন ব'লেই মুখে কিছু বলেন না—

নেহাৎ যেখানে না বললে নয় সেখানে ছাড়া। তাছাড়া এ-ও তিনি জানেন যে-আমূল রূপান্তর তিনি চাইছেন সে-রূপান্তর ঘটে বহুজন্মের বিকাশের ফলে তবে। কিন্তু দশজন্মে যে-বিকাশ যে-বদল হয় তবে সুফল একজন্মেই চাইলে তার অন্তত কিছু দামও তো দিতে হবে। আস্তে আস্তে চলো—মনে হবে হাওয়া কই? একটু দৌড়োও দেখি, দেখবে হাল্কা হাওয়াও দাঁড়িয়েছে বেঁকে। গুরুদেবের ভাষায়—প্রকৃতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে যারা চলে তাদের নগদবিদায় অল্প-স্বল্প যা জোটে প্রকৃতিই জোগান, কিন্তু উজান সাঁতার কাটতে গেলেই তার প্রতিটি ঢেউ রুখে দাঁড়ায়। শুধু স্নায়ু শিরায় নয়—টনটনিয়ে ওঠে অস্থি-মজ্জার অন্দরমহল পর্যন্ত। প্রতিপদে অহমিকা-জয়—আত্মাদরকে বিদায় দেওয়া প্রিয়জনের পরেও নির্ভর না-করা এমন কি ভালোবাসার প্রতিদানও তার কাছে না চাওয়া—এর কোন্‌টা সহজ, বলবে মাসিমা? এসব কি কেউ পারে রাতারাতি তাকে বক্‌লে ঝক্‌লেই? আমাদের মধ্যে যে কত গ্লানি, কত নিষ্ঠুরতা, কত অসহিষ্ণুতা, ক্ষুদ্রতা লুকিয়ে আছে আমরা তার কতটুকু খবর রাখি বলো? এ-খবর যাদের রাখতে হয় যোগের পথে এসে, তাদের ছটফটানিকে তাই না হয় একটু অনুকম্পার চোখে দেখলেই বা!

আরতি: সত্যি মাসিমা। আগে আগে আমিও সাধক সাধিকাদের বিচার করতাম—এরা হেন, এরা তেন ভেবে। কিন্তু পরে যখন আমার ভেতরকার গাদ উঠল—ভেতরের ঝড় বাইরের আলোকেও মলিন দাঁড় করালো তখনই দেখতে পেলাম যে সাধক সাধিকাদের মধ্যে যে সব ত্রুটি চ্যুতিতে আমি এত অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠতাম তার প্রত্যেকটি আমার মধ্যে ঢাকাচাপা দেওয়া ছিল—যোগশক্তি সব দেখিয়ে দিলো নগ্ন ক'রে। এ একটুও বাড়িয়ে বলা নয় মাসিমা যে জলের তলে পাঁকে পা দিলে যেমন দুর্গন্ধ গ্যাস ওঠে বিজবিজ ক'রে—ঠিক তেম্‌নি ক'রে ওঠে যোগের চাপে ভেতরের যত লুকোনো ময়লা। যোগ কিছু সন্ধ্যেবেলা ফিটন হাঁকিয়ে ময়দানে বেড়ানো নয় মাসিমা—No true god-quest is a rainbow lyric—আমিই একবার লিখেছিলাম। অনেক চোখের জল, অনেক মনস্তাপ, অনেক বাধাবিপত্তি, অনেক ঝড় তুফানের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় যোগের অকূল-পাথারে। এত যাদের সইতে হয় তাদের আচরণে ত্রুটি

বিচ্যুতি অত ধরতে নেই—আরো এই জন্যে যে এ সবেরই যে-সাজা তারা পায় তার দুঃখের সঙ্গে সংসারের কোনো দুঃখ শোকেরই তুলনা হয় না।

হেমাঙ্গিনী : ধর্ম পথে দুঃখ বেশি বাজে কেন না ব্যথা পাবার শক্তিও তেতে ওঠে, বেড়ে ওঠে এ যে আমিও কিছু জানি না তা নয় মা। তবে ভাবি—

আরতি : বলুন।

হেমাঙ্গিনী : ভাবি—এতই দুঃখ যখন এপথে তখন ছেলেমেয়েদের মিশতে দিয়ে সে-দুখ আর বাড়ানো কেনই বা ছাই। যা ছাড়তে হবে তাকে প্রথম থেকে ধূলো পায়ে বিদায় দেওয়াই ভালো নয় কি মা?

অসিত (হেসে): অনেক ঠেকে আমাদের যোগগুরুরা এ পর্যন্ত এই পথেই ঠেলেছেন আমাদের—কামিনীকাঞ্চন, কামিনীকাঞ্চন, কামিনীকাঞ্চন—ব'লে শাসিয়ে। গুরুদেব ঠিক সেই মামলি পথের পথিক হ'তে চান না। কারণ, বলেন তিনি, ওপথে—মানে ছুঁৎমার্গের পথে—চললে প্রথম দিকে একটু সুবিধে হ'তে পারে কিন্তু সত্যিকার সমাধান মিলতে পারে না। তিনি বলেন যে পালিয়ে পালিয়ে—ostrichsm-এর পথে কতদিন চলবে—বিশেষ যদি জীবনকে নিয়ে ঘর করতে হয়? তাঁর যোগ তো জীবনকে বাদ দেয় না, গ্রহণ করে—যদিও যে ছন্দে জীবন আজ চলতে চায় সে-ছন্দের বদল ক'রে। কিন্তু এ-আলোচনা অথই জলের ব্যাপার—যদি চাও শুনো তাঁর মুখেই তিনি বুঝিয়ে বলবেন কেন তিনি মঠ বা nunnery-র বিধিবিধান এখানে চালাতে চান নি। তবে একটা কথা নীতির সহজ বুদ্ধি দিয়েই বোঝা যায়। কথাটা হচ্ছে, মন্দ করবার পথই যার মেরে রাখলে তার চলৎশক্তিকে পঙ্গু ক'রে, তার ভালো-হওয়া কি সত্যি ভালো-হওয়া? তুমিই তো কতবার দুঃখ করেছ মাসিমা, যে ঘরে চাবি দিয়ে রেখে তবে যাদের সতী ক'রে রাখতে হয় তাদের সতীত্বের 'পরে কতটুকু সত্যিকার আস্থা আমাদের? এই ধরো না কাল যে যাদুর সঙ্গে অমুকে একলা বেড়াতে যেতে দিলে তুমি—কেন দিলে? কত কি তো ঘটতে পারত। তবু দিলে কারণ মেয়ের চরিত্রবলে তোমার বিশ্বাস আছে। স্বাধীনতার মধ্যে যে-বল গ'ড়ে ওঠে দামী তো তাকেই বলব?

হেমাঙ্গিনী : আমি তো ঠিক ঐ জন্মেই ভেবে পাচ্ছি নে মা যে যাতে

আমি দোষ দেখছি নে তাতে এখানকার সাধক সাধিকাদের মধ্যে এত কথা ওঠে কেন।

আরতি: তার অনেকগুলো কারণ আছে মাসিমা। একটা কারণ এই যে তোমাদের দেশে পর্দার জন্যে এই ধারণা প্রায় সকলেরই মনে চারিয়ে গেছে যে ছেলেমেয়েদের একটু মেশামেশি হ'তে না হ'তে ঘটবে গণ্ডগোল। আর একটা কারণ হয়ত এই—যে-কথা অসিত এইমাত্র বলছিল—যে, ধর্মপথে ছেলে ও মেয়ে পরস্পরকে দেখলেই ডরিয়ে উঠুক এই মনোভাব সাধক সাধিকাদের মনে চারিয়ে গেছে। আরো একটি কারণ আছে: যারা নিজেরা মিশতে ভয় পায় কিম্বা মিশবার সুযোগ পায় না তারা অপরে মিশছে দেখলে সইতে পারে না—যার নাম রিপ্রেশন। এছাড়া আরো কারণ আছে মাসিমা, সেটা হ'ল যোগের অহঙ্কার। এইটেই হ'ল সবচেয়ে সাংঘাতিক। যারা একটু বেশি শুদ্ধাচারী তাদের মনে যোগের প্রথম দিকে একটা দারুণ অবজ্ঞা হয় তাদের 'পরে যাদের আচরণে শুদ্ধির দেখানেপনা নেই। মানুষের স্বভাব বড়ই জটিল মাসিমা। আর কত যে জটিল তা বোঝা যায় হাড়ে হাড়ে কেবল এই যোগেরই পথে।

হেমাঙ্গিনী: তা বটে। (হঠাৎ নম্রশীর্ষ যাদুর দিকে ফিরে) আমার মেয়ের জন্যে তোমাকেও অনেক সইতে হ'ল—কিছু মনে কোরো না বাবা!

যাদু (কুণ্ঠিত): না মাসিমা, সে কি কথা?

আরতি: কী হয়েছিল যাদু?

যাদু (একটু চুপ ক'রে থেকে): এমন কিছু নয়—তবে—

অসিত: কেউ কিছু বলেছিল?

যাদু: ঠিক তা নয়—তবে (থেমে) অমিতার সঙ্গে ঝিলমের পাড় দিয়ে যেতে যেতে পাশে একটি কুঞ্জে সোহনলাল ও দুটি সাধিকা ঠাট্টা-তামাশা করছিল অমিতা ও আমার নাম ক'রে—আমাদের ওরা দেখতে পায় নি।

হেমাঙ্গিনী (ফের উত্তপ্ত): কী বলছিল শুনি?

যাদু (নত মুখে): সে ওকেই জিজ্ঞাসা করবেন—আমি উচ্চারণ করতে পারব না। (একটু থেমে) কেবল একটা কথা অসিদা, ওরা কী ক'রে ভাবতে পারল যে গুরুদেব স্বয়ং এ-ঘটকালি করছেন—নিজেরা সাধক সাধিকা হ'য়ে?

অসিত ( দুঃখিত ) : তাই তো বলছিলাম মাসিমা, স্বভাবের বদল চারটিখানি কথা নয়।

আরতি ( জ্ব'লে উঠে ) : কিন্তু তাই ব'লে এ যে distoyalty আসব। এদেরও গুরুদেব কেন পোষেন দুধ কলা দিয়ে ?

অসিত : তাঁর ক্ষমা কি যুক্তি বিচার দিয়ে বোঝা যায় আরতি ? যাকে কেউ ক্ষমা করতে পারে না তাকেও তিনি আদর ক'রে ডাক দেন তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিলোতে—এইখানেই তো দিব্য জীবনের একটি ছন্দের পরিচয়।—এ তো কী ? আমি এমনও শুনেছি সাধকদের কারুর কারুর মুখে যে গুরুদেব অমুককে খাতির করেন সাহেব ব'লে, অমুককে খাতির করেন জমিদার ব'লে—আর কাউকে প্রশ্রয় দেন ওঁর ধামা বাজাবে ব'লে। এমনও শুনেছি, সত্যিই শুনেছি একজনের কাছে যে সে রোজ দুবেলা মনে মনে গুরুদেবকে অকথ্য ভাষায় গাল দেয়। আরতি তো মিথ্যা বলে নি—মানুষ কত নিচে নামতে পারে তারও দৃষ্টান্ত সবচেয়ে উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দেয় যোগেরি পথে।

যাদু : কিন্তু—মাপ করবেন দাদা—যোগাশ্রমে তো আমরা এই ধরণের দৃষ্টান্ত দেখতেই আসি না।

অসিত : সত্যি কথা। কিন্তু শুধু কি এই ধরণের দৃষ্টান্তই এখানে দেখ যাদু ? গৃহ পরিজন স্বজন স্বদেশ স্বভাষী ছেড়ে দিনের পর দিন একমুখী হ'য়ে আত্মশুদ্ধি নিষ্কাম কর্মের সাধনা, পদে পদে অতীত জীবনকে বিদায়, বাসনা কামনাকে জয়—সবচেয়ে বড় কথা বহু বাধা সত্ত্বেও নিজের যা কিছু প্রিয় সবই সমর্পণ করা গুরু চরণে—এ-ও কি চোখে পড়ে না ? যাদু, গহ্বরে অন্ধকার জমাট হ'য়ে থাকে ব'লে প্রমাণ হয় না যে কৈলাসে দিনের পর দিন সোনার মশাল জ্ব'লে ওঠে না। যোগে মানুষকে তার সবচেয়ে হীন মূর্তিতে দেখা যায় ব'লেই বলা চলে না যে তার দেবত্বের কোনো প্রতিশ্রুতিই চোখে পড়ে না। তবে একথা সত্য যে ক্ষুদ্রতা চেনা বেশি সহজ দেবত্ব চেনার চেয়ে—কেন না ক্ষুদ্রতা হ'ল প'ড়ে পাওয়া কিন্তু দেবত্বের দিশা পেতে হ'লেও চাই বহু সাধনা—আত্মশুদ্ধি—তপস্যা।

যাদু : আমায় মাপ কোরো ভাই—আমি ও ভেবে—

অসিত ( সস্নেহে ওর কাঁধে হাত রেখে ) : জানি ভাই—জানি। আমিও এতটা ব'লে ফেলতাম না যদি আশ্রমে এমন সাধক

সাধিকা না দেখতাম যাঁদের চোখে দেখাও পুণ্য স্নেহ পাওয়া বহু সুকৃতির ফল।

আরতি: একথা সত্যি অসিত। তবু এও তোমাকে মানতে হবে যে আশ্রমে ওরা গুরুদেবকে যে জড়াচ্ছে এভাবে সেটা খু—ব অন্যায়।

অসিত: একথা কি বলারও দরকার করে আরতি? যাঁর পুণ্য স্পর্শ আমাদের পারের পারানি তাঁকে—কিন্তু যাক আরতি, এসব ভাবতেও আমার মন ছোট হ'য়ে যায়।

যাদু: ঠিক সেই জন্যেই দাদা আমি অমিতাকে কাল বলেছিলাম—

হেমাঙ্গিনী (কৌতূহল): কী বাবা?

যাদু: ও বলে নি?

হেমাঙ্গিনী: না তো।

যাদু: তবে ওর কাছেই শুনবেন। আমার কেবল একটা বক্তব্য আছে মাসিমা!

হেমাঙ্গিনী: কী বাবা!

যাদু: অমিতার মতন মেয়ের যোগ্য পাত্র আমি নই।

দ্রুত প্রস্থান

হেমাঙ্গিনী: শোনো শোনো (চেঁচিয়ে) ও যাদু—

অমিতার প্রবেশ

অমিতা (ত্রস্ত): কী হয়েছে মা!

হেমাঙ্গিনী (দপ ক'রে জ্ব'লে উঠে): কী হয়েছে! সব জানেন শুধু ভালোমানষি—কী হয়েছে? ন্যাকা!

আরতি: ও কী মাসিমা?

হেমাঙ্গিনী (কানেও না তুলে): কী বলেছে ও তোকে (ধমকে) আমাকে বলতে কী হয়েছিল? বিশ্বাস করার বুঝি এই ফল?

অসিত: কী করো মাসিমা! না জেনে শুনে—

হেমাঙ্গিনী (আরো উগ্র): কী বলেছে ও শুনি? বড় বাড় বেড়েছে না? আমি ভাবি মেয়ে সব কথা আমাকে বলে। ও মা! ডুবে ডুবে জল খাওয়া—

অসিত ( হেমাঙ্গিনীর পিঠে হাত রেখে ): এরকম ক'রে বকতে আমি দেব না। কাকে কী বলছ মাসিমা ? ওকে কি চেনো না ?

অমিতা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল—কাঠ হ'য়ে—দাঁতে ঠোঁট চেপে

আরতি ( ওর কাছে ছিল ): চলো ভাই ওদিকে—

হেমাঙ্গিনী: না। বল্ আগে কাল কী বলেছে যাদু তোকে ?

অসিত: এই দেখ মাসিমা ! আমি বাজি রেখে বলতে পারি—সংসারে তুমি এতটা রেগে উঠতে না সামান্য কারণে। প্রত্যাশায় ঘা পড়লে কী হয় দেখলে তো ?

হেমাঙ্গিনী: কী বলছিস তুই অসিত ? প্রত্যাশা ?

অসিত: নয় তো কী ? তুমি যোগ করতে এসেছ। জানো না এখানে কেউ কারুর মা নয়—কেউ কারুর স্ত্রী নয়—কেউ কারুর ছেলে মেয়ে নয় ? ও তোমাকে সব কথা বলবে কেন শুনি ? বলতে হয় বলবে গুরুদেবকে।

অমিতা ( শক্ত ): তোমাকেও বলতে পারি অসিদা। কিন্তু মাকে না।

হেমাঙ্গিনী ( উঠে ): সেই ভালো। ও মুখপুড়ী তাই করুক। কেবল আজ থেকে আমাকে আর মা ডাকিস্ নে ব'লে দিলাম। ( চোখে জল উপচে পড়ে ) আমার শাস্তি ঠিকই হয়েছে। সব ছেড়ে ভগবানের দোরে এসে গুরুচরণে ঠাঁই পেয়ে তবু কি না নেমকহারাম ছেলেমেয়ের কথা ভাবা—পিছু ডাকে কান পাতা ! শোন্—এই মেয়ে ! ( তর্জনী তুলে শাসিয়ে ) এখন থেকে জানবি তোর মা ম'রে গেছে।

আরতি: কী যে বলেন মাসিমা।

কাছে গিয়ে ধরে

হেমাঙ্গিনী ( আরতির কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে ): তাছাড়া কী মা ? আমি কি জানি না যে ভগবানকে চাওয়া মানেই সংসারকে 'ছেই' করা ? ঠিকই বলেছ মা—মিথ্যে ভেবে মরি আমরা। কেউ কারুর নয়। খুব শিক্ষা দিলে ঠাকুর। এবার ডেকে নাও পায়ে—আর রেখো না এ মায়ায় জড়িয়ে। পোড়াকপাল পুড়িয়ে দাও ছাই ক'রে।

অসিত : অমন কথা বলো না মাসিমা।

হেমাঙ্গিনী : বলব না তো কী বাবা ? আমাদের থাকা মিথ্যে থাকা। ( কোণে গিয়ে গুরুদেবের ছবির নিচে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে ) আমায় মাপ কোরো গুরুদেব—এবার নিয়ে চলো একলার পথে। ( কান্না )

আরতি ( আদর ক'রে ) : কী করেন মাসিমা ?

হেমাঙ্গিনী ( অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে ) : আর না মা। আ—আর না। এ—এখন থেকে শ্-শু—শুধু ঠাকুরকেই ডা—ডাকব। সং-সংসারের দিকে আর ফি—ফিরেও তাকাব না। ( সাম্‌নে আরতির পানে তাকিয়ে চোখ মুছে ) দেখে নিও মা—সংসার হেজে যাক ম'জে যাক—আর না। এসো মা। আমাকে একটু ভগবানের নাম শোনাও। ও মেয়ে বলুক যা বলবার ওর আপনার জনকে—আমরা তো আর কেউ নই মা, কেউ নই।

আরতির কণ্ঠবেষ্টন ক'রে ক্রন্দন—ধীরে ধীরে আরতি ওঁকে নিয়ে যায়—ধ'রে

## ১১

ঝিলমের ধারে একটি বড় শাদা পাথরের উপর পাশাপাশি ব'সে অসিত
ও অমিতা। বিকেল বেলা সেই দিনই

অসিত ( অমিতার মুখ ওর কোলে—অমিতা খুব কাঁদছে ) : অমন ক'রে খালি খালি কাঁদে না দিদি। ছি। সব তাতেই সমতার চেষ্টা তো করতে হবে—হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন বল্ ? তুই না সেদিনই বলছিলি যে তোর খুব সাধ হয় নির্বিচল অবস্থা লাভ করতে—গুরুদেব তাতে কী বললেন মনে নেই ? ( অমিতা ওর কোলে মুখ ডুবিয়েই মাথা নাড়ে ) বললেন : এ অবস্থা পাওয়া তো সহজ নয় মা। ক্রমাগত প্রতি আঘাতকে মনে করতে হবে যেন পরীক্ষা—test—মনে আছে তো ? তবে দুটো তুচ্ছ কথায় এরকম—

অমিতা ( মুখ তুলে—শান্ত হ'তে চেষ্টা ক'রে ) : সবই আমি সইতে

পারি অসিদা। তুমি জানো আমি কত লজ্জা পাই নিজের দুঃখ অন্যের কাছে জানাতে। আমি চাপা মেয়ে তোমরাই তো বলো। কেবল—

কান্না এসে ফের বাধা দেয়

অসিত : জানি দিদি। তোর কথা তাই তো এত ক'রে বলি—সবাইকেই—

অমিতা : না অসিদা—তুমি ঐটি কোরো না। সবাইয়ের কাছে কেন নিজের ছাত্রীর গুণগান করো বলো তো? লোকে কে কী ভাবে নেয়—তুমি সরল মানুষ তাই প্যাঁচালো লোকের কাছে এত ঘা খাও—

অসিত ( ঠাট্টার সুরে ) : আর আমার এই বৃদ্ধা সবজান্তা দিদিমাটি সবাইকে চিনে কেমন তর্ তর্ ক'রে চলেছেন পাল তুলে এতটুকু ঢেউ পর্যন্ত না খেয়ে !

অমিতা : কিন্তু আমি ঘা খাই কিসে তা একবারটি ভাবো। ছি ছি—কী বলল মা বলো তো—সবাইয়ের সাম্‌নে! বলল কি না—রাজরাণী বিয়ে চতুর্দোল ড্যা-ড্যাং-ড্যাং—( হেসে ফেলে ) কিন্তু এতে কাঁদতে গিয়ে হাসিও যে পায় ভাই।

অসিত : তবে আর ভাবনা কী? সংসারে একটি মস্ত সহায় এই sense of humour.

অমিতা : না অসিদা। সব কিছু তাই ব'লে তুমি অমন হাল্কা ক'রে নিলে চলবে না, চলবে না, চলবে না। ছি ছি—মা বলল কি না—আমি যাদুগোপালবাবুর সঙ্গে মিশছিলাম ঐ ফন্দি এঁটে! কলিযুগে বসুন্ধরা যে দ্বিধা হতে চান না।

হেসে ফেলে ফের

অসিত ( খুসি ) : জানস অমু তোকে এত ভালোবাসি কেন?

অমিতা ( গম্ভীর ) : অনে—ক কারণ আছে।

অসিত ( হেসে ) : সে কথা সত্যি। তবে একটা মস্ত কারণ তোর এই দুঃখের সময়েও হাসতে পারা।

অমিতা : তুমিও পারো এটা—এই তো ওর ভাষ্য?

অসিত ( আরো হেসে ) : একহাত নিয়েছিস বটে।

অমিতা : আচ্ছা অসিদা, তুমি তো ভাই আনন্দময় পুরুষ—সবাই বলে—কিন্তু মনে হয় দুঃখ তুমিও পেয়েছ।

অসিত : হয় না কি ? উঃ—কী আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি! তবু কি না তুই বলিস তুই যোগিনী নোস ?

অমিতা ( ওর বাহুমূল চেপে ধ'রে ) : না অসিদা, তুমি নিজের দুঃখের কথা কিছু বলো না—খালি আমাদের দুঃখের বোঝা ব'য়ে বেড়াও। কেন বেড়াও অসিদা ?

অসিত ( একটু চুপ ক'রে থেকে ) : আমার প্রথম গানের গুরু রমেন মামার কথা তোকে বলেছি কতবারই তো, কিন্তু তাঁর একটা কথা বলা হয় নি।

অমিতা ( সাগ্রহে ) : বলো না ভাই। তোমার কাছে কত কিছু জানতে ইচ্ছে করে—শিখতে—বুঝতে—

অসিত ( বাধা দিয়ে ) : কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি—ওমা—তুম্ ভি মিলিটারি, হম্ ভি মিলিটারি—এই না ?

অমিতা ( অনুযোগের সুরে ) : কেন অমন বেঁকিয়ে সব কথা নাও ভাই—এ ঠাট্টার ছলেও ভালো নয়। তুমি কি জানো না তোমার কাছে কত পাই আমি ? না, শুধু তোমার গান নয় অসিদা—তোমার মতন একটা প্রাণ দেখতে পেয়েছি যে—( ব'লেই লজ্জায় ওর কোলে মুখ লুকিয়ে )—ঐ দেখ তোমার ভঙ্গিটাও কেমন শুষে নিচ্ছি। ( হেসে, মুখ তুলে ) : আমাকে তোমার সেক্রেটারি না করতে চাও অন্তত understudy ক'রে রাখতেও কি মন চায় না ?

অসিত ( আদর ক'রে ওর দুই গালে চড় মেরে ) : ভা—রি দুষ্টু হয়েছিস তুই। মাসিমা ধম্কান কি সাধে ? ও কি রে—মুখ অমন গম্ভীর হ'য়ে গেল কেন ফের ?

অমিতা ( চোখের জল ঝটিতি মুছে ) : যা ভুলতে চাই মনে করিয়ে দাও কেন ভাই ? যতই বলি না কেন—তোমার মতন তো মনের জোর আমাদের কারুরি নেই।

অসিত : আমার প্রচণ্ড মনের জোর এ-গুজবও তাহ'লে কেউ কেউ রটায় দেখছি।—যাক্ খোস্ খবরের ঝুটোও ভালো—বলে না ?

অমিতা : না অসিদা, এ রকম করতে পারবে না তুমি—অন্তত আমার কাছে না।

অসিত : কী রকম রে ?

অমিতা : তুমি নিজে যা নও তাই সাজতে চাও—পাছে লোকে তোমার দর বেশি দিয়ে ফেলে ব'লে—অথচ মুখে বলো নিজেকে ছোট করতে নেই।

অসিত : আমি নিজেকে ছোট করি নে ভাই।

অমিতা : তবে ?

অসিত : ঐ রমেন মামার কথাটা চাপা প'ড়ে গেল। অমন মানুষ আমি জীবনে কমই দেখেছি। একদিন তাঁর স্ত্রী মারা যাবার পর—বোধহয় দু'তিন দিন পরেই—তাঁর বড় মেয়ে শোভা কাঁদছিল আমার সাম্‌নে। তিনি স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন—কাকে না বাসতেন ? কিন্তু স্ত্রী মারা যাবার দিনও একটা গানের আসরে গান করেছিলেন—কাউকে জান্তে দেন নি। কিন্তু শোভা বেচারি ছেলেমানুষ তো, পারে নি টাল সামলাতে এত শীগ্‌গির। তাই আমাকে দেখেই কেঁদে ফেলল। তিনি তখন তাকে যে কথাটি বলেছিলেন অমু, আজও আমার কানে বাজে। যোগ যোগ করি আমরা কত বড় গলা ক'রে অথচ এতটুকু দুঃখেই গাই কী যে কাঁদুনি !

অমিতা : কী বলেছিলেন তিনি ?

অসিত ( চিন্তাবিষ্ট সুরে ) : মনে আছে আমাকে রমেনমামা ডেকেছিলেন সেদিন তাঁর গান শেখানোর দিন ব'লে : আমাকে তিনি শেখাচ্ছিলেন একটি জয়জয়ন্তী। এম্‌নি সময়ে শোভা এল ভিতর বাড়ি থেকে। আমাকে দেখেই কেঁদে ফেলল—আরো এই জন্যে যে মামীমা আমাকে বড় ভালবাসেন। কিন্তু রমেন মামা শান্ত কণ্ঠে বললেন : "শোভা—মানুষকে মানুষ বলি তখনই যখন সে অপরকে শুধু তার আনন্দেরই সরিক করতে চায়। বিশেষ অতিথিকে।"

অমিতা ( একটু চুপ ক'রে থেকে ) : তাহ'লে দুঃখের সরিক করবে মানুষ কাকে অসিদা ?

অসিত : ভগবানকে। দুঃখ কি আর কেউ সত্যি বোঝে ভাই ?

দ্রৌপদের প্রবেশ

দ্রৌপদ : এই যে সাধুদাদা ! ইশে—এধারে আমি খুঁজে খুঁজে খুঁজে—

অসিত : কেন ?

দ্রৌপদ : কেন কি ? দাদাবাবু যে কাল ভোরেই—ইশে—লম্বা হ'তে চান ?

অসিত : সে কি ? কোথায় ?

দ্রৌপদ : আর কোথায় !—যেদিকে দুচক্ষু যায়। এখন তো—ইশে—বলছেন পেশোয়ার।

অমিতা : পেশোয়ার ?

দ্রৌপদ : এখানে তো কিছু বসবাস করতে আসেন নি উনি। কোনো যায়গায় কি ইশে তিষ্ঠুতে পারেন না কি ? আমি তো বরং অবাকই হয়ে যাচ্ছিলাম ইশে এতদিন উনি এখানে টিঁকে আছেন দেখে।

অসিত : এতে অবাকের কী আছে ?

দ্রৌপদ ( অর্থপূর্ণ হাসি হেসে ) : সে ওঁকে একটু না চিনলে ইশে বুঝতে পারবেন না। ওঁর ভয় তো শুধু চোরকে নয় গো। আরো ভয় যাকে সে তো—ইশে—জানেন না।

অমিতা। ( লজ্জায় লাল ) : কী যে সব কথার ছিরি! আমি চললাম অসিদা।

আরতির প্রবেশ

অসিত : এই যে আরতি। শুনেছ ?

আরতি : বাঃ—আমিই যে এলাম খবর দিতে ( দ্রৌপদকে ) : ও আপনি বুঝি বলেছেন ?

দ্রৌপদ : দাদাবাবু বললেন—ইশে—

আরতি : জানি। আপনি এগোন, আমরা যাচ্ছি।

দ্রৌপদ একটু কিন্তু কিন্তু ক'রে প্রস্থান

আরতি : কেন যে ও-লোকটার সঙ্গে তুমি কথা কও অসিত !

অসিত : আহা, যাদুকে ও ভালো বাসে যে আরতি !

অমিতা : ছাই বাসে।

দ্রৌপদের পুনঃ প্রবেশ

আরতি ( ধমকে ) : ফের এসেছেন আপনি ?

দ্রৌপদ ( সন্ত্রস্ত ) : একটি কথা শুধু বলতে এলাম ( অসিতকে ) আপনাকে সাধুদাদা। না বললেই নয় ব'লে।

অসিত : যথা ?

দ্রৌপদ : কিছু মনে করবেন না সাধুদাদা—কিন্তু—ইশে—দাদা-বাবুকে দেবেন না যেতে।

অসিত : কেন ?

দ্রৌপদ : উনি কোথাও যদি একটু শান্তি পান। সর্বদাই ছটফটে। কেবল এখানে সব প্রথম দেখলাম ইশে একটু থিতু হ'য়ে বসতে। আমার পাহাড় ভালো লাগে না সাধুদাদা। তার উপরে আশ্রমের নিরামিষ—জানেনই তো আমার জিভের ইশে লোভ। দাদাবাবুকে আশ্রমের খাবার খেতে দেখে চোখে আমার জল আসে। কিন্তু তবু—মানে, উপুষি হ'য়েও এখানে উনি ইশে সুখে আছেন—তাই আমিও যাবার নাম করি নে। বলি—আহা মানুষটা কোথাও জুড়োয় নি দুটো মাসও—এখানে তবু একটু ইশে জিরুচ্ছে, জিরুক। কিন্তু সইল না সাধক সাধিকাদের সাধুদাদা—তাড়ালেন ওঁকে তাঁরা সবাই মিলে। কালও বলছিলেন ( চোখ মুছে ) বেশিদিন উনি—ইশে—বাঁচবেন না।

আরতি : ননসেন্স।

দ্রৌপদ : এ ওঁর আজকের ননসেন্স নয় দিদিমণি। অনেকদিন থেকেই উনি ডেকে আসছেন এই কুডাক। ( অসিতের কাছে গিয়ে সুর নামিয়ে ) হয়েছে কি—ইশে সারাটা জীবন মানুষটো অশান্তিতে কাটিয়েছে কি না দিদি! তাই আমি ইশে বলতে এলাম—দাদাবাবুকে আপনারা যেতে দেবেন না কিছুতেই। দাদাবাবু আমার একটু—ইশে—ননীর পুতুল—বটে—কিন্তু অমন মানুষ আর দুটি দেখলাম না।

চোখ মুছতে মুছতে প্রস্থান

অমিতা : আমাকে ক্ষমা কোরো অসিদা !

অসিত : ও কীরে ? ( ওর কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে ) কী হ'ল ফের ?

অমিতা ( নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে—ব্লাউসের হাতায় অশ্রু গোপন ক'রে ) : আসছি অসিদা !

দ্রুত প্রস্থান

অসিত : কিন্তু হঠাৎ পেশোয়ার ?

আরতি : সেটা হয়ত আমার জন্যে। আমি একদিন কথায় কথায় দেখতে চেয়েছিলাম খাইবার পাস্।

অসিত : ও।

আরতি : কী বলো অসিত ? যাব ?

অসিত : আমি কী বলব বলো তো ? গুরুদেব আছেন—

আরতি : গুরুদেব তো আর কাউকে বাধা দেন না—

অসিত : মানে ? আমি দিই ?

আরতি : কেন অমন করছ অসিত ? বোঝো না কেন ? ( পায়ের আঙুল দিয়ে ঘাস খুঁটতে খুঁটতে ) যাই কি আমি সাধ ক'রে— থেকে থেকে ?

অসিত : মনে নেই সেই গানটা :

পালাবি কোন্‌খানে তুই
বাঁধনের জাল যে পাতা ?

আরতি : আছে। তবু—

অসিত : তবু ?

অসিত : জানো তো। চেষ্টা কি করি না ?

অসিত : করো। কিন্তু আরো চেষ্টা করতে হবে। ( একটু থেমে ) আরতি, একটা আদর্শের জন্যে প্রাণ দেওয়া তত কঠিন নয়—যত—

আরতি : যত—কী ?

অসিত : যত কঠিন তাকে জীবনে পাওয়ার জন্যে জীবনকে ব্রত মনে ক'রে চলা—দিনের পর দিন।

আরতি ( একটু ভেবে ) : আচ্ছা—যাব না তাহ'লে—ব'লে দিই ওকে।

প্রস্থানোদ্যত

অসিত : দাঁড়াও।

আরতি : কী ?

অসিত : কী বলবে ওকে ?

আরতি : বাঃ কী বলব আবার কী ? বললাম না ?

অসিত : না। যা-ই করো—আমার কথায় কোরো না আরতি। লক্ষ্মীটি।

আরতি : কেন ?

অসিত : ফের 'কেন' ? তুমি জানো না পুরুষের কাছে সব চেয়ে কঠিন কোন্ স্বত্ব ছাড়া ?

আরতি : কোন্ ?

অসিত : যাকে সে ভালোবাসে তার উপর প্রভাবের স্বত্ব।—বিশেষ মেয়েদের 'পরে।

আরতি ( মুখ নিচু ক'রে ) : কেন আমাকে দুর্বল করছ অসিত ! ( অসিতের হাত ধ'রে ওর কাঁধে মাথা রাখে )

অসিত : না আরতি। লক্ষ্মীটি। তুমি এমন কোরো না—তাহ'লে পারব না আমি।

আরতি ( স'রে দাঁড়িয়ে ) : একবার ঘুরেই আসি অসিত। কে জানে হয়ত ভালোই হবে।

অসিত ( ম্লান হেসে ) : কী ভাবে ভালো হবে ?

আরতি ( ম্লান হেসে ) : তোমার সাধনার।

অসিত : তুমি কি পাগল হ'লে ? ছুঁৎমার্গপন্থী হ'য়ে চললে যদি সাধনা ভালো হ'ত তবে কি গুরুদেব এ-ধরণের আশ্রম গ'ড়ে তুলতেন ?

আরতি ( বিষণ্ণ ) : তবু—

অসিত : যোগের কারবার 'তবু যদি হয়ত'-দের নিয়ে নয় আরতি, যোগের কারবার শক্তি, ঐকান্তিকতা ও আধার নিয়ে : যে যে-রকম আধার তার সেই রকম ব্যবস্থা।

আরতি : তার মানে—?

অসিত : হ্যাঁ তাই-ই ওর মানে : গুরুদেব তোমাকে আমাকে অবাধে মিশতে দিয়েছেন শুধু জানেন ব'লে যে তাঁর শক্তি যদি সত্যি চাই

তবে টলমল ক'রেও টাল সামলাতে পারব। তাছাড়া তাঁর মন্ত্র তো নয়—Lead us not into temptations.

অসিত : তবে ? To do and dare and let the world sink.

অসিত : না—ও তো হ'ল নীতিবাদ। গুরুদেবের বাণী—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' এ হেন গুরু যাদের তাদের ভয় কী আরতি ?—কে ?

যাদুর প্রবেশ

যাদু : আমি দাদা !

অসিত : এসো ভাই।

যাদু ( কুণ্ঠিত ) : দিদি বলেছে ?

অসিত : হ্যাঁ। কিন্তু—

যাদু : কী দাদা ?

অসিত : তোমার এখনি না গেলেই কি নয় ?

যাদু ( একটু চুপ ক'রে থেকে ) : না দাদা।

অসিত : কেন ?

যাদু ( কুণ্ঠিত ) : আভার মা চিঠি লিখেছেন।

অসিত : আভা ?—কিন্তু সে না এখন তোমায় বিয়ে করতে চায় না ?—মানে, বিলেত যাবার আগে ?

যাদু : তাই তো আমি জানতাম। তবে আমি আশ্রমে আসার দরুণ তিনি না কি ভয় পেয়েছেন।

অসিত ( আরতিকে ) : দেখলে ?

আরতি : কী ?

অসিত : The old old story !

আরতি : And the worldly wisdom's glory ?

# দ্বিতীয় অঙ্ক

১

যাদুর প্রকাণ্ড মোটরে চলেছে ওরা পাঁচজন। সামনের সীটে শিখ সারথি, দ্রৌপদ ও সোহনলাল। পিছনের সীটে আরতি ও যাদু। দুধারে পাহাড়ের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে অতি সুন্দর—মুরেল থেকে আবটাবাদের পথে। সকাল সাতটা।

দ্রৌপদ ( সোহনলালকে ) : আপনি এলেন—ইশে—তোফা হ'ল। পথঘাট সব জানেন।

যাদু ( সোহনলালকে ) : কিন্তু দৌলত বেগমের ওখানেই ওঠাবেন আমাদের ? আমি বলি কি, কোনো বাঙালি বাসিন্দার ওখানে উঠলে হয় না ? আমি হিন্দি ভালো জানি না কি না।

সোহনলাল : কিন্তু দৌলত বেগম যে বাঙালি। পেশোয়ারে এসে বিয়ে করেন তো এই সেদিন—পাঁচ সাত বছর হ'তে চলল।

আরতি : ওঁর স্বামী কী করেন ?

সোহনলাল : ওঃ—তিনি ছিলেন এক মস্ত তালুকদার—অসম্ভব ধনী। তাঁকে সবাই নবাব সাহেব ব'লেই ডাকত এ-ধারে।

যাদু : বেগম সাহেবা পর্দানশীন নন ?

সোহনলাল ( হেসে ) : না। তিনি একেবারে নব্যা—আলোকপ্রাপ্তা। পার্টি তাঁর বাড়িতে লেগেই আছে—কার্ড পার্টি, ডান্স পার্টি, শিকার, সাঁতার, পিকনিক—কী নয় ?

যাদু : শিকারও! মেয়ে হ'য়ে ?

সোহনলাল : আগে উনি খুবই শিকার করতেন—বাঘ ভালুক বাইসন পর্যন্ত bag করেছেন। তবে বছর দুই আগে স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে নিজে আর বন্দুক ধরেন না।

আরতি : বয়েস কত—এখন ?

সোহন : পঁয়ত্রিশের বেশি নয়।

যাদুর ( পায়ে একটা কী ঠেকল ) : ওটা কী দিদি ? আপনার ?

আরতি : না তো।

সোহনলাল : ওটা আমার—বন্দুক।

যাদু ( তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে ) : বন্দুক ?

সোহনলাল ( হেসে ) : ভয় নেই—ফাঁকা।

দ্রৌপদ : কিন্তু বন্দুক আবার কেন এ ঘরোয়া পার্টিতে ?

সোহনলাল : পেশোয়ারের জঙ্গলে যে বাঘ মেলে ?

যাদু ( সভয়ে ) : বা—ঘ ? ছাড়া ?

সোহনলাল : তার ওপর আস্ত—যাদুবাবু !

২

দৌলত বেগমের প্রাসাদ। গেটের মধ্যে দিয়ে মোটর ঢুকল—হি—স্—স্—থামল গাড়ীবারান্দার নিচে। বেগম সাহেবা হাসিমুখে বেরিয়ে এসে নিজে হাতে দরজা খুলে আরতিকে কুর্নিশ ক'রে নামিয়ে নিলেন। অন্যরাও নামল—যথাবিধি কুর্নিশাদি সকাল দশটা।

সোহনলাল ( আরতির সম্বন্ধে ) : এঁর নাম আরতি।

দৌলত : জানি। আগে নাম ছিল মিস্ সিল্‌ভিয়া ম্যাকফার্সন না ?

আরতি : কী ক'রে জানলেন ?

দৌলত (হেসে) : বাঃ—পাঞ্জাবে আর্য সমাজে হোম ক'রে হিন্দু হলেন আপনি। খবরের কাগজে হেড্‌লাইনের কম্‌তি প'ড়ে যায় নি ?—WHC SAYS HINDUISM DECAYING—THE IRISH POETESS SAID—"NONSENSE !" SWEETLY.

আরতি ( হেসে ) : বোঝ যাদু—আমি কে ?

সবাইয়ের হাসি

দৌলত : চলুন সবাই—না না এই দিকে।

৩

দৌলত বেগমের সুন্দর ভোজনাগার। ঘরে বহু ফুলদানিতে বেগম সাহেবার বাগান থেকে তোলা বিখ্যাত পেশোয়ারি গোলাপ। কার্পেটের উপরে ছোট ছোট টুলে রূপোর থালায় পোলাও চাপাটি মাংস কাবাব ইত্যাদি। দৌলতের এক পাশে আরতি অন্য পাশে সোহনলাল। সামনে দ্রৌপদ, যাদু ও ললিত। ওদের পেশোয়ারে পৌঁছনর ঘণ্টা দুই পরেই। বেলা বারটা। খাওয়া চলছে—কথাবার্তা চলছে খাওয়ার সঙ্গেতে।

দৌলত ( মুসলমানি মার্জিত কায়দায় ): আমাদের কী-ই বা আছে যাদুগোপাল বাবু যাতে আপনার মতন মেহমানের খাতির করতে পারি ? গোস্তাগি নেবেন না। ( দ্রৌপদকে ) আপনি ? আর একটু নিলেন না ?

দ্রৌপদ : আর বলবেন না মালক্ষ্মী—( জিভ কেটে )—ইশে বেগম সাহেবা। ঝাঁকুনিতে ফের আমার শূল বেদনা দেখা দিয়েছে। Gastric ulcer না কী বলে।

সোহনলাল : তা বললে হয় ? অত বড় রাঁধিয়ে আপনি!

দৌলত : মশহুর ?

সোহনলাল : একেবারে মহশাল্লা যাকে বলে বেগম সাহেবা।

দৌলত : অয়সা ?

আরতি : তাই তো ওঁর নামকরা হ'ল দ্রৌপদ।

দৌলত : বাংলাদেশে দ্রৌপদী জেনানা নামটা শুনেছি—কিন্তু—

সোহনলাল : দ্রৌপদ হচ্ছে তারই মর্দানা এডিশন। অর্থাৎ কিনা রান্নায় একেবারে—ঐ যে বললাম—কামাল কিয়া।

দৌলত : অয়সা ?

সোহনলাল : তব্ কেয়া ? আর শুধু কি রাঁধিয়ে উনি ? উনি গাইয়ে বাজিয়ে মোটর-হাঁকিয়ে ?

দৌলত : অয়সা ? কী বাজান ?

দ্রৌপদ : আজ্ঞে ডুগডুগি। এক সময়ে ইশে ভালুক নাচাতাম কি না মালক্ষ্মী—থুড়ি বেগম সাহেবা।

দৌলত : অয়সা ? আর গান ?

সোহনলাল : সেইটেই হ'ল ওঁর সেরা তীরন্দাজি। কমিক গানে ওঁর জুড়ি নেই বাংলাদেশে। ডি এল রায়ের mantle :ওঁরই কাঁধে লটপট করছে।

ললিত : বটে বটে। তবে তো একটা শুনতেই হচ্ছে।

দৌলত : না না। আগে খানা খাওয়া খতমই হোক।

দ্রৌপদ ( দীর্ঘশ্বাসে ) : আর আমার খাওয়া ম্যাডাম। ঐ ব্যথাটা উঠলে ইশে খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ। তখন কেবল গাই—কাঁদুনি।

দৌলত : অয়সা ? ও কি ! ( যাদুকে ) দুখানা ( লুচি দেখিয়ে ) কদ্দরদান খাইয়ে হ'য়ে এমন shy হ'লে চলে ?

যাদু : না না ( তবু তুলে নিল )

দৌলত ( দ্রৌপদকে ) : আপনি ? কুছ্ তো নিতেই হবে।

দ্রৌপদ : খতম বেগম সাহেবা। মানে, ইশে আমি না, খাওয়া খতম। শুধু একটা ইশে খড়কে।

দৌলত ( সনির্বন্ধে ) : সে কি হয় ? এত কম্‌তি খাওয়া ?

দ্রৌপদ : আজ্ঞে মাপ করতে ইশে আজ্ঞা হয়—শুধু একটা খড়কে ইশে ফরমাইয়ে। লুচি নয়।

সোহনলাল : ইনস্পিরেশন্ ইনস্পিরেশন। সেই বেলুচির গান—সেইটে।

দৌলত : বেলুচি ? ও হ্‌ ? বেলুচিস্তান ?

দ্রৌপদ : না বেগম সাহেবা। স্থানটা লুচিরই তবে পেটে নয় এই যা—একবার ইশে এই ব্যথা ওঠার সময় লিখেছিলাম—একটা ইশে খড়কে।

ললিত : তাহ'লে শোনান ঐ গানটাই।

দ্রৌপদ ( যাদুকে ) : কী ? গাইব দাদাবাবু ?

যাদু ( খুসি ) : বেশ তো। এখানে গলদা চিংড়ি, রামপাখী দুই-ই আছে সাম্‌নে—জম্‌বে ভালো।

দৌলত : কিন্তু ও দুটোর তো একটাও আপনি ফুরতিসে নিলেন না।

দ্রৌপদ ( দীর্ঘশ্বাস ) : নিই কী ক'রে বলুন বেগম সাহেবা ? Gastric ulcer-এর সেই ফুরতিটাও ফের ইশে উঠল যে। এ সময়ে কী গাইতে হয় শুনুন তবে। এর নাম ইশে বেলুচি রাগিণী, তাল···বেতাল। ( গায় )

খাব না খাব না খাব না লুচি।
লুচি-খাওয়া মোর গিয়েছে ঘুচি' !
কে আছে অভাগা আমার ম'ত ?
পাকস্থলীতে হ'ল যে ক্ষত !
হায়, শুধু খাই তরল দুধে
সিদ্ধ সুজি !
ডিশ দেখিয়ে—ঐ ঐ ) গলদা চিংড়ি ভাজিয়া রাখে !
দেখে চোখে জল কেমনে থাকে ?
নিরুপায় হ'য়ে কোঁচার খুঁটে
নয়ন মুছি।
হায় রে বিধির কী নিঠুরতা !
ডিশ দেখিয়ে—ঐ ঐ ) ভুলি না তো রামপাখির কথা !
হজম শক্তি হরিল হরি
রাখিল রুচি।

ইতিমধ্যে ওদের খাওয়া সারা হ'য়ে গেছে। এক দাসী এসে প্রত্যেক 'মেহমানের' সামনে মুসলমানি কায়দায় রূপোর বদনা থেকে জল ঢেলে দেয় রূপোর গামলায়। আচমন শেষ হয় হাসির রোলের মধ্যে। পানও আসে—জরদা, সুর্তি, ভাজা নারকোল।

দৌলত ( সবাইয়ের করতালিতে যোগ দিয়ে ) : আপনি কদরদান বটে যাদুগোপাল বাবু। এ হেন সাঁচ্চা জহর আপনার তহবিলে আর কয়টি আছে ?

দ্রৌপদ ( সবিনয়ে ) : আমি আর ইশে কীই বা এমন বেগম সাহেবা ? হেঁ হেঁ হেঁ—দাদাবাবুরই হাতে গড়া চীজ।

দৌলত : অয়সা ?

সোহনলাল : তব্ কেয়া। উনি কি কেওকেটা ঠাওরেছেন বেগম সাহেবা ? ( ব'লে চোখ ঠারে )

দৌলত ( ইঙ্গিত বুঝে ) : অয়সা ? তাহ'লে তো এবার জনাবের পালা ? কী পারেন আপনি যাদুগোপাল বাবু ? গাইতে ?

সোহনলাল : কেবল ঐটে ছাড়া আর স—ব।

ললিত : যথা ?

সোহনলাল : এই ধরুন বাজাতে—তব্লা, পাখোয়াজ, হার্মোনিয়ম, কন্সার্টিনা, বাঁশি, কেনেস্তারা—আরো চান ? কুছ পরোয়া নেই। আরো

পারেন উনি—মোটর হাঁকাতে, কুস্তি লড়তে, সাঁতার কাটতে, মাছ ধরতে, হাঁই তুলতে, 'কোই হ্যায়' বলতে—আর কী যেন দিদি ?

আরতির দিকে তাকায়

আরতি : বাঃ আসল পারাটাই ভুলে গেলে ?—বাঘশিকার ?

ললিত ( সোৎসাহে ) : শিকারী আপনি ? ( হাততালি দিয়ে ) মহশাল্লা ! আমরা তো কালই যাচ্ছি বাঘ শিকারে।

দ্রৌপদ ( ব্যস্ত ) : না না—ইশে—দাদাবাবু—উটি না—

যাদু ( ভ্রূভঙ্গ ক'রে ) : শ্—শ্।

দৌলত ( ব্যাপারটা খানিকটা এঁচে নিয়ে—একবার আরতি ও একবার সোহনলালের দিকে তাকিয়ে ) : তাহ'লে কাল মেহেরবানি ক'রে আসছেন তো আমাদের সঙ্গে যাদুগোপালবাবু ?

যাদু ( শুষ্ককণ্ঠে ) : যাব না ? বাঃ। তবে বেশ বড় বাঘ তো ললিতবাবু ?

ললিত : শুধু বাঘ কী বলছেন যাদুগোপাল বাবু ? পেশোয়ারের বন জগদ্বিখ্যাত। বুনো হাতি—ভবভূতি যাকে বর্ণনা করেছেন অমন্দমদ-দুর্দিনদ্বিরদবারিদৈরাবৃতঃ—সেই দারুণ মাতা হাতি পাবেন যত চান। তাছাড়া সাপ, ভালুক—এমন কি গণ্ডারও মেলে কখনো কখনো।

যাদু : বটে ? ( ঢোঁক গিলে ) তাহ'লে তো—ইন্‌টারেস্টিং—

আরতি : অতএব একবার শিকারে না গেলে আর মান থাকে না। কী বলো যাদু ?

যাদু : ইচ্ছে তো করে খুবই দিদি ! কেবল—একটা মুস্কিল—আমার বন্দুকটা তো আনি নি সঙ্গে ক'রে। তাই আমি বলি কি এযাত্রা নাহয়—

দৌলত ( আরতি কটাক্ষ লক্ষ্য ক'রে ) : বন্দুকের জন্যে কুছ্ ভাববেন না। আমার নিজের চারটে বহুৎ আচ্ছা বন্দুক আছে।

যাদু : ও। তা—তা বেশ।

কাষ্ঠহাসি হাসিবার চেষ্টা করিতেই ফের আরতির সঙ্গে চোখোচোখি

## ৪

পরদিন দুপুরবেলা। চলেছে পেশোয়ারের কাছে এক গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে ওরা পাঁচজন বীরপদক্ষেপে—দৌলত, আরতি, ললিত, সোহনলাল আর যাদু। বীটার এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে আগে থেকেই।

জঙ্গলের সে কত যে দৃশ্য—অপরূপ! কত ফুল পাখি লতাপাতা গাছপালা! এখানে ওখানে এক একটা শির্ শির্ শব্দ হয় আর বন্দুকধারী যাদু চম্‌কে চম্‌কে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে দৌলত ও আরতির দৃষ্টিবিনিময় হয় হাসে উভয়েই মুখ টিপে। সোহনলাল ও ললিত সে হাসিতে যোগ দেয় না···চলে খুব সতর্ক হ'য়ে চারদিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয় ওদের।

অবশেষে ওরা এসে পৌঁছয় দুটো মাচার কাছে। মাচা দুটির মাঝে মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধান। দুটিই ঘন লতা-পাতায় ঢাকা। একটিতে চড়ে বন্দুক-হাতে সোহনলাল ও যাদু। অন্যটিতে আরতি, দৌলত ও ললিত। ললিতের হাতে বন্দুক।

ওরা চুপ ক'রে দেখে বনানীর অবর্ণনীয় শোভা। মাঝে মাঝে ও মাচা থেকে সোহনলাল তাকায় আরতির পানে। কিন্তু যাদু কিছুতে তাকায় না। মুখ ওর চাখড়ির মতন শাদা। ওরা দেখতে পায় যাদু বেশ জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে—হাঁপানোর কাছাকাছি। ললিত আরতির বাহুমূলে অন্তর-টিপুনি দেয়। আরতির মুখে ফুটে ওঠে দয়ামিশ্রিত অবজ্ঞা। দৌলত হাসে—ফিশ্‌-ফিশ্‌ ক'রে বলে আরতিকে কত কী। যাদু যেন আরো মিইয়ে যায়—কারণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক একবার দৌলতের সঙ্গে ওর দৃষ্টিবিনিময় হয়—আর তার পরেই দৌলতের ফিশফিশানি বেড়ে ওঠে।

আরতি ( চাপা সুরে ) : দেখুন দেখুন কী সুন্দর! কী পাখি?

দৌলত : ক্যাখুব্! শ্যামা না—ললিতবাবু?

ললিত শুধু ঘাড় নাড়ে

আরতি : কী একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে না?

ললিত : মহুয়ার। ভালুকে বড় ভালোবাসে।

যাদু ( ও মাচা থেকে ) : কী বললেন? ভালুক?

ললিত ( মৃদুস্বরে ) : হ্যাঁ—কিন্তু আস্তে কথা কইবেন—না কইলে আরো ভালো।

যাদুর মুখ আরো খারাপ দেখায়

দৌলত ( দুষ্টুমির সুরে ) : আর ভয় কি যাদু বাবু, নসীব একেই বলে। খুঁজে এসে শায়েদ তার দোস্তের সঙ্গেও মোলাকাৎ হ'য়ে যাবে।

আরতি ( সকৌতূহলে ) : দেখুন দেখুন ললিতবাবু। ওটা কী পাখি ?

ললিত : শ্—শ্—আস্তে—বলছি না ? ও জংলা মোরগ—দেখে চিনতে পারছেন না ? পুত্রকলত্র নিয়ে শোভাযাত্রা সুরু ক'রে দিয়েছে আর কি।

দৌলত : আর ওদিকে—নজর্ লাগান একবারটি।

আরতি ( বাঁদিকে তাকিয়ে ) : ও মা ! ময়ূ—র্!—How lovely ! ( প্রায় আনন্দে হাততালি দিয়ে ফেলে আর কি—ললিতের ভ্রূভঙ্গে নিরস্ত হয় )

যাদু ( এতক্ষণে প্রথম খুসি ) : আবার তিন তিনটে। বা বা বা !

সোহনলাল : বা বা বা নয় বড়। সময় বুঝি এল ঘনিয়ে।

যাদু ( ত্রস্ত ) : কেন ?

ললিত : কেন কি ? জানেন না ?—ওহো বটে বটে বাঘ শিকার এই আপনার প্রথম—I forgot, beg your pardon.

আরতি : তার মানে ?

ললিত : এবার খু—ব আস্তে। ময়ূর—বুঝলেন না—শুধু যে অতি লাজুক পাখি তাই নয়—অতি সজাগ চৌকিদার। আমার মনে হচ্ছে ও কিছু একটা দেখেছে।

আরতি ( ফিশ্ ফিশ্ ক'রে ) : দেখেছে ? মানে—?

ললিত ( আরো চাপা সুরে ) : তাছাড়া আর কি ? শিকারিদের একটি best guide হলেন ঐ পাখিটি।

আরতি : কি রকম ?

ললিত : আরো আস্তে কথা ( সুর আরো নামিয়ে ) বাঘ দেখলে জানবেন আর সব পাখিই পালাবে শুধু উনি বাদ। ওঁর ডিউটি হ'ল যত বনচারীদের ক্রমাগত সতর্ক ক'রে দেওয়া—যে শিরে সংক্রান্তি। ঐ—ঐ যে সাম্নে শুক্নো নালাটা এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে না ? ওদিকে চুপ—একেবারে চুপ্ এবার—না আর প্রশ্ন না। দেখুন তাকিয়ে। শ্—শ্—নিশ্বাস পর্যন্ত সন্তর্পণে। বাঘের কান বড় সজাগ—মনে হয় কাছাকাছিই কোথাও মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছে। শ্—শ্।

ওদিকে সোহনলালও ঠোঁটে আঙুল রেখে ইঙ্গিত করল—চুপ্। যাদু ওকে কি বলতে যেতেই ধমক খেল। সামনে একটা চমৎকার হরিণ ছুটে গেল হন্তদন্ত হ'য়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেই ময়ূর তিনটি গজ পঞ্চাশেক দূরে সেগুনগাছের আবডালে ব'সে যা ডেকে উঠল—রক্ত-হিম-করা সে-ডাক! এমন কি আরতিরও মুখ একটু যেন কেমন কেমন দেখাল—ও নিজের বক্ষস্পন্দন অনুভব করতেই যেন বুকে হাত রাখল একটা। তারপর তাকাল যাদুর পানে। যাদুর মুখে রক্তের লেশও নেই আর। দৌলত আরতির ব্লাউসের হাতায় টান দিতেই ললিত বন্দুক উঁচিয়ে 'শ্-শ্' ক'রে উঠল। ও মাচায় সোহনলালও উঁচিয়ে ধরেছে বন্দুক।—এমন সময়ে বাঘটি দেখা গেল—ঘাড় সোজা ক'রে দাঁড়িয়ে—চোখ দুটি জ্বলছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রৌদ্রকিরণ পড়েছে উজ্জ্বল হ'য়ে এখানে ওখানে ওর ডোরাকাটা গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে যাদুর হাতের বন্দুকটা প'ড়ে গেল মাচা থেকে সশব্দে মাটিতে আর ও ধরল সোহনলালের গলা জড়িয়ে।

যাদু ( চিৎকার ) : কাজ নেই সোহনলাল—কাজ নেই—যদি গুলি না লাগে—কে বলতে পারে—

সোহনলাল ( নিজেকে প্রাণপণে যাদুর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করতে করতে ) : আরে বেওকুফ্! ছোড়ো—ছোড়ো জল্‌দি!

ঠিক এই মুহূর্তেই ললিত 'ক্রম্' করে বন্দুক ছুড়ল। বাঘটা চম্‌কে এদিকে তাকাতে না তাকাতে সোহনলাল করল 'ক্রম্ ক্রম্'—দুবার। ললিতও ফের একটা ক্রম্। বাঘটা নিল ভূমিশয্যা।

দৌলত ( চিৎকার ক'রে ) : অয়্ খোদা!

আরতি ( চেষ্টা ক'রে সংযত কণ্ঠে ) : My God!

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ

আরতি : কী ললিত? নামব এবার?

ললিত ( ব্যস্ত ) : না না করেন কি? বাঘটা মরেছে কি না আগে জানি ঠিক্ ক'রে। অনেক সময় ওরা ঘুপটি মেরে প'ড়ে থাকে মরণ-কামড় দিতে ( ফের ক্রম্ )

যাদু ( চম্‌কে ) : কী করেন ললিত বাবু?

সোহনলাল ( একটু পরে ) : হ্যাঁ এতক্ষণে মরেছে মনে হচ্ছে। আইয়ে ললিত বাবু। ( মাচা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে )

ললিত : দাঁড়ান। একলা যাবেন না। ( নামল )

সোহনলাল ( যাদুকে ) : আরে, নহি আওগে ক্যা?

যাদু: যাচ্ছি। তোমরা এগোও।

ললিত ( ঠাট্টার সুরে ): বাঃ—কেমন বাঘটা bag করলেন—আপনারই তো আগে দেখার কথা যাদুগোপাল বাবু!

আরতি ও যাদুর চোখোচোখি। যাদু নামে অগত্যা—ওদের নামতে দেখে। ললিত ও সোহনলাল পা টিপে টিপে গেল বাঘটার কাছে।

ললিত ( সঙিন দিয়ে খুঁচিয়ে ): নাঃ। একেবারে সাবাড়ই বটে। যাদুবাবু! চ'লে আসুন অকুতোভয়ে। Have a look at your bag.

সবাই মিলে বাঘটাকে ঘিরে দাঁড়াল

ললিত ( বাঘের মাথায় একটা পা রেখে—বন্দুক ঘুরিয়ে ): Three cheers for our unique Zemindar friend for his great big bag—hip hip—

সবাই ( যাদু ছাড়া ): Hurrah

যাদু মুখ হেঁট ক'রে থাকে

৫

দিন পনের পরে। কলকাতায় একটি হোটেলে আরতির শয়নকক্ষের সংলগ্ন বসবার ঘরে আরতি খবরের কাগজের পাতা উল্টোচ্ছে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা।

আরতি: এ কী? এ-ই আভা! বেশ দেখতে কিন্তু। ( মৃদুস্বরে পড়ে ) উড্‌বার্ন পার্কে মিস্ আভা চাটার্জি—টেনিস—

দোরে টোকা

আরতি: Come in!

আভা ও নিভাননীর প্রবেশ। আভার হাতে টেনিস র‍্যাকেট, কব্জিতে সোণার ঘড়ি।

আরতি: আসুন ( ওদের বসায় একটি কাউচে—নিজে বসে সামনের একটি চেয়ারে )

নিভাননী ( নমস্কার ): আপনার নামই—

আরতি: হ্যাঁ আরতি। ( আভাকে ) আপনিই তো—

আভা: হ্যাঁ—আমিই আভা। এই যে—ও মা! ( খুসি ) আমার ছবি বাংলা কাগজে পর্যন্ত ছাপিয়ে দিয়েছে!

নিভাননী : তা বাছা, এ যুগে যারাই ছুটোপাটি করে বেশি তাদেরই তো জয়জয়কার।

আরতি : তার ওপর যিনি টেনিসে ফাইন্যালে পৌঁছে গেছেন! আজ কি ফাইন্যাল খেলে আসছেন না কি ?

আভা : না—সে সামনের শনিবারে। আজ এমনি প্র্যাকটিস।—যাক গে। জে আপনার কথা লিখেছে ঘটা ক'রেই। হ্যাঁ ইনিই আমার মা।

আরতি ( নমস্কার ক'রে ) : চেয়ারে বসতে যদি অসুবিধে হয় তবে মাটিতেই বসি ?

নিভাননী : না না। একটু উশ্‌খুশ্‌ করি বটে—তবে বসতে তো হয়ই চেয়ারে। ( একটু চুপ ক'রে থেকে ) তা আপনি তো খাসা বাংলা বলেন।

আরতি : দশ দশটি বচ্ছর আছি আপনাদের দেশে—একটুও শিখব না আপনাদের ভাষা ?

নিভাননী : তা বেশ বেশ। এই-ই তো চাই। বাঁচালেন আপনি। আমি আবার মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ—আপনাদের হুট্‌মুটে ভাষা কিছুতেই আসে না।

আভা : ও ভাষাটা ওঁদের দেশের—মনে রেখো মা।

আরতি : না না ভারতবর্ষই আমার দেশ জানবেন। বিলেতেই আমি ছিলাম পরদেশী।

নিভাননী ( প্রসন্ন ) : আহা কী মিষ্টি কথা গা! ( আভাকে ) দেখলি মেয়ে! দেখে শেখ্‌।

আভা ( সেই অনুপাতে অপ্রসন্ন ) : কী যে বলো মা!—(আরতিকে) হ্যাঁ। এদেশ তাহ'লে আপনার suit করে দেখছি।

আরতি : আপনার ?

আভা : Not bad—তবে—

নিভাননী : তা যাদুগোপাল আছেন কেমন ?

আরতি : ভালোই ( হঠাৎ হাসি আসে ) যদিও পুরো সাম্‌লাতে হয়ত একটু সময় নেবে এবার।

নিভাননী ( শঙ্কিত ) : সামলাতে ? বাছার কি তাহ'লে কিছু—

আরতি : না না। এম্‌নিই একটু বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলেন কি না—

নিভাননী : বাঘ-শিকার ! সে কি ? (আভাকে) তোকে কিছু লিখেছিল ?

আভা : কই না তো। He's so remiss in—

বয়ের প্রবেশ

বয় : ফর্মাইয়ে মেমসা—ব্।

আরতি (ধম্‌কে) : ফে—র মেমসাব্ ? আর ও কী ভাষা ? বাঙালির ছেলে নোস তুই ? না—বাংলায় জবাব দে।

বয় : এজ্ঞে।

আরতি : কী জাত তুই ?

বয় : এজ্ঞে গয়লা। কার্ত্তিক ঘোষ। ঠাকুরির নাম—

আরতি (হেসে) : আচ্ছা কুলজির কথা পরে হবে। শোন গরম গরম কচুরি আর টাটকা সন্দেশ আনিয়ে রাখতে বলেছিলাম মনে আছে ?

বয় : কুব বালো কচুরি মুই-ই পাকিয়েছি মা ঠাকুরুণ !

আরতি : মা ঠাকরুণ না তাই ব'লে। দিদিমণি। মনে থাকবে ?

বয় : থাকবে দিদিমণি। কশুর মাফ করতি আজ্ঞে হয়। ছাপোষা মানুষের বেভ্যুল হয়ে Z-ায় না।

আভা (ধৈর্য হারিয়ে) : O my !—I am so thirsty—এই—আইসক্রীম হ্যায় ?

বয় : এজ্ঞে—(প্রস্থানোদ্যত)

আরতি : দাঁড়া। (নিভাননীকে) আপনার জন্যে ?

নিভাননী : চা মা—খালি চা।

আরতি : চা। আর—

আভা : some cakes—হ্যায় ? and buns—হ্যায় ?

বয় : এজ্ঞে দিদিমণি ?

আভা (বিরক্ত) : দিদ্দিমণি ! Idiot !

বয় (হাল-ছেড়ে-দেওয়া-স্বরে) : কী করুম দিদি ? খাঁটি ম্যাম-শায়েবেরে ম্যাম্ বললি তিনি ওঠ্যান ফোঁশ কইর‍্যা—আর Z.নি সত্যি দিদিমণি তাঁকে মেমশায়েব না বললি z-ান z-ায় রে বাবা !

নিভাননী : আচ্ছা যা এখন। চা আর লেমনেড নিয়ে আয়।

আভা : না না। No lemonade, please,—an ice-cream for me—সম্ঝ্যা—A peach melba—হ্যায় ?

বয় : হ্যায় হ্যায় দিদি—( জিভ কেটে ) মেমসাব। ( আরতিকে ) আপকা ওয়াস্তে ( জিভ কেটে ) আপনার z-ন্থিও কি একটা আইস-ক্রীম আনুম দিদিমণি ?

আরতি : না বেলের সর্বৎ।

আভা বিরক্তি গোপন ক'রে উঠে দাঁড়ায়—ঘরের দেয়ালে দুএকটা ছবি দেখা সুরু করে। মুখভঙ্গি ক'রে বয়ের প্রস্থান

নিভাননী : পেশোয়ারে বুঝি এখন ঠাণ্ডা ?

আভা ( ফিরে ) : ওসব small talk এখন থাক্ মা। ( কাছে এসে একটা সাধারণ চেয়ারে পা রেখে ) আমার সময় নেই আজ একেবারেই।

নিভাননী : কেন ? আজ আবার কী ?

আভা। আজ আবার কী মানে ? What do you mean ? আজ যে মিসেস মালথানির ওখানে swell party—moonlight supper—পরে লেক-এ boating, মনে নেই ? ( অর্থাৎ ) তাই—if yon don't mind, let's heur about the shikar you spoke of just now. সাম্লাবার কথা কী যেন বলছিলেন ? I never knewj could go for a tiger !

আরতি ( হেসে ) : আপনাদেরই একটা ঘরোয়া ছড়া আছে না— কালে কালে কতই হ'ল ? তার পরেরটা যদিও ভুলে গেছি।

নিভাননী : আপনি যে অবাক্ করলেন মিস্—

আরতি : দয়া ক'রে আমাকে আরতি ব'লেই ডাকবেন। আমি হিন্দু যাদু লেখে নি কি ?

নিভাননী : লিখেছে মা লিখেছে। ( আভাকে ) ওরে মেয়ে, শুধু দেখ্ একবার চেয়ে দেখ্। শাড়ি প'রে হিঁদুর মেয়ে হ'য়ে কী রূপ খুলেছে। আর কী মিষ্টি কথা গা। অথচ তোরা ধরলি কী যে ক্যাঁটকেঁটে ভাষা !

আভা ( বিরক্ত ) : কী যে মাথা নেই মুণ্ডু নেই ব'কে চলেছ মা—আমি চললাম।

নিভাননী : ও মা! সে কী? আমি যাব না?

আভা : তুমি ট্যাক্সি ক'রে যেও। তোমার হিঁদুর মেয়ে পৌছে দেবেন নিশ্চয় তোমাকে oblige করতে! আমার দেরি হ'য়ে গেছে। ( কব্জি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ) O my! সত্যিই—আর দেরি করা চলে না তো। ( উঠে দাঁড়ায় ) can't possibly—

আরতি : বাঃ! দাঁড়ান চা-টা অন্তত আনুক—না, আপনার বুঝি আইসক্রীম? ব—য়!

বয় ( পাশের ঘর থেকে ) : আলাম দিদিমণি—দুট্যা মিনুট। আপনার ব্যালের সরবৎটুক হল্যাই হাজির—

আভা ( ফের ব'সে ) : উঃ কী গরম! Beastly—এ-দেশ আপনার সত্যি ভালো লাগে বলতে চান?

আরতি : বললে বুঝি আপনি একটু emparrassed বোধ করেন?

আভা ( রাগ চেপে ) : ঠিক তা নয়—to each has Eden : তবে আমার কি জানেন? কোনোরকম artificialityই সয় না।

নিভাননী : তা এর সঙ্গে আবার না-সওয়ার কী আছে বল্ দেখি? দিনরাত হুটোপাটি ক'রে শান্ত মূর্তি কাউকে দেখলেই তোদের মনে হয় আধিখ্যেতা।

আভা ( সব্যঙ্গে ) : ডি এল রায়ের ভাষায় 'ভবনদীর পারে গিয়ে বেড়াল বসলেন আহ্নিকে'-র যে-শান্তমূর্তি তার চেয়ে হুটোপাটি করার মূর্তি হয়ত কারুর কারুর কাছে বেশি natural হ'তে পারে মা।

নিভাননী : কী যে বলিস তোরা সব আজকালকার উড়নচণ্ডীকে। কাকে কী বলতে হয় জানিস না—শুধু টেনিস খেলে আর নেচেকুঁদে বেড়ালেই ভাবিস—যাক্ গে ( আরতিকে ) বলো যাদুগোপালের কথা মা—ঐ দেখ, তোমাকে ভুলে তুমি ব'লে ফেললাম।

আরতি ( প্রণাম ক'রে ) : বলবেন বৈ কি মাসিমা! আর এই দেখুন আমার ভুল আরো কত সাংঘাতিক—আপনাকে মাসিমা ব'লে ফেললাম।

নিভাননী ( ওর চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে ) : আহা—বেঁচে থাকো

মা বেঁচে থাকো। এর মধ্যে একদিন আসবে তো আমার বাড়ি? দুটো রেঁধে খাওয়াতে বড় ইচ্ছে করে।

আরতি: যাব বৈ কি মাসিমা। সম্বন্ধ পাতালে কি না খেলে চলে?

আভা (সব্যঙ্গে): বটেই তো! নতুন বন্ধু লাভ হ'ল হাঁকডাক ক'রে celebrate না করলে কি শান্তমূর্তি হওয়া যায় কখনো?

আরতি (তৎক্ষণাৎ): আমাদের দেশে একটা চতুষ্পদীর চল আছে জানেন?—

A new friend won is a victory
Which all who love must celebrate
With banquets' regal revelry
For only fools are temperate.

আভা (কষ্টে রাগ চেপে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে): এমন সব জ্ঞানীদের দেশ থেকে এসেছেন আপনি—no wonder J is so anxious to advertise that he has become a fan of yours. Him at least you can't blame as a temperate fool.

নিভাননী (শঙ্কিত): ওসব কথা কাটাকাটি এখন থাক মা। বলো তুমি যাদুগোপালের কথা বরং। আশ্রমে তাঁর কেমন লাগছে?

বয়ের প্রবেশ—হাতে ট্রে

আরতি (আভাকে আইসক্রীম ও নিভাননীকে চা ফলটল পরিবেশণ ক'রে): কী বলছিলেন মাসিমা?

আভা: আশ্রমের ধর্মকথা সুরু করতে চাইছিলেন আর কি।

নিভাননী: তোর হ'ল কী বল্ তো? (আরতিকে): ওর কথা ধোরো না মা। এই রোদ্দুরে কি ঐ পোড়ার বল খেলে এসেছে তো ধিঙ্গিদের সঙ্গে—তাই মাথা গরম হ'য়ে আরো ধিঙ্গিপনা চেপেছে।

আভা: মা!

নিভাননী: বলো মা বলো যাদুগোপালের কথা। কী বাঘশিকারের কথা বললে না খানিক আগে?

আরতি: ও। সে ভারি মজা। ওকে নিয়ে আমরা এই সেদিন গিয়েছিলাম পেশোয়ারের এক জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে। বাঘ দেখে

( হেসে ফেলে ) যাত্নর সে যা কাণ্ড ! ওর মাচায় ছিল আমাদের আশ্রমের এক বিহারী বন্ধু। তাকে কিছুতেই দেবে না বন্দুক ছুড়তে। গলা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদেই সারা—'মেরো না মেরো না সোহনলাল—যদি গুলি না লাগে বাঘে আমাদের আর আস্ত রাখবে না।

নিভাননী ( শিউরে উঠে ) : আহা, বাছা রে! কোন্ মুখপোড়া নিয়ে গেল ওঁকে শুনি ? পারেন কখনো দুধের ছেলে ?

আভা ( বিদ্রূপের সুরে ) : রবিঠাকুর কি সাধে deplore করেছেন মা—

বিশ কোটি বাঙালিরে হে বঙ্গ জননী
রেখেছ বাঙালি ক'রে মানুষ করো নি ?

নিভাননী : তুই থাম্ মেয়ে! রবিঠাকুরের আর কী—কাব্যি করলেই হ'ল। মাচার উপরে তাঁকে তো আর বসতে হয় নি। মা মা মা! শুনেছি বাঘে না কি তালগাছ প্রমাণ লাফ দেয়। ( উদ্দেশে প্রণাম ক'রে ) মা জগদম্বা রক্ষে করেছেন। না ( আভাকে ) তোর সাধ যায় একদিন এসে ওঁর সঙ্গে করিস বাঘের গপ্প। আমি শুনতে এসেছি আজ যাদুগোপালের কথা আর আশ্রমের কথা। বলো মা বলো। তোমার গুরুদেবের কথা শোনাও। পাপী তাপী সংসারী মানুষ আমরা মা—তাঁর মতন ( নমস্কার ক'রে ) মহাপুরুষের কথা শোনাও পুণ্যি। আহা এ-জীবনে কি আর তাঁর দর্শন পাব কোনদিন ?

আভা ( মুখ টিপে হেসে ) : তোমার আবার এ-উদ্ভট whim হ'ল কোত্থেকে ? বাবা এখন বিলেতে ব'লে বুঝি ?

নিভাননী ( ক্রুদ্ধ ) : ধিঙ্গিপনা বাড়লে বুঝি এম্‌নিই ঠিকে ভুল হয়! সাধুসন্তদের চরণদর্শন কর'ব—আমি হিঁদুঘরের বৌ—ভাটপাড়ার মেয়ে—এতেও উদ্ভট! ঢ—ঙ্! উদ্ভট তোরা মেয়ে—তোরা—তোরা—তোরা যত সব উড়নচণ্ডীর দল! ( আরতিকে ) মেয়ের কথা শুনলে গা জ্বালা করে না মা, বলো তো ? বারো বছর বয়সে এসেছিলাম আমি শ্বশুর ঘর করতে। শ্বশুর তো আমার মানুষ ছিলেন না মা—ছিলেন সাক্ষাৎ সদাশিব। ( আভাকে ) তবে হতভাগী তোরাই মেয়ে,—অমন ঠাকুরদাদার নাতনি হ'য়েও না পেলি তাঁর পায়ের ধূলো, না দেখতে পেলি সে-চণ্ডীমণ্ডপ সংকীর্তন কাঙালি-ভোজন—বারো মাসে তেরো পার্বণ। তোরা দেখলি

শুধু তোর বাপের হঠাৎ বিলেত থেকে ফিরে এসে সায়েব ব'নে যাওয়া। মা গো মা (হেসে) সে কী সাহেবি। একদিন—তখন বাবু সবে ফিরেছেন বিলেত থেকে—সে কী রাগ কে না কি ওঁকে বাবু বলেছে! তা বলো তো মা 'মিশ কালো সায়েব' কেউ কখনো শুনেছে। থাম্ থাম্ মেয়ে! কালো স্বামীকে বলব না কি কার্তিক ঠাকুর! রং টং যা তোরা পেয়েছিস এই তোদের ভাটপাড়ার মেয়ের কাছ থেকেই—যে-জেল্লাটুকু না থাকলে দেখতাম তোর মেমসাহেবিয়ানার দৌড়। (আরতিকে) কিন্তু তবু কী যে দুঃখু হয় মা! কালো সায়েবও তবু সয় কিন্তু ঠাকুর ঘরে কি না বসল ঠুক ঠুক ঐ হতচ্ছাড়া খেলা লাল শাদা বল নিয়ে! ডাকি ঠাকুরকে কত ক'রে: অপরাধ নিও না ঠাকুর—বিলিতি বেয়াক্কেলে এদের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে—অবোধের অপরাধ ধরতে নেই। (আভাকে) তোরা কী জানবি মেয়ে, তোদের ফিরিঙ্গিয়ানার পাপ দেখে আমাদের মা-র প্রাণ কী রকম করে? তাই তো বলি মা—তোর বাবার সাহেবিয়ানা ম্লেচ্ছ কাণ্ড যদি বা সাজে—

আভা (এতক্ষণ কোনোমতে চুপ ক'রে ছিল—আর পারল না—উঠে): আর ব'লে কাজ নেই মা—বাবা ম্লেচ্ছ হন বে—শ আমি তাঁরই তো মেয়ে—কলাবৌ হব কোত্থেকে? চললাম। (কব্জির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) উঃ—বড্ড লেট হ'য়ে গেছে—চললাম। না তুমি মোটরেই ফিরো—আমিই যাচ্ছি ট্যাক্সি ক'রে—তাড়াতাড়ি হবে।

নিভাননী: ওরে না না—তুই মোটর নিয়েই যা—একলা সোমত্ত মেয়ে ঐ সব দেড়ে ড্রাইভার গুলোর হাতে—

আভা (র‍্যাকেট তুলে নিয়ে): নন্‌সেন্স! চললাম মিস্—ও আপনার বুঝি আবার ওতে আপত্তি! এখন আসি। Thanks for the tea—au revoir—

করমর্দনের জন্যে হাত বাড়ায়

আরতি (শুধু ছোট্ট একটি নমস্কার ক'রে করযোড়ে): হাত দেবেন যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার সব ব্রাউন সায়েবদের—আমি তো বলেছি আমি হিন্দু।

আভা (জ্বলিয়া): R—r—rot! Hindu indeed! Humbug!

নিভাননী: কী বলছিস?

আভা: Spade-কে—spade—আর কী? How I hate all this fake and make up!

আরতি ( ঠোঁট বেঁকিয়ে তীব্র বিদ্রূপের সুরে ): আমাদের দেশে আর একটি ডলের ছড়া আছে শুনবেন?—

"Thou makst me laugh," the Woman said,
"To ape our life, O piteous dead!"
"And thou," the Doll said, "Makst me cry
"Our death to seek, O living Lie!"

But do have a cigarette ( সিগারেট কেস খুলে )—if only to complete the picture."

আভা। ( র‍্যাকেট শুদ্ধু হাতে তুলে—রাগে সর্বাঙ্গ ওর কাঁপতে থাকে ): you will pay for this—I—I—I—

নিভাননী ( মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে ): কী করিস আভা—শেষটায় গায়ে হাত তুলবি না কি? এরি নাম তোদের কালচার না কি?

আভা ( রাগে কেঁদে ফেলে ): মা, তুমিও!—আমি চললাম। কালই ভোরের ট্রেনে চ'লে যাব কাকার কাছে কলম্বো। সেখান থেকে সোজা বিলেত—বাবার কাছে। তোমার হিঁদুয়ানির পাণ্ডা পুরুতের humbuggery নিয়ে তুমিই থাকো—

দুম্ ক'রে দোর বন্ধ ক'রে নিষ্ক্রান্ত

নিভাননী ( গালে হাত দিয়ে ): কী কাণ্ড মা! কেউ কি কথনো শুনেছে। ঘোর কলি গো ঘোর—

দোর খুলে আভার শুধ্ মাথাটুকু দেখা গেল

আভা ( আরতিকে উষ্ণকণ্ঠে ): এই নিন আপনার সবে-পাওয়া fan-টির engagement ring ( ছুঁড়ে ফেলে দিল ) আর ব'লে দেবেন I never loved him in the best of times and how I detest him—a coward on top of a humbug to truckle to a Guru who has ash for powder!

নিষ্ক্রান্ত

নিভাননী : ওরে, ও মেয়ে—শোন্ বলি—

প্রস্থানোদ্যত

আরতি ( বাধা দিয়ে ) : ব্যস্ত হবেন না মাসিমা, এখন কি ও কানে তুলবে কোনো কথা ?

নিভাননী ( কেঁদে ) : কিন্তু এ কী করল মা ?—( উদ্দেশে ) মর্ মর্ মুখপুড়ি—অমন বর জুটবে কেন এমন পাপিষ্ঠির কপালে—কিন্তু মা ( আরতির কাছে করযোড়ে ) স্বামিজীর কাছে এসব বোলো না মা ! ও পাগল—ওর কথা কি ধরতে আছে মা ! তিনি শাপমন্যি দিলে ও বাঁচবে না। ও যখন পেটে মা—তখনই আমার বুকের দুধ শুকিয়ে যায় অসুখে। তাই বুঝি লক্ষ্মীছাড়ির এম্‌নি মতিগতি হয়েছে। সাধু সন্তকে যা মুখে আসে তাই ব'লে গাল !—তুই মর্ এক্ষুণি মর্—আমার হাড় জুড়োক। ( তৎক্ষণাৎ আরতিকে ) কিন্তু ওর কথা ব'লে দিও না মা গুরুদেবকে—ঐ কোণে তাঁর ছবি না ? আহা ! পোড়াকপালীর এম্‌নিই কপাল ! আমি কোথায় ভাবছি মায়ে-ঝিয়ে যাব তোমাদের আশ্রমে মা—জামাইদর্শন গুরুদর্শন দুই-ই আসব সেরে—কিন্তু ( ছবির সামনে গিয়ে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে ) গুরুদেব—আপনি তো অন্তর্যামী—ক্ষমা করবেন— আর সুমতি দিবেন ওকে। মর্ লক্ষ্মীছাড়ি ! সুবুদ্ধিকে দিয়েছেন ধুলো পায়ে বিদেয় ক'রে যত রাজ্যের ধিঙ্গি হতচ্ছাড়িদের সঙ্গে মিশে মিশে। ( চোখে আঁচল দিয়ে ) বাপেরও যে ঐ এক মেয়ে মা, কারুর কথা কি ও শোনে—সাপের পাঁচ পা দেখেছেন কিনা ! ঠাকুর-পূজো গেল, ব্রত-পার্বণ গেল, তীর্থে যাওয়া গেল—সুমতি ঠাকরুণ এখন আসেন কোন্ পথ দিয়ে বলো দেখি মা। মরণদশা ঘনালে বুঝি এম্‌নিই হয় মা ! ( ফিরে ) কিন্তু লক্ষ্মী-মা আমার, এসব কথা বোলো না গুরুদেবকে।

আরতি ( আদর ক'রে ) : না মাসিমা ! কেন ভয় খাচ্ছেন ? চলুন, একটু হাওয়া খেয়ে আসি না হয়।

নিভাননী : ভয় পাই কি আর সাধে মা ? ও পোড়াকপালী কী জানবে ওর পাপের জন্যে কত কি মানৎ করি সোম বচ্ছর ! ওরা ধরাকে দেখে সরা—দুটো ইংরিজি ফড়রফড়র শিখে ভাবে—'না-জানি কী হনু' !

কিন্তু এসবে কি কিছু সুখ আছে মা? এই সব হতচ্ছাড়া নাচানাচি আর গলাগলি আর হুটোপাটি—ছি ছি কী ঘেন্না মা—জানি না শুনি না পর-পুরুষের কোমর ধ'রে নাচছি। তবে কী বলব বলো মা? বাবুকে বললে বাবু হাসেন, বলেন ভাটপাড়ার মেয়ে নাকি এসব কাল্‌চার বুঝতে পারে না। বুঝে আমার কাজ নেই মা—আমার ঠাকুর আমার কুলুঙ্গিতেই পূজো পান সেই ভালো। (উদ্দেশে প্রণাম ক'রে) কিন্তু মেয়েটাকে ভাসিয়ে দিস্‌ নি মা দুগ্‌গা—ওর বাপের মতিচ্ছন্ন হ'ল ও কী করবে মা? (আরতিকে) কিন্তু তবু দুঃখু হয় না মা? চোখ দুটো কি মুখ-সাজানো নাকি? নইলে অমন জামাইকে ওর মনে ধরল না গা! আর শুধু কি রূপ! কী ভদ্দর তার ওপর বলো দেখি মা! সাত চড় মারলেও যার মুখে রা-টি নেই। আহা মায়া করে না ওর মুখখানি দেখলে—বলো তো মা বুকে হাত দিয়ে?

আরতি (হেসেই গম্ভীর হ'য়ে): কং—রে মাসিমা।

# তৃতীয় অঙ্ক

চার পাঁচ দিন পরে—সকালবেলা। ডুমেলের আশ্রমে হেমাঙ্গিনীর সেই বসবার ঘর
অসিত শেখাচ্ছে অমিতাকে—যাদু করছে সঙ্গত তবলায়।
দ্রৌপদবাবু বাজাচ্ছেন মন্দিরা
অসিত ও অমিতা গাইছে একত্রে ডুয়েট ভঙ্গিতে :

উদিল তপন সিন্দুর রাগে—সিন্ধুর বুক ছায় সে-গানে।
মন্থর ধরা সংকীর্তনে মিলায় দোয়ার বর্ণতানে
অসিত : তটিনীর মুখ হোলো উজ্জ্বল
অমিতা : ছায়া-সৈকত স্বর্ণকোমল
উভয়ে : কৃষ্ণশিলায় ঢেউ মুরছায় রঙের ফোয়ারা রচি' কী অভিমানে!
আঁখর :
অসিত : রবি রাঙিল অমিতা : ঘুম ভাঙিল
অসিত : দিশা দীপিল অমিতা : নিশা নিভিল
উভয়ে : অরুণ তপন কারে পরকাশিল…করুণা-কাঁপন কার ভরসা দিল!

অসিত : মন্দিরে বাজে কাঁসর ঘণ্টা, প্রান্তরে তরু মর্মরিল!
অমিতা : বালুকাশৈল পুলক পবনে হাজারো ঝালর উড়ায়ে দিল।
অসিত : বসুন্ধরায় তব আনন্দ
অমিতা : রচে কত রঙ সুষমা ছন্দ
উভয়ে : বন্দি হে গুণী মঞ্জুলমণি রবি জ্বলে যার আলোবিধানে।
আঁখর :
অসিত : গুণী গাহিল অমিতা : বাঁশি বাজিল
অসিত : আলো হাসিল অমিতা : ভালোবাসিল
উভয়ে : অরুণ-তপন কারে পরকাশিল…করুণা-কাঁপন কার ভরসা দিল!
উভয়ে :
ধীরে ধীরে ঐ কাঞ্চন-আভা কান্ত রজতে রূপান্তরে!

নিশা-গঞ্জিত উষা-ঝঙ্কার চঞ্চল ঢেউ ফেনায় ঝরে
সমীপে সুদূরে অমল মহিমা
ভুলোকে দ্যুলোকে উছল নীলিমা
বিস্মরণেরো তীরে সুন্দর, প্রতি অন্তর তোমারে জানে

আঁখর :

অসিত : রূপ ভাতিল অমিতা : স্মৃতি জাগিল
অসিত : আশা সাধিল অমিতা : সেতু বাঁধিল
উভয়ে : অরুণ-তপন কারে পরকাশিল···করুণা-কাঁপন কার ভরসা দিল !

গানের শেষে দ্রৌপদবাবু যাদুর কানে কানে কী ব'লে চ'লে গেলেন

অসিত : কী !

যাদু ( হেসে ) : ওর সেই রান্নার কাজ—eternal !

অমিতা : আঃ—কী যে !—এমন সুন্দর গানের পরে !

যাদু : সত্যি অসিদা ! আর সুরটাও কি চমৎকার !

অমিতা ( সগর্বে ) : নয় ? ঠিক যেন সহজ সরল আনন্দ পড়ছে ঝ'রে। সূর্য উঠলে যেমনটি হয়—সকাল বেলা।

অসিত : গুরুদেবের শ্রীমুখে প্রথম শুনি দেবতার ম'ত সূর্যের এই আনন্দ-দানের কথা। যদিও সায়েন্সে শুনি উল্টো কথা—যে সূর্য শুধু একতাল জ্বলন্ত আগুন। আজকাল হাসি পায় সত্যি ওদের পণ্ডিতি কচকচি শুনে।

যাদু : সত্যি অসিদা, অথচ আশ্চর্য, আগে কই হাসি পেত না তো ! আগে আগে ওরাই হাসত আমাদের বেদ উপনিষদের সূর্যোপাসনা শুনে। বলব animism, না ?

অসিত। আরো কত কী বলত ভাই—তবে ও অমৃতং বাল-ভাষিতং—গুরুদেবও বলেন না হেসে ? ( গম্ভীর হ'য়ে ) জানিস্, আমার বড় সুন্দর একটি অনুভব হয় এগানটি বাঁধবার সময়। টের পাই যে মনের মধ্যে বদল হচ্ছে—জড় আঁধারের মধ্যে আলো নামছে ঐ ( উদীয়মান সূর্যের দিকে দেখিয়ে ) দেবতাটির জন্যে শুধু। গুরুদেবের সেই বেদপাঠ মনে পড়ছিল সেদিন কেবলই বৃহদারণ্যকের সেই 'দিব-শ্চৈনমাদিত্যাচ্চ দৈবং মন আবিশতি—তদ্বৈ দৈবং মনো যেনানন্দ্যেব ভবত্যথো ন শোচতি'—দ্যুলোক ও আদিত্য থেকেই দৈব মন আমাদের

মধ্যে প্রবেশ করে—আর দৈব মন বলে তাকেই যার মাধ্যস্থ্যে আমরা আনন্দবান্ হই—উত্তীর্ণ হই শোক থেকে।

যাদু : এ-কথাটি একদিন আরতিদিদির মুখ থেকেও শুনেছিলাম—পেশোয়ারে।

অসিত : ভালো কথা—ও কবে ফিরবে কিছু লিখেছে ?

যাদু : আমি তো তোমাকে ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম দাদা।

অসিত : ও অম্‌নিই খামখেয়ালি—লিখতে বসল তো হয়ত কবিতার পর কবিতাই লিখে চলবে চিঠিতে। আবার লিখতে যদি না চায় তো একটা খবর পর্যন্ত না।

অমিতা (হেসে) : সে তুমি ওর খোঁজ নেও না ব'লে।

অসিত : না রে, আমাকেও ও লিখতে চায় না।

অমিতা (দুষ্টুমির স্বরে) : ঈ—শ্ !

যাদু (প্রসঙ্গান্তর আনতে) : তবে এযাত্রা বেচারি লিখতে পারছে না হয়ত আমারি জন্যে—তাই ওকে দোষ দিলে অন্যায় হবে।

অমিতা : তোমার জন্যে ?

যাদু (বিব্রত) : ঠিক আমার জন্যেই নয়—মানে—অর্থাৎ আমি একজনের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম দিদিকে।

অমিতা (শুষ্ক মুখে) : কার ?

যাদু (বিপন্ন) : সে তুমি চিনবে না।

দ্রৌপদের প্রবেশ—হাতে একটি কৌটা মতন পার্সেল

দ্রৌপদ (যাদুকে) : দিদিমণির হাতের লেখা না ?

যাদু (সাগ্রহে) : দেখি—হ্যাঁ—তাই তো !

অমিতা (সকৌতূহলে) : কী ?

যাদু : কী ক'রে জানব ? খোলো না ? ছুরি আছে ?

অসিত : আমার কাছে আছে।

পকেট থেকে একটা ছুরি বের ক'রে সুতো কেটে চাড় দিয়ে সহজেই ডালাটা খুলে দেয় যাদুর হাতে

অমিতা : কী হ'তে পারে ?

অসিত ( কৌটোটার উপর হাত রেখে ) : না যাদু—খুলো না এক্ষনি। বলুক ও দেখি কী আছে এতে, আমি গুনছি—এক—

যাদু : দুই—আড়াই—তিন

অমিতা ( মিল দিয়ে ) : বেড়াল বাজায় বীণ

যাদু : দু—য়ো চার সাড়ে চার পাঁচ

অসিত ( পাদপূরণ ক'রে ) : শুঁয়োপোকার নাচ—

ব'লেই মজা ক'রে ভয় দেখাতে ভেতর থেকে কাগজে মোড়া কি একটা বের ক'রে অমিতার গায়ে দিল ছুড়ে

অমিতা : উ—উ—উ ( লাফিয়ে ওঠে—তার পরেই হেসে উঠে ) কী দুষ্টু তুমি অসিদা !—যা ভয় পেয়েছিলাম ! ( কাগজটা খুলতেই ) ও—মা। কী সুন্দর সোনার আংটি ! কার ?

অমিতা যাদুর মুখের দিকে তাকিয়েই থমকে গেল ওর মুখের ভাব দেখে

যাদু ( বিবর্ণমুখে ) : আমার।

অমিতা : তবে—( ব'লেই ফের থেমে গেল ওর মুখের ভাব দেখে )

অসিত ( মৃদু স্বরে ) : আভার বুঝি ?

যাদু ( ঘাড় হেঁট ক'রে ) : হুঁ।

অসিত ( একটু চুপ ক'রে থেকে ) : তা আরতি পাঠালো কেন ?

যাদু : কিছু তো বুঝতে পারছি না।

ঘরে একটা দমকা বাতাস আসতেই আংটির সঙ্গে যে-একটা মোড়ক মতন ছিল উড়ে খুলে গেল

অসিত : ঐ তো, একটা চিঠি মতন না ?

যাদু : হ্যাঁ—তাই তো। দেখি অমিতা ( অমিতা উঠে উড়ন্ত কাগজটাকে বন্দী ক'রে ওর হাতে এনে দিতে ) হ্যাঁ চিঠিই তো। ( পড়তে পড়তে ) উঃ ! ছি ছি !

অমিতা ( রুদ্ধশ্বাসে ) : কী ?

যাদু ( অসিতকে ) : পড়ুন দাদা—আমার মাথাটা কেমন যেন ক'রে উঠল।

অসিত ডান হাতে চিঠিটা ধ'রে বাঁ হাতে অমিতার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে মৃদু স্বরে পড়ে—
অমিতাও পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে—যাদু শোনে দুহাতে মুখ ঢেকে

অসিত (পড়ে): ভাই যাদু, কিসে যে কী হ'য়ে যায় জীবনে! আমারও যেন মাথায় ভূত চাপল। তুমি আভার সঙ্গে দেখা করতে না বললে হয়ত এমন বিশ্রী কাণ্ড ঘটত না। হয়ত ওদের চায়ে না ডেকে ওদের ওখানে গিয়ে দেখা করলেও ঘটত না এমন অঘটন। কিন্তু এমন কী হবে বলো এসব জল্পনা কল্পনায়—to be wise after the event—বলে না? তাই বলি যা যা ঘটল। সংক্ষেপেই বলব কারণ এসব চিঠিতে লিখতে কার সাধ যায় বলো? ব্যাপারটা অবশ্য তোমার অজানা নেই: আভা একেবারে দারুণ মেম ব'নে গেছে—অন্যভাষায় society girl to her finger tips—তুমি আশ্রমে গেছ শুনে সে যা রাগ ওর! ওর মা কিন্তু চমৎকার মানুষ। সহজ সরল ভক্তি, প্যাঁচালো একটুও নন। সেকেলিয়ানার আওতায় মানুষ তো। আশ্রমের কথা, গুরুদেবের কথা খুব ভক্তি ক'রেই জিজ্ঞাসা করলেন। বোধহয় তাতেই আভা আরো গেল ক্ষেপে। আমারও দুষ্টু বুদ্ধি চাপল মাথায়—আভাকে খোঁটা দিয়েছিলাম বৈ কি। কিন্তু ওর সে উগ্র মডার্ণ গার্লের pose দেখলে চুপ ক'রে থাকা একটু শক্ত তুমিও হয়ত মানবে। কিসের পরে কি ঘটল সব না-ই বললাম—এক কথায়, সব জড়িয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘ'টে গেল। ফল ওর আংটি ফেরত দেওয়া। বাকিটা আন্দাজ ক'রে নিও—অর্থাৎ reconstruct.

যাদু: হুঁ।

অসিত: কী যাদু?

যাদু: না দাদা। পড়ুন। আর বেশি নেই তো?

অসিত: না। (পড়ে) আমি এতে দুঃখিত হ'তাম হয়ত যদি মনে করতে পারতাম ওর সঙ্গে বিয়ে হ'লে তুমি সুখী হবে। যাদু, সংসারে নিশ্চিত হওয়া যায় খুব কম কিছুর সম্বন্ধেই—কিন্তু যে দুএকটির সম্বন্ধে যায় তাদের মধ্যে একটি হ'ল এই যে শ্রীমান্ যাদুগোপাল যদি হন তেল কবে শ্রীমতী আভা হচ্ছেন জল। কাজেই আমি দস্তুর মাফিক দুঃখ করব না। বাকি কথা বলব দেখা হ'লে—যদি শুনতে

চাও অবশ্য। আমি কাশী আগ্রা ও বৃন্দাবন হ'য়ে ফিরব। হয়ত মাসখানেক লাগবে ডুমেল পৌঁছতে। গুরুদেবকে প্রণাম।

ইতি – দিদি।

পুনশ্চ। একটা কথা না বললে বলে শান্তি পাচ্ছি না ভাই। আমার একটা অপরাধ হ'য়ে গেছে। তোমার বাঘদিকারের গল্পটা ওখানে ক'রে ফেলেছি মুখ ফ'স্কে। এজন্যে আমাকে ক্ষমা কোরো লক্ষ্মীটি! আমরা মেয়েরা—হাসির জিনিষ দেখলে হাসবার লোভ সামলাতে পারি না সহজে—কিন্তু তবু বাইরে যখন হাসি ঝর্ঝর ভিতরে যে তখনো চাপা কান্না গুম্‌রে গুম্‌রে উঠতে থাকে একথা যে জানে সেই জানে।

২

ডুমেলের কাছে কিষণগঙ্গা ও ঝিলম দুই নদীর সঙ্গমের মুখে—একটি ঘাসে ঢাকা ছোট সমতল ঢিবির 'পরে ওরা পিকনিকের সাজ সরঞ্জাম পেতেছে—দিন দুই পরে। একটি স্ফটিকস্বচ্ছ ঝর্ণা কাছেই ঝর্ঝর ক'রে ঝ'রে পড়ছে প্রাতঃসূর্যের সাদা রঙকে সাতটি রঙে বিচ্ছুরিত ক'রে। অসিত অমিতা ও সুধী স্নান করে খানিকক্ষণ ধ'রে এই ঝর্ণাটির নিচে। যাদু স্নানে যোগ দিল না—দ্রৌপদের রান্নার জোগান দেওয়ায় ব্যস্ত। আশ্রমে নিরামিষের ব্যবস্থা—কাজেই ওরা খিচুড়ি আলু কপি মটরশুঁটি সীম চাটনি রাবড়ি এই সব নিয়েই পিকনিক করতে এসেছে—যাদুর প্রকাণ্ড মোটরে ক'রে।

যাদু : আসুন দাদা। স্নান সারা হ'ল ?

অসিত (চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে) : হুঁ।

সুধী (চেঁচিয়ে) : বেশ দেখাচ্ছে এলোচুলে।

অমিতা (অদূরে) : ফে-র! দুষ্টু ছেলে! দিদির সঙ্গে ঠাট্টা (চেঁচিয়ে) : না অসিদা, এখনই ভোজন না—আগে একটু ভজন হোক।

যাদু (চেঁচিয়ে) : আমার মুখের কথা একেবারে টেনে বলেছ অমিতা। তাই তো হাত গুটিয়ে ব'সে—তোমার পথ চেয়ে।

অমিতা (কৃত্রিম কোপে) : আ—হা! যেন আমি নিজে গাইতে চেয়েই বললাম ওকথা।

অসিত (কীর্তনের সুরে) :

তোমারে যে চিনি লো অভিমানিনী অমিতাভা সুর ললনা।
'গাও গাও' করি' না সাধিলে, মরি, কেন বা গাহিবে বলোনা ?

অমিতা (দূর থেকেই) কেবল কেবল অমন ক্ষ্যাপালে কিন্তু মোটর হাঁকিয়ে হব উধাও তখন টের পাবে মজাটা।

অসিত (ঐ সুরে)

মজার কী মানে যে মজে সে জানে ম'লেও স্বভাব যায় না।
নয় যে সুধীর গুরুগম্ভীর হ'তে সে তাহতো চায় না।

সুধী (হাততালি দিয়ে) এই বেশ। আজ গুরুগম্ভীর ভজন দিদি না। আজ শুধু এই রকম ছড়া কাটা।

যাদু কিম্বা হাসির গান —কী বলো ?

সুধী ঠিক ঠিক। গান না দ্রৌপদ বাবু। কবে থেকে সাধছি একটা নতুন হাসির গান শুনব।

দ্রৌপদ কিসের সম্বন্ধে ?

সুধী খিচুড়ি।

দ্রৌপদ একটা গান বেঁধেছি আশ্রমে এসে, গাইব দাদাবাবু ?

যাদু গাও না।

অসিত বেশ তো।

দ্রৌপদ তবলাটা নামাই ধরুন তাহ'লে।

দ্রৌপদ (যাদুর তবলার সঙ্গে গায় :

আলু কপি কড়াই শুঁটির ব্যঞ্জন হোলো রন্ধন করা,
গরম গরম খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা প্যাঁজের বড়া।
আছে খাসা গব্য ঘৃত গন্ধে নাসারন্ধ্র প্রীত
আলু বখরার চাটনি আছে—রাবড়ি আছে সরা সরা।

তোমরা ভাবছ সুখাদ্য সব, কোনো কিছুর অভাবই নাই,
আমার আরো ভালো লাগবে যদি মাছের পোলাওটা পাই।
সীতাপাখির ডিম্ব ভাজি পেলে তো আনন্দে নাচি
তার অভাবে বেগুন ভাজা। দ্বিধা হও মা বসুন্ধরা।

তোমরা সবাই যোগের জন্যে ছাড়লে আমিষ-ভোগের থালা,
কেমন ক'রে বুঝবে তোমরা আমার ব্যথা, আমার জ্বালা ?
এলাম বটে যোগের টানে তোমাদের আশ্রমের পানে
আর সবি তো সহ্য করলাম—খাবার বিধি বেজায় কড়া।

খাবার বিধি বেজায় কড়া !—কড়া হ'লেও সইতে হবে,
গুরুর আদেশ উপায় তো নেই ! দুঃখের বোঝা বইতে হবে।
সাধন পথে হবে যেতে কাঁচকলার ঝোল খেতে খেতে,
মনটা কিন্তু মনে মনে মটন চপে রইবে ভরা।

খাদ্যকাব্য খাদ্যসঙ্গীত— খাবার পরেই জমে ভালো,
নইলে পরে ক্ষিদের জ্বালায় আঁধার হ'য়ে যায় যে আলো।
পাকস্থলী চিন্ চিন্ করে, কণ্ঠের কথা মিন্ মিন্ করে
সারা শরীর ঝিন্ ঝিন্ করে, যৌবনেতেই ধরে জরা।

খিচুড়িটা ?—বেশ হয়েছে—আমিই প্রথম করলাম সুরু,
জানি—এতে অধম শিষ্যের দোষ নেবেন না উত্তম গুরু।
আরে !—কপি কড়াই শুঁটির কোর্মাটাকে আনো সুধীর
তোফা চাটনি ! রাবড়ি যেন রাজকন্যে স্বয়ম্বরা !

যাদু (সবার হাসি থামলে) : এবার তোমার পালা অমিতা !

অমিতা : কোন্‌টা গাইব ?

যাদু : সে-ই যে ! দাদার কাছে গেল সপ্তাহে যেটা শিখলে সে-ই ?

অমিতা (হেসে) : সে-ই কোন্‌টা ? গেল সপ্তাহে অসিদার কাছে যে আমি তিনটে গান শিখেছি—মনে নেই ?

যাদু : মনে পড়েছে। সে-ই বাউল বাউল—এ যে কোন্ কর্মনাশা।

অসিত বাজায় অমিতা গায় যাদু সঙ্গত করে :

এ যে কোন্ কর্মনাশা !
এ যে কোন্ কর্মনাশা গানের ভ্রমর
মর্মেতে মোর বাঁধল বাসা !
সে যে গো দিনে রাতে সকাল সাঁঝে
গান করে আর আমায় গাওয়ায়
থামায় না গান—থামে না যে !
তারি সেই সুর শুনে মোর মন লাগে না
এ সংসারের কোনোই কাজে !
বুঝি বা বিফল হবে
এই তোমাদের কাজের ভবে
আমার এ গান গাইতে আসা !

| | |
|---|---|
| করি না | বেচাকেনা |
| করি না | বেচাকেনা কোনো হাটে<br>কোনো বাটে কাল কাটে না। |
| শুনি না | কারো কথা, শুধু শুনি<br>অন্তরে গুন্ গুন্ করে গো<br>কোন্ উদাসী—কোন্ সে-গুণী! |
| তারি সেই | গুঞ্জনে মোর জীবন হোলো<br>তারি সুরের সুরধনী। |
| চলি তাই | বাউল হ'য়ে<br>কাজ-ভোলা মোর ছন্দে ব'য়ে<br>সেই উদাসীর উদাস ভাষা। |

যাদু (চোখ বুঁজে বাজাচ্ছিল গান শেষ হ'লে অমিতার দিকে চেয়ে): গলা তোমার আজ এমন খুলেছে অমিতা!

অমিতা (লজ্জিত—প্রসঙ্গান্তর আনতে): অসিদা—ঐ ঐ ধুত্‌রো ফুল। কয়েকটা এনে দাও না ভাই লক্ষ্মীটি—গুরুদেবের ফুলদানি সাজাব।

যাদু: আমি এনে দিচ্ছি।

অসিত: না না। তুমি থাকো—রান্নাবাড়ায় অনেক খেটেছ—আমিই এনে দিচ্ছি।

যাদু ও দ্রৌপদ খিচুড়ি প্রভৃতি পরিবেষণে রত—অসিত ওদিকে যায় গজ পঞ্চাশেক দূরে ধুতরো ফুল পাড়তে

সুধী (হঠাৎ): দিদি! ওদিকে আরো বড় বড় ধুত্‌রো ফুল ফুটেছে—ঐ বেঁকটা একটু পেরুলেই। আনব?

অমিতা: তুই থাক্ আমিই যাচ্ছি।

সুধী (হেসে): সে কী কথা দিদি! এতবড় গাইয়ে তুমি তার ওপরে অবলা—তুমি ফুল পাড়তে যাবে আর আমি থাকব ব'সে এও কী হয়?

অমিতা (রুষ্ট): কানটা দেখি তো ফাজিল ছেলে!

সুধী থেমে লাফিয়ে দে দৌড়—বেঁকের ওদিকে যেতেই অদৃশ্য

যাদু (চেঁচিয়ে): বেশি দূর যেও না সুধী—খিচুড়ি বাড়া হ'য়ে গেছে।

সুধী (নেপথ্যে): এক্ষুনি এলাম ব'লে—(চীৎকার) ও বাবা গো—দিদি! অসিদা! মেরে ফেলল গো!—মোষ—মা!

অসিত ( অদূরে চম্‌কে ফিরে ) : কী হয়েছে রে ?

অমিতা ( বিদ্যুদ্বেগে উঠে ) : অসিদা—শীগ্‌গির—

যাদু ( ওকে রুখে ) : তুমি যেও না—লক্ষ্মীটি ! আমি দেখছি।

যাদু ছুটল—অমিতা ওর পিছু নিল—দ্রৌপদ দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচায়—
'সাধু দাদা গো !'—ইতিমধ্যে অসিত ছুটে এসে পড়েছে।
মাটিতে ওর গুপ্তিটা তুলে নিয়ে ছুটল।

## পট পরিবর্তন

ওদিকে দেখা গেল একটা পাহাড়ে মোষ সুধীকে তাড়া করেছে ওর লাল জামা দেখে। সুধী ছুটছে—আপ্রাণ চেঁচাতে চেঁচাতে। এম্‌নি সময়ে যাদু পোঁছল ওর মোটা পাহাড়ে-লাঠি হাতে। মোষের পিছনে পোঁছে ওর পেটে মারল প্রবল জোরে। মোষটা চম্‌কে ফিরেই ওকে তাড়া করল। এত কাছে যে আর লাঠি মারা যায় না। অগত্যা যাদু ধরল ওর শিং দুটো চেপে। মোষটা যাদুর সঙ্গে ঠেলাঠেলিতে পেরে উঠছে না। যাদুর শরীরে বল তো কম নয়। ইতিমধ্যে অসিত হাজির। অসিতের দিকে তাকাতে গিয়েই যাদুর পা গেল ফস্কে। সঙ্গে সঙ্গে মোষটা শিং ঢুকিয়ে দিয়েছে ওর পেটে। অমিতা চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তেই অসিত ওর গুপ্তির ফলা ঢুকিয়ে দিয়েছে মোষের পেটে। মোষটা ফিরতেই ওর শিং লেগে অসিতের কব্জির কাছটা কেটে গেল। কিন্তু ও ততক্ষণে ফের বিঁধিয়ে দিয়েছে ফলাটা মোষটার গলার তলায়। মোষটা প'ড়ে গেল।

অমিতা ( যাদুর কাছে গিয়ে ব'সে—কেঁদে ) : ও মা গো কী হবে ?

সুধী ( চিৎকার ) : ও দিদি। অসিদারও হাত কেটে গেছে। একেবারে রক্তগঙ্গা।

ইতিমধ্যে দ্রৌপদ ছুটে এসেছে

অসিত : বড় তোয়ালেটা—দ্রৌপদবাবু—শীগ্‌গির !

সুধী : তোমার হাতটাও—

অসিত : যাঃ—আমার একটু ছ'ড়ে গেছে বৈ তো নয়—যা সুধী ছুটে যা ধুতি শাড়ি যা পাস নিয়ে আয়—দেখছিস না যাদুর অবস্থা।

ইতিমধ্যে দ্রৌপদবাবু দুটো বড় তোয়ালে ও একটা ধুতি নিয়ে এসে হাজির।
অমিতা ও অসিত মূর্ছিত যাদুর পেটটা কোনোমতে ব্যাণ্ডেজ ক'রে
তুলল ওরা ওকে ধরাধরি ক'রে মোটরে

৩

দিন পনের বাদে। সপ্তমীর বাঁকা চাঁদ। রাত আটটা। অসিত ওর গাড়ি
বারান্দার ছাদে ব'সে একা গাইছে :

সুন্দর, এসো ভেসে চাঁদের খেয়ায়
সান্ধ্য-তিমির যবে অন্তর ছায়।
আনন্দে দিলে দেখা অরুণ-ঝলকে কত,
স্বর্ণ-সীমন্তিনী আশার অলকে নত,
হিমান্তে এনেছিলে বসন্তে অনাহত
ফুলে ফুলে বরণমালায়।
আলোক বিদায় যবে চায়,
ভরো ডালা নিশিগন্ধায়॥

নব নব দোললীলা-রঞ্জন-ছন্দে
আধজাগা-কিশলয়-সাধ অফুরন্তে
এসেছ পান্থ, আজি এসো ঋতু-অন্তে
দিনান্তে শান্ত ব্যথায়।
আলোক বিদায় যবে চায়
ভরো ডালা নিশিগন্ধায়॥

—কে?

আরতির প্রবেশ

অসিত: আরতি? তুমি? হঠাৎ? কখন এলে? একেবারে না ব'লে ক'য়ে!

আরতি (অসিতের মাদুরের একপ্রান্তে ব'সে): একটা প্রণাম করি আগে তারপরে সব কথার উত্তর দিচ্ছি।

অসিত: উটি হচ্ছে না আর। এখানে শুধু গুরুদেব পাবেন প্রণামের সম্ভাষণ—বাকি সবাই—হম্‌ভি মিলিটরি তুম্‌ভি মিলিটরি। কিন্তু ও কী? বসলে যে মাটিতে! দাঁড়াও একটা easy chair নিয়ে আসি তোমার জন্যে—নিশ্চয় এতটা পথ বাসে এসে—

আরতি: না না—একটুও ক্লান্ত নই। না উঠতে পারবে না। বলি, তোমার না হাতটা এখনো সারে নি?

অসিত: কে বললে তোমাকে?

আরতি: আমরা মেয়ে—জীন—হাওয়া থেকে খবরের vibration শুষে নিই। কিন্তু বাজে কথা থাক্—কেমন আছ শুনি? না রোসো (ব'লেই ছুটে অসিতের শোবার ঘর থেকে পাঁচ-ছয়টা কুশন এনে একটা স্তূপ গ'ড়ে তুলে) বোসো দেখি ঠেশান দিয়ে।

অসিত: তোমার এই সেবা করার বদভ্যাস যাবে কবে?

আরতি: যেদিন মরব। আর তোমার হাড় জুড়ুবে।

অসিত (ওর একটি হাত নিজের ব্যাণ্ডেজ করা হাতে টেনে নিয়ে): ছি, অমন কথা ঠাট্টা ক'রেও বলে না।

আরতি: অবাক্ কাণ্ড! সত্যি কথা যদি যোগাশ্রমেও না বলে তবে বলে কোথায় শুনি?

অসিত: কী যে পাগ্‌লামি চাপে তোমার মাথায় সময়ে সময়ে! কিন্তু বাজে কথা থাক্! তোমার হঠাৎ উদয় যে—কাশী এলাহাবাদ আগ্রা সেরে এলে এরি মধ্যে?

আরতি: আগ্রা যাওয়া আর হোলো কই? কাশীতে সোহনলালের এক বন্ধু আছে তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তাকে সোহনলাল লিখেছে—ওর ভাষায়—মহিযাসুরের কথা। আরো লিখেছে অনেক কথা।

অসিত: অনেক কথা আবার কী হ'তে পারে?

আরতি (আতপ্ত): বিশেষ কিছু নয়—মানে তোমাকে কেউই দেখছে না—সব যত্ন-আদর গিয়ে হাজিরি দিচ্ছে একটি বিশেষ জমিদার-তনয়ের শিয়রে।

অসিত: সোহনের মাথায় ঐ এক পোকা ঢুকেছে। আমাকে আবার দেখবে কী শুনি? একটু ছ'ড়ে গেছে সামান্য—

আরতি: বটেই তো—এখনো হাতে ব্যাণ্ডেজ—পনের দিন হ'তে চলল না? না অসিত, বার বার ধম্‌কোনা বলছি, ভালো হবে না। ওদের কী আক্কেল তা-ই বলো। ওদের বাঁচাতে গিয়েই না তোমার এ পঙ্গু অবস্থা—অথচ ওরা প্রেম করতে এমনই ব্যস্ত—

অসিত (ওর মুখ চেপে ধরে): শ্—শ্। শুনতে পাবে যে।

আরতি ( রাগত ): পেল পেলই। আমি কি কারুর তোয়াক্কা রাখি না কি ?

অসিত ( সুরে ):

জানি সখি জানি কত যে ব্যথানি শিন ফেনি বলি' তোমা
শিখাময়ী বারি, বলো ওগো নারী কী দিব তব উপমা ?

আরতি: ফে—র ? না—ওতে ভুলছিনি আর। শুনলাম ক্ষতটা বিষিয়ে উঠেছিল—যদি amputate করতে হ'ত ?

অসিত: পাগল কি আর গাছে ফলে ? একটু মানে আইওডিনটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম ব'লে—

আরতি: তুমিই না হয় ভুলে গিয়েছিলে। কিন্তু ওরা ? না অসিত! আমার একটুও ভালো লাগে না তোমাদের এই অপাত্রে দান আর অর্থহীন ক্ষমা। সত্যি, সময়ে সময়ে এম্‌নি রাগ হয়—

অসিত ( কীর্তনের সুরে ):

'রাগ ভালো নয়', প্রশান্ত কয়, 'ঝড়ে তার পথ চলা দায়
'ক্ষমাই চেনায় তাঁর করুণায় এ-কথা যোগেও বলা যায়।'

আরতি: ফের ক্ষ্যাপাচ্ছ ? উঠে যাব কিন্তু।

অসিত ( কোমল কণ্ঠে ): রাগ কোরো না আজ ভাই লক্ষ্মীটি ! যখন সারা হাতটা খুব টন্ টন্ করত তখন তোমার কথা এত মনে হ'ত !—জানো না।

আরতি ( ওর দুটো হাতই নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে ): আমাকে তার করলে না কেন ?

অসিত ( ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ): কেন ? জানো না ?

আরতি: কী ?

অসিত: যাক্ ! ( হাত ছাড়িয়ে নেয় )

আরতি ( ফের ওর হাত চেপে ধ'রে ): বলো, লক্ষ্মীটি—তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

অসিত: কী বলব আরতি? এ কি বলবার কথা? যা না বলাই ভালো—

অসিত: সেই কথাই সময়ে বলতে হয়।

অসিত ( একটু চুপ ক'রে থেকে ): অসুখের সময়ে মানুষের মনটা বেশি সেন্টিমেন্—দুর্বল—থাকে টের পাও নি কি ?

আরতি (হাত ছেড়ে দিয়ে) : ও!

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ

আরতি (জোর ক'রে সহজ কণ্ঠে) : এখন কেমন?

অসিত (মৃদু হেসে) : কোন্‌টার খবর চাইছ?—মনটার না হাতটার?

আরতি (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) : শেষেরটারই কথা হোক—কী বলো? অন্তত—

অসিত : Safer? হ্যাঁ। (সহজ সুরে) হাতটা এখন সেরে এসেছে—ঘাটা পুরো সারেনি যদিও—তবে ভয় নেই আর—কাজও চ'লে যায়।

আরতি : কিন্তু আমাকে একটা চিঠি লিখলেও তো পারতে?

অসিত : পিছু ডাকা কি ভালো? তুমি বেড়াতে বেরিয়েছ কত সাধ ক'রে।

আরতি : যা-ও আমাকে তুমি পর ভাবো।

অসিত (সুরে) :

'রাগ ভালো নয়', প্রশান্ত কয়, 'সেই আনে পরমাদ।
বহু সাধনায় যাগা পাওয়া যায়—হারাবার কেন সাধ?'

আরতি (হাসতে গিয়ে গম্ভীর হ'য়ে) : রাগ তোমার ওপর যদি সত্যি করতে পারতাম অসিত—অনেক দুর্ভোগ থেকেই হয়ত নিস্তার পেতাম—দুজনেই।

অসিত (ওর দিকে চেয়ে) : আরতি! এ-ধরণের কথা বোলো না এখন—লক্ষ্মীটি!

আরতি : কেন অসিত?

অসিত : ফের বলিয়ে নেবে?

আরতি (ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে একটু চুপ ক'রে থেকে—ওর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে) : বললেই বা।

অসিত : না।

আরতি : এখনো ভয়? ছাই তো আর আগুন নয়।

অসিত : কিন্তু স্ফুলিঙ্গ তো স্ফুলিঙ্গ—তবুও।

আরতি : সে বারুদের কাছে—জলের কাছে নয়।

অসিত : বারুদের জল হ'তে সময় লাগে।

আরতি : সব বারুদের না।

অসিত : কেমন ক'রে জানলে ?

আরতি : যে জানে সে আপনি জানে। মনে রেখো আমরা মেয়ে —realism যাদের রাজধানী।

অসিত : এমন সত্য আছে আরতি—যা—

আরতি : যা—কী ?

অসিত : যা রাজধানীতে মেলে না।

আরতি : কোথায় মেলে তবে ?

অসিত : দ্বীপান্তরে—কল্পনার।

আরতি : কল্পনা কি আমাদের নেই অসিত ?

অসিত : থাকলে ব্যথা দিয়ে ব্যথা বুঝতে।

আরতি : আমাকে ক্ষমা কোরো অসিত। এ-প্রসঙ্গ আর তুলব না কখনো—কথা দিচ্ছি। তবে কেন তুললাম আজ সেটা তুমিও একটু কল্পনা করতে চেষ্টা কোরো।

অসিত : জানি। তুমি আমাকে তা-ই ভাবো ব'লে—যা—যা আমি নই। অন্তত আজো নই।

আরতি : এ বিনয় কেন অসিত ?

অসিত : বিনয় নয় আরতি। তুমি জানো বিনয়কে আমি কোনোদিনই মস্ত কিছু মনে করি নি।

আরতি : তবে ?

অসিত : এ-ধরণের স্তব স্তুতি আমার পক্ষে সত্যিই বিষ ব'লে।

আরতি : প্রশংসা বিষ ?

অসিত : তার কাছে যে—

আরতি : যে—কী ?

অসিত : যে ভিতরে আজো—দুর্বল।

আরতি : দুর্বল ! তুমি !!

অসিত : হ্যাঁ আরতি। আমার মধ্যে যে-বলিষ্ঠতা তোমার মন টেনেছে সে আমার—কী ক'রে বোঝাব ?—মানে, তার রসদ জুগিয়েছে আমার নিজের কোনো কৃতিত্ব নয়।

আরতি : তবে ?

অসিত ( একটু চুপ ক'রে ) : বলতে গেলে বড় মামুলি শোনায় আরতি—তাই বলতে ডরাই !

আরতি : তবু বলো—লক্ষ্মীটি ! শুনলে আমিও যে বল পাই অসিত, বোঝো না কি ?

অসিত ( একটু চুপ ক'রে থেকে ) : মনে পড়ে সেই রাতের কথা ?

আরতি ( মুখ নিচু ক'রে ) : সে কি ভুলবার ?

অসিত : কী হ'ত বলো দেখি সেদিন—যদি না ( থেমে )—মনে নেই সেই তোমার আমার কাতর প্রার্থনা—'গুরুদেব বল দাও' !

আরতি ( বিচলিত ) : অসিত !

অসিত ( ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ) : এ কী ! না আরতি ! বলছিলাম না এখনি—আগুনের স্ফুলিঙ্গও আগুনেরই সরিক ?—যাও শুতে যাও। রাত হোলো—আমিও যাই

তাড়াতাড়ি উঠে ঘরে গিয়ে দোর দিল

আরতি ( একটু চুপ ক'রে ব'সে থেকে উঠে দাঁড়ায় ) : অসিত !

অসিত ( শয়নকক্ষ থেকে ) : ঘুম পেয়েছে।

আরতি : শোনো একটিবার। এত কিছু রাত হয় নি।

অসিত ( শয়ন কক্ষ থেকে ) : না হোক্। তুমিও তো ক্লান্ত।

আলো নিভিয়ে দেয়—আরতি দেখে চেয়ে

আরতি দাঁড়িয়ে দুহাতে মুখ ঢাকে। পরে সিঁড়ির দিকে এগোয়। কিন্তু একটু গিয়েই ফেরে—অসিতের শয়নকক্ষের কাছে গিয়ে দোরে টোকা দিতে হাত তুলেই নিজের বুক চেপে ধ'রে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ চাদের পানে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। হঠাৎ ফিরে দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে নামে।

কয়েক সেকেণ্ড বাদে দেখা যায় ওকে নিজের গেটে···পরে গাড়িবারান্দায়···শয়ন কক্ষে। ধূপ জ্বালায়। বসে গুরুদেবের ছবির সামনে করযোড়ে। চোখ দিয়ে ধারা ব'য়ে যায়।

ওদিকে অসিতের ঘরে অসিত আলো নিভিয়ে খানিকক্ষণ চঞ্চলভাবে পায়চারি করে ঘরের মধ্যেই ! তারপর বারান্দায় বেরিয়ে এসে ডাকে মৃদুস্বরে : "আরতি !"

আরতি শুনতে পেয়ে চম্‌কে ওঠে। বেরুতে যাবে এমন সময় কান্নার তোড় আসে। বিছানায় শুয়ে পড়ে। চাপা কান্নায় ওর সমস্ত দেহ কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে।—হঠাৎ

চম্‌কে উঠেই নতজানু হয় বিছানার শিয়রে দেখে গুরুদেবের ছায়ামূর্তি। লুটিয়ে প'ড়ে প্রণাম করে। ছায়ামূর্তি ওর মাথায় হাত রাখে।

ওদিকে অসিত তার গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে আরতির শয়নকক্ষের পানে।…আরতি বেরোয় না। ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। হঠাৎ যেন জোর ক'রেই নামে হন্‌হনিয়ে। আরতির বাড়ির গেট খোলে। ওঠে ওর গাড়িবারান্দায়। মাথা ঝাঁকিয়ে ফেরে। কিন্তু সিঁড়ির কাছে গিয়ে আবার ফিরে আসে আরতির শয়নকক্ষের দোরের সামনে। টোকা দিতে যাবে এমনি সময়ে সাম্‌নে যাদুর বাড়ির গেট খোলার শব্দে চম্‌কে ওঠে। তাকিয়ে দেখে অমিতা বেরুচ্ছে। কানে আসে অমিতার কণ্ঠের গুন্ গুন্ ধ্বনি—আজই সকালে—ওকে-শেখানো একটি গান :

তোমার চরণের ভিখারি হ'য়ে নাথ
কাহার কাছে হাত পাতিব ?
গঙ্গাতীরে বেঁধে কুটীর কোন্ মুখে
শিশির-জল সুখে চাহিব ?

একটা আলশের কাছে গিয়ে কনুয়ে ভর ক'রে দাঁড়ায়—দুহাতে কপাল রেখে। একটু পরে চেয়ে দেখে—অমিতাকে আর দেখা যাচ্ছে না। তখন অসিত সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামে ধীরে ধীরে। নামবার সময়ে হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়ায় আরতির একটা জানলার সামনের পর্দাটা একটু স'রে যায়—চোখে পড়ে ওর প্রার্থনারতা মূর্তি ! দ্রুতপদে ও ঢোকে নিজের বাড়ির গেট খুলে। ঢোকে নিজের শয়নকক্ষে। গুরুদেবের ছবির সাম্‌নে তখনো ধূপ জ্বলছে। ও গায় :

তোমার চরণের ভিখারি হয়ে নাথ কাহার কাছে হাত পাতিব ?
গঙ্গাতীরে বেঁধে কুটীর কোন্ মুখে শিশির-জল সুখে চাহিব ?
ম্লান অকিঞ্চন কী গুণে পাবে তব সভায় গৌরব-আসন ?
নিশীথ সঞ্চয় করি' কেমনে হায় অরুণ করুণায় সাধিব ?
দীনতারণ তুমি আপন মহিমায়—তাই তোমার পায় চাই হে ঠাঁই।
সফল করো মম স্বপন নিরুপম ! তোমারে প্রিয়তম জানিব।
শ্যামল নাম যার পঙ্কে বীজ বুনি' কুসুম-সুরধুনী উচ্ছলে.
শরণ-অধিকার ছাড়িয়া আজি তার বরণমালা কার গাঁথিব ?

## ৪

ঘণ্টাখানেক পরে। বিছানায় অসিত ঘুমিয়ে পড়েছে। চাঁদের আলো ওর মুখে এসে পড়েছে। অস্ফুট ধ্বনি করে ও: "উঃ"!

স্বপ্ন দেখছ অসিত:

চারদিকে পাহাড়। মাঝে একটি সরু রাস্তা। চলেছে ও একা···ক্লান্ত। সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে উপত্যকায়, কিন্তু আকাশে আলো তখনো মেলে। চলতে চলতে সাম্‌নে ও কী? খরস্রোতা নদী না? তাই ত! পার হবে কী ক'রে। খেয়া ত নেই। ও-পারে ভবানী-মন্দির। সেখানে যে ওকে পৌঁছতেই হবে আজই রাতে। কিন্তু কেমন ক'রে? সাঁতার দিয়েই পার হবে—কী হয়েছে। মন বড় ব্যাকুল—আর দেরি কেনই বা? কিন্তু ভয়ও করে যে। অচেনা নদী। তার উপর যে গর্জন! এমন সময়ে ও পারের ভবানী-মন্দির থেকে সম্মিলিত কণ্ঠের স্তোত্র:—

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারকর্ত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারহেতু র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্ত ঘোরে, বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

ওর বুকের মধ্যে জেগে ওঠে কান্না—কতদিনের চাপা কান্না যেন। জামা খুলে ফেলে—দেবে ঝাঁপ কিসের ভয়?—কিন্তু যেই ঝাঁপ দিতে এগুবে অম্‌নি পিছনে একটি কুটীর থেকে গানের সুর আসে ভেসে। ও দাঁড়ায় থম্‌কে। শোনে একটি মেয়ে গাইছে:

আমার দুটি আঁখির পানে তোমার আঁখি চাহিল।
হৃদয় মোর নিমেষ মাঝে অতলে অবগাহিল।
আঁখিতে আঁখি চাহিল॥
কী যেন কোন গোপন ধারা
করিল মোরে চেতনাহারা
চেতনা কোন স্বপনধারা সাগরে নামি' নাহিল।
আঁখিতে আঁখি চাহিল॥
নীরব সে যে, নিবিড় সে যে, মগ্ন সে যে গভীরে।
ভাষায় তবু সে-ভালোবাসা ধরিতে হবে কবিরে।

তাই কি মেলি' নয়ন তব
আমারে নিলে হে অভিনব,
তব অকূল-মিলনে তাই এ-তনু তরী বাহিল।
আঁখিতে আঁখি চাহিল॥

বড় সে পরিচিত স্বর যেন···অথচ কিছুতেই মনে করতে পারে না যেন! কান পেতে শোনে। শুনতে শুনতে ওপারের ভবানী-মন্দিরটা ঝাপসা হ'য়ে আসে। ও চলে কুটীরের দিকে। ঢুকে দেখে একটি মেয়ে নেচে নেচে গান গেয়ে ওকেই ডাকছে। ওকেই। তাই ত! এ কী। শমিতা!!

অসিত: এ কী? তুমি? শমিতা!

শমিতা (ম্লান হেসে): মনে পড়েছে? আমি ভেবেছিলাম ভুলে গেছ। এসো বোসো।

অসিত: না। আমাকে যেতে হবে।

শমিতা: কোথায়? এমন সন্ধ্যায়! দেখ কী সুন্দর! চারদিকে কত ফুল ফুটেছে। কোথায় যাবে এখন?

অসিত: ওপারে—ভবানী মন্দিরে।

শমিতা: পাগল! নদী পার হবে কেমন ক'রে?

অসিত: কেন? সাঁতার দিয়ে।

শমিতা (ব্যাকুল): অমন কোরো না। এ পাহাড়ে নদী—এখানে ওখানে সব ধারালো পাথর আছে জলের তলে। রাতে কিছুই দেখতে পাবে না। অন্তত আজ রাতে থাকো আমার কুটীরে লক্ষ্মীটি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

অসিত (দোমনা): আচ্ছা—কালই যাব তাহ'লে—

ওপারে ভবানী-মন্দির ফের উজ্জ্বল হ'য়ে আসে, স্তব আসে ভেসে

সুদূর দীপ্তি বিহ্বলা হিরণ্যগর্ভবন্দিতা!
অমাতটে সমুচ্ছলা অদৃশ্যরশ্মিরঞ্জিতা!—
বসুন্ধরা সদা স্বপে স্ফুলিঙ্গ যার গৌরবে;—
মরীচি যার উৎসবে যুগান্ধতা পরাভবে;—
প্রবাহি' যে ধরাঙ্গনে দ্যুলোক পদ্ম মঞ্জরে;—
ধিয়ান-সিংহ-আসনে পরার্ধ দৈত্য সংহবে;—

শুনতে শুনতে শমিতার মুখ ঝাপসা হ'য়ে গেল। অসিত "না না—আমার যেতেই হবে" ব'লে ছুটল নদীর তীরে। অম্‌নি কুটীর থেকে শমিতা গেয়ে উঠল ওরই সেই-কবে-শেখানো গান:

প্রেম-তরণীর ওগো মাঝি,
আমি তব তরী আজি রাতে।
তব তটিনীতে জাগিয়াছি
দুটি অতন্দ্র আঁখিপাতে।

যাবে এ-জীবন দুলে দুলে
তব বাঞ্ছিত কূলে কূলে
পালখানি আজ নাও তুলে
হালখানি ধরো নিজ হাতে।

করি অনুরাগে রঞ্জিত
তোমারি স্বপনে রাখো বেলা
তব সুধা করি' সঞ্চিত
শত তরঙ্গে খেলো খেলা।

তব তারকার দিশা আনি'
দাও মোরে উজ্জ্বল বাণী
পরশিয়া তব ধ্রুব পাণি
লঙ্ঘিব শত সংঘাতে।

ও ফিরে দেখে শমিতা কুটীর থেকে যেন বেরিয়ে এসেছে। গানটির শেষের দিকে ওর ধারে দু'হাত বাড়িয়ে যেন ডাকছে নেচে নেচে। ও পারে না ঝাঁপ দিতে—ফেরে। অম্‌নি ওপারে মন্দির হ'য়ে যায় ফের ঝাপ্‌সা। ও মন্ত্রমুগ্ধের মতন শমিতার কাছে এগিয়ে এসে ধরে ওর হাত। অম্‌নি ওপারের মন্দিরে শাঁক ঘণ্টা ওঠে বেজে। ও চঞ্চল হ'য়ে ফেরে আবার। কিন্তু শমিতা ছুটে এসে ফের যেন ধরে ওর হাত, বলে: "কী করো অসিত! ঝাঁপ দিলে নদীতে নিশ্চিত মৃত্যু।"

ও জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে নিতে যাবে, অম্‌নি এ কী!—শমিতা তো নয় এ!—কে এ-অবগুণ্ঠিতা?

অসিত: কে তুমি? শমিতা তো নও।

অবগুণ্ঠিতা: না।

অসিত: তবে?

অবগুণ্ঠিতা (ঘোমটা ফেলে দেয়): এবার?

অসিত ( সাশ্চর্যে ) : আরতি ! এখানে কেন ?

আরতি : ওপারে যাবার এত তাড়া কী অসিত ? যাবেই তো, না হয় আরো দুদিন রইলে এপারে। দেখ তো চেয়ে কত ফুল ফুটেছে। সুন্দর না ?

অসিত : আমাকে দুর্বল কোরো না আরতি—দেরি করতে চাই নে আমি আর। ঐ শুনছ না ?

শাঁক ঘণ্টা বেজে ওঠে ফের

আরতি : ও চিরদিনই বাজবে। ছায়ার শাঁক—ছায়ার ঘণ্টা। কায়ার তো নয়।

অসিত : আবার পিছু ডাক ? না আরতি—গুরুদেব ! সহায় হও —আমি পারছি না একা।

সঙ্গে সঙ্গে ওপারের মন্দির উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে পূজারী ধরে গুরুদেবের রূপ। দেখে ও সেই শুভ্র বেদী—মধ্যে গুরুদেব ব'সে ধ্যানস্থ—একধারে সাধকেরা অন্যধারে সাধিকারা স্তব গাইছে :

পরার্ধ-কণ্টক-ক্ষতে ভুলে বিনিদ্র রাধনে ;—
ধনধ্রুবে পদে পদে ত্যজে অসাধ্য-সাধনে ; —
তপঃ-স্বয়ম্বরা চিতে বিলাস বিস্ময়ে ভবে ;—
অসীম স্বপ্ন ঝংকৃতে অমূর্ত মন্ত্র যে জপে ;—
পদে নমামি তার মা তব স্তবে হিয়া নতা ;—
দুরাশিনা ! তিলোত্তমা ! শুভা ! অনাগতব্রতা !

অসিত আরতির হাত ছাড়িয়ে নেয় জোর ক'রে—পাগলের মতন ঝাঁপ দেয় নদীতে।—

ঘুম ভেঙে যায়

অসিত ( বিছানায় উঠে বসে ) : ঘরে কে ?

ওর শিয়রের কাছে জ্যোতির্ময় সূক্ষ্মদেহ

অসিত ( দাঁড়িয়ে করযোড়ে ) : গুরুদেব !

গায়ে ওর কাঁটা দেয়। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে সাশ্রুনেত্রে। জ্যোতির্ময় মূর্তি ওর মাথায় হাত রাখে। শরীর ওর জুড়িয়ে যায় যেন। কী শান্তি !

ওঠে।

তখন মূর্তি মিলিয়ে গেছে।…কিন্তু কানে বাজছে

সুদূরদীপ্তিবিহ্বলা হিরণ্যগর্ভবন্দিতা !
অমাতটে-সমুচ্ছলা ! অদৃশ্যরশ্মিরঞ্জিতা !

# চতুর্থ অঙ্ক

আরতি হ্রমেলে ফিরে আসার ত্রদিন পরে—সকাল বেলা। যাদু ওর ঘরে বিছানায় স্তূপীকৃত বালিশের দেয়ালে ঠেশান দিয়ে ব'সে। ওর পায়ের কাছে—খাটেই—অমিতা ব'সে একটা গলাবন্ধ বুনছে।

যাদু : গলাবন্ধ বুনতে হ'লে কথা বন্ধ করতে হবে একথা গুরুদেব কবে বললেন কোন্ তন্ত্রের ভাষ্যে ?

অমিতা : ফের যোগ নিয়ে ঠাট্টা ?

যাদু : না ক'রে করি কী—তোমার গম্ভীর মুখ দেখতে দেখতে দম যে বন্ধ হ'ল !

অমিতা ( কৃত্রিম কোপে ) : এই রৈল বোনা।

যাদু ( খুসি ) : এখন গান শোনা। দেখ দেখি, তোমাদের কবিদের দলে মিশে আমার মতন নিরেট গদাধরও বীণাপাণির বীণা ছুঁয়ে ফেলল বুঝি বা !

অমিতা : অমন কথা ঠাট্টা ক'রেও বলে না। তুমি আবার মোটা কোন্খানটায় শুনি ? এ আঠার দিনে তো আধখানা হয়ে গেছ।

যাদু : আচ্ছা, আমার কি খু—ব রক্ত বেরিয়েছিল সেদিন ?

অমিতা ( শিউরে ) : উঃ! মনে করিয়ে দিও না। রক্ত যে অমন পিচকিরির মতন ঠেলে উঠতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না।

যাদু : একটু কাছে এস অমু ! ( ওর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ) এ যাত্রা বেঁচে গেলাম তো শুধু তোমারই সেবার জোরে।

অমিতা : ছাড়ো ছাড়ো। কে যে কখন কোন্দিক থেকে এসে পড়ে—তোমার এ ঘরের আবার চারটে দরজাই খোলা।

যাদু : হ'লই বা খোলা।—মানে ( তর্জনী তুলে সাদরে ) যখন চতুর্দোলের পথ আর বন্ধ হবার নয়—তোমার মা-র ভাষায়।—মনে পড়ে ?

অমিতা ( ফের বুনতে বুনতে—দীর্ঘনিশ্বাস ) : পড়ে।

যাদু : ফের গম্ভীরা যে !

অমিতা : একটা গান মনে পড়ছে কেবল কেবল—কেন জানি না।

যাদু ( ওর হাত ধ'রে ) : কী হয়েছে বলো তো তোমার ?

অমিতা ( হাত ছাড়িয়ে ব্লাউজের হাতায় চোখের জল মুছে ) কী জানি ?

যাদু : গান গাও একটা—দেখবে মন ভালো হ'য়ে যাবে।

অমিতা : এখন ভালো লাগছে না।

যাদু ( উদ্বিগ্ন ) : কী হয়েছে অমু ? কেউ কিছু বলেছে না কি ফের ?

অমিতা : দূর্।

যাদু : তবে ?—না, কী গান মনে পড়ছে বলছিলে ?

অমিতা বিষন্নকণ্ঠে গুন্ গুন্ ক'রে ধরে :

নয়নে ছিল হাসি<br>বাহিল অশ্রুরাশি<br>দুজনায় বাহির হ'য়ে<br>যবিনু একা ঘরে।

যাদু : আলোর তিথিতে এ মেঘের ছায়া এল কোত্থেকে ?

অমিতা : বাদ্‌লা বেলায় আলোর মেয়াদ কতটুকু মণি ?

যাদু : এ কার কথা ?

অমিতা : অসিদার।

যাদু : এ কি সত্যি ?

অমিতা : গুরুদেব তো বলেন।

যাদু : কী বলেন ?

অমিতা : কেন মিথ্যে আমাকে দিয়ে কুডাক ডাকাচ্ছ মণি ? তুমি কি জানো না গুরুদেব কী বলেন ?

যাদু : কী ?

অমিতা ( ফের চোখ মুছে ) : ভগবান্ ছাড়া সুখের আশা দুরাশা।

যাদু ( একটু চুপ ক'রে ) : অমন মন খারাপ করে তাই ব'লে ?

অমিতা বিষণ্ণকণ্ঠে গুন্ গুন্ করে ফের :

জমিলে প্রাণের মেলা
তখনি ভাঙে খেলা
হিয়াতে রাখি যারে
হারিয়ে যায় সে পরে।

(থেমে) তাই তো দিদি মাকে পই পই ক'রে মানা করে মেয়েকেও সংসারের জালে না ফেলতে।

যাদু (একটু চুপ ক'রে থেকে): তোমার কি মনে হয় গুরুদেবও এই ধরণের পেসিমিস্ট?

অমিতা: না। তবে সংসারীরা—মানে তুমি-আমি—যে-ধরণের অপ্টিমিস্ট, গুরুদেবকেও? কি ঠিক সে-ভাবের ভাবী বলবে তুমি?

যাদু: এমন প্রশ্ন তোমার মনে এল কেন অমু?

অমিতা (ম্লান কণ্ঠে): কী জানি কেন? তোমার আসে নি কখনো?

যাদু: এসেছে—তবে সম্প্রতি।

অমিতা: কী? বলো না মণি,—লক্ষ্মীটি!—না, বলতেই হবে।

যাদু: আমি কি গুছিয়ে কিছু বলতে পারি অমু? তার চেয়ে তুমি গান গেয়ে বুঝে নেও আমার কী মনে হয়।

অমিতা: গান গেয়ে? মানে?

যাদু: সেদিন দাদার কাছে শিখছিলে না ঐ গানটা? গাও না অমু—লক্ষ্মী সোণা। ঐ "আমি যে পথহারা ফুলবনে"—ওটি আমাকে যেন সেদিন সন্ধ্যাবেলা জাগিয়ে দিল নতুন ক'রে।

অমিতা: ও।

যাদু: ও নয়। গাও। ওর সুরটিও যে কী অপরূপ হয়েছে!

অমিতা গায় যদুর তবলার সঙ্গতে :

কাঁটার ব্যথা দিয়ে ফুটালে যদি ফুলে
কেন গো ফুটিলে না আপনি সে-মুকুলে?
আমি যে পথহারা ফুলবনে!
আমার মঞ্জরী করে প্রবঞ্চনা মোহন সৌরভ-রঞ্জনে।

আলোক সাধি' কাটে আঁধারময়ী নিশা,
তপন ওঠে—তবু হারায়ে দেয় দিশা
প্রখর কিরণের ঝলকনে !
যাহারে ভালোবাসি সে কেন ছলনায় আমারে বিফলায় খণে খণে ?

আমার ধরণীতে শীতের বেলাশেষে
ফাগুণ হ'য়ে এসো অমল হাসি হেসে
আমার মল্লিকা-রঙ্গনে।
বিকশি' দাও তব অমর মন্দার ধূলিরে তুলি' লহ নন্দনে।

যাদু : ও কী ?

ওর হাত ধ'রে ওকে কাছে টেনে নেয়

অমিতা যাদুর পায়ের কাছে উপুড় হ'য়ে কাঁদে। দেহ ওর কেঁপে কেঁপে ওঠে। যাদু ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে কাছে টেনে নেয়। অমিতা ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে

যাদু : আমি তো অন্তত পাশে আছি অমু !

অমিতা ( উদাস কণ্ঠে ) : কেউ কি জানে ?

যাদু : জানে না ?

অমিতা ( কী বলতে গিয়ে আত্মসংবরণ ক'রে ) : যাক্ একথা।

যাদু : না বলো লক্ষ্মীটি। তাকাও আমার দিকে। বলবে না ?

অমিতা ( তাকিয়ে ) : আমার কদিন থেকেই মনে হচ্ছে কী জানো ?

যাদু : কী ?

অমিতা : "তপন ওঠে—তবু হারায়ে দেয় দিশা
প্রখর কিরণের ঝলকনে।"

## ২

দিন চার পাঁচ পরে। মাথার উপরে দ্বাদশীর চাঁদ হাসছে নির্মেঘ আকাশে। নিচে ঝিলম চলেছে গান গেয়ে এখানে ওখানে কালো শিলার ধাক্কা খেয়ে ঘূর্ণি র'চে। অসিত ও আরতি চলেছে হাত ধরাধরি ক'রে পদব্রজে।

অসিত : এই দেখ এইখানেই এসেছিলাম ধুতরো ফুল তুলতে। ( বসে ) যার পরে সেই মহিষাসুর পর্ব।

আরতি ( বসে ) : সত্যি। ( হাসে—তার পরেই গম্ভীর হ'য়ে ) মানুষ কী অসহায় অসিত, না ?

অসিত : অথচ কী সবল! সময়ে সময়ে ভেবে যেন কূলকিনারা পাওয়া যায় না—কোন্‌টা তার স্বরূপ—না ?

আরতি ( একটু চুপ ক'রে থেকে ) : আমায় ক্ষমা কোরো অসিত।

অসিত ( ওর একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে ) : সে কি ?

আরতি ( হাত ছাড়িয়ে ) : না অসিত। নিজেকে এত বেশি বিশ্বাস করব না আর।—কোথায় আমি তোমাকে—গুরুদেবের ভাষায় —শক্তি দেব!

অসিত : অমন খেদ করে না। এসব আসে তো আমাদের ছল্‌তেই।

আরতি : ছল্‌তে ?

অসিত : গুরুদেব বলেন না ঢেউয়ের একটা কাজ নৌকোকে ঘা মেরে মেরে দেখানো কোন্ ফাঁক দিয়ে অজান্তে নৌকায় জল উঠছে? প্রবৃত্তি রুখে ওঠে যোগে আরো বেশি ক'রে কেন—জানো তো। একটা বাসন কিনতে গেলে তুমি বাজিয়ে নেবে অথচ ভগবানের সমুদ্রে যে ডুব দিতে চাইবে—তিনি দেখবেন না তার দম কতখানি ?

আরতি : একটা গান গাও না অসিত। কতদিন যে শুনি নি তোমার গান!

অসিত : শান্ত হ'য়ে গান শুনবে, না ঘাট ছেড়ে কেবল আঘাটায় আঘাটায় ছুটোছুটি ক'রে বেড়াবে—আগে ঠিক করো।

আরতি : না বেড়ালে বেগ পেতে হ'ত তো তোমাকেই।

অসিত : ফে—র ?

আরতি : কিন্তু কী-ই বা বলি ছাই ও ছাড়া ? তুমি কি আজ-কাল একটুও বলো ভালো ভালো কথা ? কেবল ঠাট্টা আর ঠাট্টা—না হয় ছড়া কাটা।

অসিত ( একটু চুপ ক'রে থেকে ) : তুমি তো জানো আরতি, বড় বড় কথা বলতে আমার বাধে কেন!

আরতি : ফের বিনয় বচন ?

অসিত : তোমাকে বার বার বলি বিনয় আমার দুচক্ষের বিষ, তবু তুমি বলবে—বিনয় বিনয় বিনয়।

আরতি : কিন্তু না ব'লে করি কী বলো ?

অসিত : এইটুকু বুঝবার চেষ্টা যে শ্রীমান অসিত অতি দুর্বল যোগী।

আরতি : সময়ে সময়ে ভাবি—তোমারও দুর্বলতা আসে কোন্ পথ দিয়ে !

অসিত : সেই সার্বজনীন পথ—আত্মসমর্পণের অনিচ্ছা।

আরতি : অনিচ্ছা, না অক্ষমতা ?

অসিত ( সুরে ) :

'পারি না পারি না'—বলে অভিমানী আঁখি মুদি' হায় কত ছলে
চোখ চেয়ে যেই দেখি সখি, ও কী !—'চাহি-না' লুকায়ে হাসে তলে !

এটা ছড়ার ছবি নয় আরতি—একেবারে stark naked truth : ছুটোছুটি করায়ও যে, লণ্ডভণ্ড করায়ও সে-ই।

আরতি ( হেসে ) : তোমারি ভাষায়—'আগে কহ আর'।

অসিত : কইব সত্যি ? স্মৃতি-উদ্দীপনী কিছু ?

আরতি ( হেসে ) : Do well and right and let the world sink.

অসিত : তথাস্তু—তবে শোনো বিদ্রোহিনী ( আবৃত্তির সুরে ) :

নিজ-হাতে-জ্বালা প্রদীপ নিভাও, আপনার ঘর ভাঙো,
এখনো মর্ত্য-বাসনা-রক্তে রাঙো,
এখনো আত্মসমর্পণের
ধারা ধরো নাই তব পুরুষের
উদার বক্ষে—এখনো যে তুমি সব দিতে পারো নাই
আপনারে হানো তাই।

মনে পড়ে না কি—পূর্ণ চাঁদের ঝর্ণায় স্নান করি'
তুমি চলেছিলে মোর হাতখানি ধরি' ?

তুলিয়া একটি রজনীগন্ধা
বলিয়াছিলাম : 'ওগো সুনন্দা
রূপান্তরিত হবে না কি তুমি এমনি শুভ্রতায় ?'
অমনি কী হ'ল হায় !

মোর হাত হ'তে কাড়িয়া সে-ফুল ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া দিয়া,
কবরীমুক্ত কালো কেশ এলাইয়া
ছুটিয়া ছুটিয়া ঝটিকার ম'ত
ভাঙিলে নিমেষে ফুলতরু যত,
সে কী বিদ্রোহে মুহূর্তে তুমি হ'লে যে সর্বনাশী,
হাসিয়া অট্টহাসি

পাগলিনী সম ঝরালে অঝোর অশ্রুর বরষণ,
চিত্তগগনে বিরচিলে আবরণ
মর্ত্যকামনামত্ত জলদে
এখন করুণ দুনয়ন হ'তে
কপোলে তোমার অশ্রুধারার যে-মুক্তামালা গাঁথো,
সে তখন ছিল না তো !
'কাল রজনীতে ঝড় হ'য়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে' !
কেন ঝড় হ'ল সে কথা কি নাই মনে ?
আঁধার-প্রলয়-মাতঙ্গ আসি'
শুভ্র বিকাশ কেন গেল নাশি'
কুসুম দলিত করেছিল কার ক্রুদ্ধ চরণাঘাত,
কেন ডুবেছিল চাঁদ ?*

অসিত ( হেসে ) : কী ভাবছ ?

আরতি : ভাবছি—না হয় ঝড়ই আনে আমাদের এই এলোকেশের কালো মেঘ—কিন্তু ছুটোছুটি করান সে কোন্ প্রভু ?

অসিত : সেটা না হয় তুমিই বুঝিয়ে দিলে ।

আরতি : ভাবছ দুহাত তুলে বলব—I give up ? বলব না, বলব না, বলব না । আমি জানি যে ।

অসিত : ঈ-শ্‌। অত সোজা নয়। জানলে স্থির হ'তে।

আরতি : জানা আর পারা কি এক ?

অসিত : যোগে একই। যা আমাদের অশান্তি আনে তাকে চিনতে পারলে সে টিঁকতে পারে না।

আরতি : কিন্তু—

অসিত : আমি জানি আরতি কোথায় তোমার বাধছে। কিন্তু আমি সে-জানার কথা বলছি না যাতে ক'রে আমরা তথ্য জানি—অর্থাৎ informatron বা instruction : আমি বলছি জাগা—awakening। নিজের ভিতরের আলোয় যে জেগে উঠল বাইরের আলো তো তার কাছে ছায়া হ'য়ে যাবেই গো। এ আমার কথার কথা নয়। ঐ গানটা কি তোমাকে শোনাই নি—'এমনি স্মরণে জাগালে পরাণ—ভুলালে যা কিছু ছিল স্মরণে ?'

আরতি : না তো ! গাও না অসিত।

অসিত গায় :

এমনি স্মরণে জাগালে পরাণ
ভুলালে যা কিছু ছিল স্মরণে !
কী পেয়েছি—তার কী গাহিব গান ?
কী দিয়েছ—হায়, কহি কেমনে ?

না চাহিতে যে গো আপনি মিলিল,
অহেতুক প্রেমে দিলে গহনে !
অতীতের দিশা চিহ্ন মুছিল
নবীন দিশারি-ছবি-বরণে।

ছিল না যাহার কোনো দাবি-দাওয়া
তারে দিলে তব চিরন্তনে
যা কিছু পেয়েছি সবি প্রিয়, পাওয়া
তব চরণের অনুসরণে।

আরতি ( একটু চুপ ক'রে থেকে উচ্ছ্বসিত সুরে ) : কত সত্যি কথা অসিত ! জীবনে যে কোনোদিনো অমূল্য কিছু পেয়েছে মূল্য দিতে তার সাধ যাবেই। তাই বুঝি যখন আমাদের জীবনের বাঁধাবাঁধির মধ্যে

হয় অপরূপের পদার্পণ তখন শুধু গানে কাব্যেই তার অঙ্গীকার চলে—চলতি আবেগ উচ্ছ্বাসে না। (একটু থেমে) আরো একটা পুরোণো কথা আজ আমার মনে হচ্ছিল, জানো ?

অসিত : থামলে যে ?

আরতি : কথাটা বলবার মতন ক'রে বলা কঠিন ব'লেই বাধে অসিত, তাই তো এত দুঃখ হয় সময়ে সময়ে ভগবান্ কেন আমাকে হৃদয় দিয়েও কণ্ঠ দিলেন না।

অসিত : তবু ?

আরতি : মনে হচ্ছিল—নতুন আলোয় কোনো অমূল্য বরদান যখন পাই তখন সে-দানের মধ্যে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে থাকে একটা যেন—কী বলব—মরণের ডাক।

অসিত : মরণ ?

আরতি : তোমাদের মহাভারতে স্বেচ্ছামৃত্যু ব'লে একটা কথা আছে গুরুদেব বলছিলেন না ? এ তাই। মনে আছে রুমির সেই পায়রার গল্প ?

অসিত : কোন্ ?

আরতি : নেই ? সেই যে বণিক পুষেছিল এক পায়রা। বেচারি পায়রা ! খাঁচায়ই তাকে থাকতে হয়। একদিন বাইরের গাছের ডালে এক বনের পায়রাকে জানালো তার বন্দী জীবনের দুঃখ। যে-ই জানানো—অম্‌নি বাইরের পায়রাটি গাছ থেকে মাটিতে প'ড়ে গেল ধুপ্ ক'রে। খাঁচার পায়রা বুঝল ওর সংকেত। পরদিন বণিক আসতেই মরার মতন প'ড়ে রইল। বণিক কী আর করে—দুঃখিত হ'য়ে ওকে বের ক'রে এনে দেখছে বাঁচে কি না—অম্‌নি ও হুশ্ ক'রে উড়ে গিয়ে সেই গাছের ডালে বসল। মুক্তির নবজীবন অম্‌নি মেলে না—তার জন্যে চাই জন্মান্তর—স্বেচ্ছামৃত্যুর মধ্যে দিয়ে।

অসিত : কথাটা বড় সুন্দর বলেছ। একথা আমারও যে কতবারই মনে হয়েছে—বিশেষ যখন দুঃখ পেয়েছি মরণান্তিক। এই সব দুঃখের মধ্যে দিয়েই বুঝি অতীত জীবন বিদায় নেয়—আসে দেহান্তর, যার ফলে হয় নবজন্ম। একথা আরো মনে হয়েছে সম্প্রতি কাকে দেখে জানো ?

আরতি : যাদুকে ?

অসিত : হ্যাঁ। ওর হয়েছে একটা নবজন্ম—কিন্তু হ'ত কি, যদি মৃত্যু ওর এত কাছে না আসত ? না, আমি শুধু ওর অসুখের কথাই বলছি না—যে-দুঃখের মধ্যে দিয়ে ওকে যেতে হ'ল তারই কথা বলছি।—কে ?

অমিতার প্রবেশ

অমিতা : আমি, অসিদা!

অসিত : আয় আয় বোস। এইমাত্র তোদের কথাই হচ্ছিল। ব্যাপার কী ? এমন অসময়ে, যে ?

অমিতা : একটা চিঠি—দিদির—'urgent' লেখা।

আরতি : আমার! (হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে খামের দিকে তাকিয়ে) অচেনা হাতের।—বোসো না ভাই, দাঁড়িয়ে কেন ?

আরতি ছিল অসিতের ডানদিকে ব'সে, অমিতা বসল বাঁ দিকে—অসিতের কাছ ঘেঁষে। অসিত ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে কাছে টেনে নেয়

অসিত : যাদু কেমন—এখন ?

অমিতা : একটু আধটু চলাফেরা তো করতে পারেন কিন্তু কোথায় একটু ব্যথা গিয়েও যেন যাচ্ছে না। কেন যাচ্ছে না ভাই ?

অসিত : ওরে পাগ্‌লি—অন্ত্রে এবার লেগেছিল ওর আঘাত—যাকে বলে: 'আঁতে ঘা।' গুরুদেবের আশীর্বাদ নৈলে কি বাঁচত ?

অমিতা (শিউরে) : তিনি কি তাই বললেন না কি ?

আরতি (চিঠি পড়তে পড়তে) ; Good God! (ওরা ওর দিকে তাকাতেই) আভা ও নিভাননী রওনা হয়েছেন কলকাতা থেকে। এখানে দু'চার দিনের মধ্যেই এসে পৌঁছবেন।

অমিতা (বিচলিত) : এখানে ? মানে ?

আরতি (অমিতাকে চিঠিটা দিয়ে) : পড়ো না।

অমিতা (অসিতকে দিয়ে) : তুমিই পড়ো অসিদা।

অসিত ( মৃদুকণ্ঠে পড়ে ) :

"মা আরতি,

তোমার সঙ্গে মাত্তর সেই একদিনের আলাপ, কিন্তু তোমাকে ভুলতে পারলাম কই? মেয়েটার কথা কিছু মনে কোরো না মা। ও ছেলেবেলা থেকেই ওর মাথার মধ্যে এক তক্ষককে পুষে আসছে—রাগ। কী যে বদরাগী ও জানো না। কিন্তু ভিতরটা ওর শাদা মা—সত্যি শাদা। প্যাঁচ ট্যাঁচের ধার ধারে না। ওর ভারি দুঃখ হয়েছে। ও তোমার ছোট বোন, দিদি কি ছোট বোনের অপরাধ নেয় মা? ( সত্যি দিদি, ক্ষমা করবেন যদি পারেন—আপনার অপরাধী বোন আভা )"

( অমিতার দিকে তাকিয়ে ) হুঁ। নতুন ধরণের চিঠি লেখা বটে। মডার্ণ par excellence—কী বলিস রে অমু?

অমিতা ( কম্পিতকণ্ঠে ) : পড়ো পড়ো ভাই, লক্ষ্মীটি।

আরতি ( সাশ্চর্যে ) : কী হ'ল হঠাৎ? মুখ চোখ অমন হ'য়ে গেল যে?

অমিতা : দূর্। ( অসিতের পিঠে হাত দিয়ে ঠেলে ) পড়ো না ভাই।

অসিত : এতে এত বিচলিত হলি কেন দিদি? ওর যে যাদু সে তো বাজেয়াপ্ত হ'য়ে গেছে কবে।

অমিতা ( হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে ) : কী যে করো! আমি উঠে যাব কিন্তু। পড়ো।

অসিত ( গম্ভীর হ'য়ে ফের পড়ে অগত্যা ) : "ঐ দেখ মা, মেয়ে জোরজার ক'রে এখানেই বসিয়ে দিল একছত্র। বলে কি, না হ'লে তুমি হয়ত ঠাউরে বসবে—এ সেই মেয়ের তরফে মার মামুলি ওকালতি।

"যাক গে মা। কথা হচ্ছে এই যে ওকে তোমার মাপ করতেই হবে। ও একেবারে যেন শুকিয়ে গেছে কদিনেই। তা-ও ও মেয়ে মুখ ফুটে কিছু বলে নি। কিন্তু কাল ও কি ক'রে খবর পেয়েছে যে যাদুগোপালের না কি ভালুকে পেট চিরে দিয়েছে। তোমাদের কে এক সাধক লিখেছে

চঞ্চল ব'লে ওর এক বন্ধুকে—লাহোরে। চঞ্চল ওকে লিখেছে কালই এই নিয়ে ঠাট্টা ক'রে। কিন্তু সেই থেকে মেয়ে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সে কান্না ওর যদি দেখতে মা আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে! বলে—'কী জানি মা—হয়ত আমার আংটি ফেরত দেবার পাপেই এমনটা হ'ল!' ওকে কত বোঝাই 'লংকায় রাবণ মোলো বেহুলা কেঁদে আকুল হ'ল' এ কেমন ধারা কথা?—ওর পাপের ফল দিল কি না বুনো ভালুকে! হয় কখনো? কিন্তু মেয়েরা নাচলে কুঁদলে মোটর হাঁকালে টেনিস খেললে হবে কী বলো মা? বুদ্ধি সেই মেয়েলিই থাকে তো। কাজেই ও কানেই তোলে না কোনো কথা। বলে—আজই চলো তুমেল। আমারো বুকের মধ্যে যে কী করছে মা, অন্তর্যামীই জানেন! কে জানে হয়ত ও ঘেন্নায়ই প্রাণ দিতে গিয়েছিল ভালুকের সাম্‌নে গিয়ে? ও যে কী অভিমানী ছেলে আমি জানি তো। একটু মুখচোরা ভীতু মতন বটে, কিন্তু ওর ভালোবাসা যে-ই পেয়েছে সে-ই জানে মা ও কী বস্তু। তুমি তো ওর আপন দিদিরো বাড়া মা। ওকে বুঝিয়ো। আমরা কাল পরশুর মধ্যেই রওনা হচ্ছি—মোটরেই রওনা হব। লাহোর কিম্বা রাওলপিণ্ডি থেকে তার করব। মেয়ে ধরেছে যাদুকে তুমেল থেকে তুলে নিয়ে চেঞ্জে যাবে কাশ্মীরে—গুলমার্গে। ও যা ধরবে তা তো ছাড়বে না মা—

আরতি: ও কী। অমিতা!

অমিতা দু'হাতে মুখ ঢেকে শুন্‌ছিল ওরা কেউ খেয়াল করে নি—ঠিক এই সময়েই ওর দেহ চাপা কান্নায় কেঁপে উঠল

অসিত (চম্‌কে): কী হয়েছে?

অমিতা কিছু না ব'লেই অসিতের কোলে ভেঙে পড়ে—
তারপর কান্না আর কান্না

অসিত: শোন্—ও কী রে? লক্ষ্মী দিদি আমার! আরতি!

ইঙ্গিত করে

আরতি (অমিতার কাছে এসে ব'সে ওর মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে): কেন ভাই অমন করছ অকারণে?

অমিতা ( মাথা নেড়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ): অকারণ নয় দিদি! আভাকে উনি ভুলতে পারেন নি। স্বপ্নে 'আভা আভা' ক'রে কতবার যে চেঁচিয়েছেন—সেদিনও। ও মা! ( ফের কান্না এসে ওর কথাকে দেয় ডুবিয়ে—ও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে )

আরতি: এ কী? এ যে হিস্‌টিরিয়ার মতন! অমিতা! ও অমিতা!

মালা জপ করতে করতে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ ব্যস্তভাবে

হেমাঙ্গিনী: কী কী? অমু! ওমা! কী হ'ল মা?

আরতি: ব্যস্ত হবেন না মাসিমা। এমন কিছু হয় নি—একটু মূর্ছা গিয়ে থাকবে। ওর কি হিস্‌টিরিয়া আছে নাকি?

হেমাঙ্গিনী: হিস্‌টিরিয়া? না তো!—কী হবে মা?

অসিত ( কাছে গিয়ে ): কিছু হবে না মাসিমা—তুমি এগোও তো, আমরা ওকে নিয়ে যাচ্ছি। না আরতি, তুমি ছেড়ে দাও; ওকে আমি একাই নিয়ে যেতে পারব—ও তো বাচ্চা।

ওকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে অসিত নিক্রান্ত

হেমাঙ্গিনী: কী হবে মা?

আরতিকে জড়িয়ে ধ'রে কান্না

গুরুদেবের প্রবেশ গুন গুন ক'রে গাইতে গাইতে

এম্‌নি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে:
গতায়াতের পথ আছে—তবু মীন পালাতে পারে!

এ কী?—ব্যাপার কী আরতি?

আরতি: কিছু না গুরুদেব। অমিতা একটু মূর্ছা গেছে—আভারা আসছে শুনে। অসিত ওকে নিয়ে গেল।

গুরুদেব: ও। ( একটু পরে শান্তকণ্ঠে ) তা তুমি যাও আরতি—একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও—আমরা এলাম ব'লে।

আরতির দ্রুত প্রস্থান

হেমাঙ্গিনী : কী হবে গুরুদেব ! ( পায়ে পড়ে ) দেখবেন গুরুদেব !

গুরুদেব ( মাথায় হাত রেখে ) : দেখবার যিনি তাঁর চোখে কি ঘুম আছে মা ?—ওঠো মা। ছি ! এই কালই না বলছিলে সংসারের কিছুই আর টলাতে পারে না তোমাকে ?

হেমাঙ্গিনী ( উঠে কাঁদতে কাঁদতে ) : সব মনের ভুল গুরুদেব ! ও গেলে আমি বাঁচব না। আমার কি এতটুকু মনের জোর আছে ?

গুরুদেব : ছি মা ! বলি নি তোমাকে—ন হ্যাত্মপরিভূতস্য ভূতির্ভবতি শোভনা ? নিজেকে অবসন্ন করলে সংসারের হাজারো পরীক্ষা পাশ করবে কী ক'রে ?

হেমাঙ্গিনী : চিরজীবনই পরীক্ষা গুরুদেব ? শান্তি কি পাবো না কোনোদিনো ?

গুরুদেব ( চলতে চলতে ) : মা ! দিনের পর দিন আমরা হাজার হাজার নিশ্বাস টানি। দীর্ঘনিশ্বাসেও পাই সান্ত্বনা। তবু এসব ভুলে মনে রাখি কেবল সেই নিশ্বাসটি যেটি টানতে বুকে ব্যথা লাগে। শান্ত হও। শান্ত হ'লেই দেখবে তাঁর শান্তি রয়েছে ঘিরে সর্বদাই।

হেমাঙ্গিনী চলে গুরুদেবের সঙ্গে চোখ মুছতে মুছতে

গুরুদেব : মনে রেখো মা যে যোগ শুধু আসনে জপতপ, ধ্যানধারণা, আসন-প্রাণায়াম নয়। যোগ হ'ল সমস্তক্ষণ মহামায়ার কথা মনে রাখা —বিচার ক'রে হোক্, পুজো আচ্ছা ক'রে হোক, সব কর্ম তাঁর পায়ে দিয়ে হোক্, বেদনার সময়ে তাঁর করুণা মনে ক'রে হোক।—সবাই চলেছে মা তাঁরই পানে—কেউ বা চোখ খুলে, কেউ বা বুঁজে। তবে যোগ হ'ল সর্বদা চেতনাকে সমস্ত জীবন দিয়ে উধ্বর্মুখী করতে চাওয়া। বুঝলে মা ?

হেমাঙ্গিনী ঘাড় নাড়ে

গুরুদেব : আর সঙ্গে সঙ্গে এইটি মনে রাখা যে আঁধার যতই কেন কালো হোক সে আলোরই উল্টো পিঠ—তাই তো আলো-কে সে ভুলতে পারে না। ( হেমাঙ্গিনীর মাথায় হাত রেখে ) একথা সত্যি প্রত্যক্ষ করা যায় মা —তবে এ দৃষ্টি দিয়ে এ নয়—এর মধ্যে যে আর এক দিব্যদৃষ্টি লুকিয়ে আছে—তার শিখা জ্বেলে। আর এই জ্বালার নামই তো সত্যি সাধনা।

সোহনলালের প্রবেশ

এই যে সোহনলাল। মন্দিরে বাতি দিয়েছ?

সোহনলাল: হ্যাঁ গুরুদেব। সবাই অপেক্ষা করছেন আপনার।

গুরুদেব (হেমাঙ্গিনীকে): চলো মা মন্দিরে—আর দেরি নয়।

হেমাঙ্গিনী: কিন্তু অমুকে দেখতে—

গুরুদেব (হেসে): তাকে দেখার লোক আছে মা। অমন অধীর হয় কি? সাধনা করতে এসেছ অথচ ভুলবে না যে তুমি তার মা?

দূর থেকে স্তোত্রের সুর ভেসে আসে:

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু র্ন নপ্তা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।

ধীরে ধীরে গুরুদেব এলেন—পিছনে হেমাঙ্গিনী ও সোহনলাল···ভবানী মন্দির দেখা যায়···গুরুদেব গিয়ে বসেন বেদীতে···স্তোত্র চলে

৩

পরদিন সকালবেলা। যাদুর ঘরে যাদু ও আরতি। যাদু খাটে ব'সে বালিশ-কুশনে ঠেশ দিয়ে। আরতি ওর খাটের পাশেই একটা আরাম কেদারায় ব'সে।

আরতি: না ভাই। লুকোবার কী আছে বলো? ও ভালোই আছে আজ। গুরুদেব এসেছিলেন সকালবেলা ওর সঙ্গে ধ্যান করলেন অনেকক্ষণ। তারপর থেকেই ও অনেকটা জোর পেয়েছে।

যাদু (একটু চুপ ক'রে থেকে): একটা কথা জিজ্ঞেস করতে দেবেন দিদি?

আরতি (কোমল কণ্ঠে): এসব আলোচনা এখন থাক না ভাই। পরেই হবে না হয়।

যাদু: ভাবছেন ফের মন খারাপ হবে?

আরতি : একটু আধটু মন খারাপ হওয়ার তো কথা নয় ভাই, তোমার শরীরটা যে এখনো সারে নি পুরোপুরি—

যাদু : এ-শরীরটা দিয়ে কার এমন কী কাজ হবে দিদি যে না সারলে হাহাকার করতে হবে?—না দিদি ধম্‌কাবেন না আজ ফের। আপনাকে আমার বলতেই হবে।

আরতি কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে থেমে যায়। ওর একটা হাত টেনে নিয়ে স্নেহভরে হাত বুলোতে থাকে।

যাদু : আমার একটা বাই আছে দিদি ছেলেবেলা থেকেই। একে ওকে তাকে দেখলে প্রশ্ন ক'রে থাকি কী তাদের সবচেয়ে গভীর উপলব্ধি। কেউ বলে—শুদ্ধি, কেউ—শান্তি, কেউ—প্রেম, কেউ—দেশ, কেউ—নিষ্ঠা, কেউ—সন্তান। আমার জীবনে সবচেয়ে বড় উপলব্ধি কী বলুন তো?

আরতি : স্নেহ।

যাদু : হ'ল না। লজ্জা।

আরতি : লজ্জা! সে কি?

যাদু : হ্যাঁ দিদি। যখনি ভাবি আমি আমার নানান বাইরের সম্পদের কথা—টাকা, সদ্বংশ, স্বাস্থ্য, দৈহিক বল, যৌবন, দেখতেও হয় ত নিতান্ত অচল নই—তখনই মনে হয় আমার যে বিধাতা আমাকে একশত দিলেন বুঝি শুধু আমার লজ্জাকেই ফলিয়ে তুলতে। যাতে আর পাঁচজনের বুক দশ হাত হ'য়ে ওঠে তাতেই যে আমার মাথা হেঁট দিদি। তাই তো আমাকে আপনারা প্রশংসা করলেই আমি মাটিতে যাই মিশিয়ে—নিন্দে করুন দিকি—দেখবেন যাদু একেবারে পেখম মেলে টহল মেরে বেড়াচ্ছে মেঘের ডাকে ময়ূরের ম'ত।

চোখে ওর জল ভ'রে আসে

আরতি : এমন কথা বলে না। ছি। গুরুদেব বলেন না—নিজেকে ছোট করতে নেই?

যাদু ( কানে না তুলে ) : আমি ভয়তরাসে, আমি উচ্ছ্বাসী, আমি দেহবিলাসী—এর কোন্‌টা পৌরুষ দিদি? তাই তো গুরুদেবকে আমি সেদিনো জিজ্ঞেস করেছিলাম—আমার উপায় কী।

আরতি : কী বললেন তিনি?

যাদু : বললেন একটি ভারি চমৎকার কথা—'সংসারে কিছুই ফেলা যায় না যাদু। সব চেয়ে যা মলিন অকেজো এমন কি জঘন্য তা-ও সারের কাজ করে। তাই'—বললেন তিনি—'তোমার এই লজ্জাকেই মোড় ফিরিয়ে দাও—নিবেদন ক'রে দাও লজ্জানিবারণকে। বলো—আমি দীনহীন কাঙাল আতুর কাপুরুষ—তবু আমি তো তোমারি প্রভু—গড়তে হয় গড়ো, রাখতে হয় রাখো, ভাঙতে হয় ভাঙো। দেখবে তিনি সাড়া দেবেন—নিজেকে তাঁর হাতে ছেড়ে দিলে তিনি যে পটুয়ার মতন কুৎসিত কাদা থেকে সুন্দর প্রতিমা গড়েন বলে সেটা মিথ্যে জনশ্রুতি নয়—চাক্ষুষ করা যায় দিনে দিনে তাঁর শক্তির কাজ—গড়ার, বাছাই করার, যোজনা করার, শুদ্ধ করার। তবে সরলভাবে ডাকতে হয়—প্যাঁচ কষলে তিনি দূরে স'রে যান। তোমার আছে সরলতা—তাই তোমার ভয় কী বলো?'

আরতি : বড় সুন্দর কথা সত্যিই।

যাদু : শুধু সুন্দর নয় দিদি—বড় সত্যি কথা। যোগশক্তি কী বস্তু আমি জানি না—তবে এ আমি দেখেছি দিদি—বিশেষ ক'রে সম্প্রতি—যে সরল সুরে প্রার্থনা যেন চকমকি—তাতে আর সাড়াতে ঠোকাঠুকি হ'য়ে আলো জ্বলে ওঠে বুকের মধ্যে। একটা কথা বললে বিশ্বাস করবে দিদি?

আরতি : ছি ভাই, তোমাকে মিথ্যাবাদী কবে বলেছি?

যাদু : বলো নি—সে তোমার গুণে। কারণ—( মুখ নিচু ক'রে ) কারণ—মিথ্যে কথা আমি বলেছি—অমিতার কাছে। ( একটু থেমে মুখ তুলে ) তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই তোমাকে ব'লে—তুমি ওকে বোলো পরে—কারণ ওকে আমি কিছুতেই বলতে পারব না যা তোমাকে বলতে যাচ্ছি। একটু জল দেবে দিদি?

আরতি ( জল দিয়ে ) : থাক না ভাই এসব কথা আজ।

যাদু : না দিদি, ওরা কবে লাহোর থেকে এসে পড়বে কে বলতে পারে? তাছাড়া—আজ না বললে হয়ত আর বলা হবেই না। শোনো। ( আর এক চুমুক জল খেয়ে ) সেদিনকার সেই মহিষাসুর পর্বের ঠিক আগের রাতে এই ব্যাপার—মানে স্বপ্ন-পর্ব। আমি স্বপ্ন দেখলাম ফের সেই বাঘের। সেই ভয় পাওয়ার। কিন্তু তার পরেই দেখলাম মরা বাঘটা হাসছে।

আরতি : হাসছে ?

যাদু : হ্যাঁ—আর কে হ'য়ে জানো ? আভা হ'য়ে। শুধু তাই নয়—তার হাতের আংটি সে ছুঁড়ে ফেলে দিল, বলল : "কী গো বীরপুরুষ ! নিজে যে নির্বল সে-ও চায় অবলার কাণ্ডারী হ'তে ?" ঘুম ভেঙে গেল। কী যে ধিক্কার এল দিদি, কী বলব তোমায় ? কতক্ষণ কাঁদলাম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ! বললাম : 'ঠাকুর, পুরুষ ক'রে যদি গড়েছ তবে পৌরুষ থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখো না আর। আমার লজ্জা নাও, মুক্তি দাও—ভয় থেকে।'—এই ভাবে কাঁদতে কাঁদতে ডাকতে ডাকতে কেমন যেন একটা ঘোর মতন ভাব এল। তখন দেখছি—দেখছি কি, একে স্বপ্ন বলা চলে না, একরকম দর্শন। দেখলাম—

আমি যেন বেড়াচ্ছি শ্মশানে—অমাবস্যায়, নিশুত রাতে। এখানে ওখানে চিতা জ্বলছে—থেকে থেকে কয়েকজন মাতালের চিৎকার—মড়া পোড়াতে এসে মদ খেয়ে যেমন করে না ? কখনো বা শেয়ালের ডাক। এ সব থেমে গেলে ফের সেই ভরা নদীর চাপা কল্ কল্ ধ্বনি আর আঁধারের বুক চিরে তারার আলো জলের শাদা মতন একটা আভা চিকিয়ে ওঠা অদূরে।

এম্‌নি সময়ে—দেখছি কি, একটা কাপালিক যেন বিড় বিড় ক'রে কী জপছে একটা শবের উপর ব'সে। দেখেই তো প্রথমটা উঠলাম ভয়ে কেঁপে। কিন্তু ডাকলাম ঠাকুরকে—অভয় দাও ব'লে। অম্‌নি দেখি কি—শব তো নয় সাক্ষাৎ শিব ! আহা কী সে হাসি শোওয়া শিবের সারা শ্মশানটা যেন হেসে উঠল ঐ সঙ্গে ! ভয় কি আর থাকে দিদি ? কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়লাম পায়ে। কিন্তু যেই মাথা ঠেকিয়েছি মাটিতে অম্‌নি শিব ফের শব হ'য়ে গেলেন আর কাপালিকটা গর্জন ক'রে উঠল কে রে—ব'লে।

আরতি : তার পর ?

যাদু : আমি ভয় পেয়ে মাথা তুলতেই দেখি—কাপালিকের ধড়টা মানুষের বটে কিন্তু মুণ্ডটা ক্ষুধার্ত বাঘের। আঁৎকে উঠলাম। ডাকলাম কাতরে—'ঠাকুর—গুরুদেব !' অম্‌নি বাঘের গর্জানি যেন বাঁশির সুর হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক আলো ক'রে একটি মুখ দেখা দিল সাম্‌নে অশ্বত্থ গাছের মধ্যে। অম্‌নি গাছটা হ'য়ে গেল কদম গাছ—আর নদীটা যমুনা।

আরতি : তার পর ?

যাত্ন : তার পর যা ঘটনা তার বর্ণনা হয় না দিদি। স্বপ্ন সে নয়—এত উজ্জ্বল, এত জীবন্ত। দেখি কি সেই কিশোর মুখ চারদিকেই—বিদ্যুতের মতন নেচে নেচে বেড়াচ্ছে—আর ওদিকে সেই বাঁশির সুরে অমিতা যেন গোপী সেজে গাইছে হাততালি দিয়ে আমার প্রিয় গানটি :

শ্যামল মুরলী উঠিল উছলি' আঁধার উজলি' মূরছনায়
কে গো প্রিয়তম, নীল নিরুপম, ঝরিলে মরম-মরু-তৃষায় !
বিরহে যাহার দেখেছি স্বপন
কালো মেঘে যেন আলোর চরণ
সেই তুমি আজি প্রাণসাধে বাজি' সাজালে কী সাজি গানমালায় !
যার আশা পথ চেয়ে অন্তর
জেগেছে কত না বিরহ বাসর
সে তুমি মোহন এলে কি শরণ শিখাতে বরণ-মধুরিমায় !
যার করুণায় তুফানের বুকে
তারকা-প্রদীপ জ্বলে যুগে যুগে
সেই তুমি তুলে বাঁশরী বিপুলে এলে কি অকূল-আকুলতায় !

আরতি : সমস্ত গানটা শুনলে পরিষ্কার ?

যাত্ন : পরিষ্কার। তাই তো বলছি দিদি—এর কিছু একটা মানে আছেই—একটা কিছু সত্যিই ঘটেছিল। কিন্তু শোনো। যে-ই গানটা শেষ হ'ল সে-ই কাপালিকের ঘাড়ে বাঘের মুণ্ডু ফের হুঙ্কার দিয়ে উঠে ছুটল অমিতার দিকে। অমিতা ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠতেই নওলকিশোর আমাকে ইঙ্গিত করলেন। অম্‌নি দেখি কি ভয়ের আর চিহ্নও নেই আমার মধ্যে কোথাও—সব যেন একটা নীল রঙের তেজে ভ'রে গেছে। কিন্তু যেম্‌নি গিয়ে সেই বাঘটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছি, দেখি সে বাঘ নয়—আভা।

অম্‌নি ঘুম ভেঙে গেল।

আরতি : কিন্তু এটা অমিতাকে বলো নি কেন ?

যাত্ন : আভা আগে ছিল তো কাপালিক ?—শিবকে প্রণাম করতে যেতেই বাধা দিয়েছিল—মনে আছে ?

আরতি : আছে।

যাদু : আচ্ছা। তার পর ? কী হ'ল মনে আছে ? অমিতারও পথ রুধে দাঁড়াল তো ও-ই। এতটা ও পারল কেমন ক'রে ? একই মানুষ আমার মনে ভয়ও আনল—বাধারও সৃষ্টি করল ! এ কি সে পারত যদি—

আরতি : যদি—কী ?

যাদু : যদি—মানে আমার মনের একটা কোনো জায়গায় ওর চাপ না থাকত।

আরতি : চাপ মানে ? মোহ ?

যাদু : তাছাড়া কী বলো ?

আরতি : ( একটু চুপ ক'রে ) না-ও তো হ'তে পারে।

যাদু : না দিদি, পারলে অমিতা মূর্ছা যেত না কাল অমন ক'রে। সত্যি ভয়ের কারণ না থাকলে এ রকম ক্ষেত্রে মেয়েরা ডরিয়ে ওঠে না—ওঠে কি দিদি ?

আরতি ( একটু চুপ ক'রে থেকে ) : তাহ'লে ? এখন ?

যাদু : কী করতে বলো তুমি ? পালিয়ে যাব—না ব'লে ক'য়ে ?

আরতি ( ম্লান হেসে ) : পালিয়ে কি পার পাওয়া যায় ভাই ? অসিতের সেই প্রিয় গানটা শোনো নি কি—

পালাবি কোন্‌খানে তুই ?
বাঁধনের জাল যে পাতা।
তারে না ছিঁড়িস যদি
মিছে তোর সাধন সাধা।
ওরে তোর আপন সুতার জাল যে গাঁথা !

অমিতার প্রবেশ

আরতি : অমিতা ! আজ বিছানা ছেড়ে উঠলে কেন বোন্ ?

অমিতা : আমি ঠিক হয়ে গেছি সকাল থেকে। ( যাদুকে ) তুমি কেমন আছ আজ ?

আরতি : ভালো বলতে ওর বাধছে—তুমি ভালো নেই বলে বোধহয়।

অসিতের প্রবেশ

অসিত : আরতি! সোহন তোমাকে ডাকছে—আভাদের জন্যে যে বাড়িটা ঠিক করেছে সেটা দেখাতে।

আরতি : যাই। (দোরের কাছে গিয়ে হঠাৎ ফিরে) একটু আসবে অসিত? কথা আছে। (যাদুকে) অসিতকে বলতে পারি তো?

যাদু ম্লান হেসে শুধু মাথা নাড়ল

অসিত ও আরতির প্রস্থান

অমিতা : কী কথা মণি?

যাদু : ও—এম্‌নি।

অমিতা : না। বলো। (একটু অপেক্ষা ক'রে) বলবে না?

যাদু : আজ থাক অমিতা।

অমিতা : চললাম (উঠে দাঁড়ায়)

যাদু : কোথায় যাও (হাত ধরে ওর)

অমিতা (রুক্ষস্বরে) : ছাড়ো—লজ্জা করে না?

ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রস্থান

যাদু দুহাতে মুখ ঢাকে

অমিতার প্রবেশ

অমিতা (ছুটে এসে) : মণি!

গলা জড়িয়ে ধরে

যাদু ওর কটি বেষ্টন ক'রে ওর বুকে মুখ লুকোয়—অমিতা যাদুর মাথায় গাল রাখে। ঝর ঝর ক'রে জল পড়ে ওর চোখ থেকে গাল কণ্ঠ বেয়ে।

যাদু : কেঁদ না অমু। তুমি তো জানো।

অমিতা : জানি।

যাদু : জানো? কী জানো।

অমিতা : স-ব।

যাদু : স-ব? মানে?

অমিতা : আমি আড়ি পেতে সব শুনেছি।

যাদু ওর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিতেই অমিতা ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে

যাদু : ক্ষমা করবে না ?

অমিতা : ক্ষমা কিসের ? তুমি তো কোনো দোষ করো নি।

যাদু : মিথ্যাচার দোষের নয় ?

অমিতা : উপায় কি ? গুরুদেবের কাছে শোনো নি কি মিথ্যার সবচেয়ে বড় দুর্গ ( জোর ক'রে উচ্চারণ করে ) S—E—X

যাদু ( ব্যথিত ) : আমাদের মধ্যে কি শুধু—( থেমে যায় )

অমিতা : দুঃখিত হোয়ো না মণি—লক্ষ্মীটি। সত্যকে সইতে না শিখলে সত্য হেসে দূরে স'রে যায়, বলে—এখনো সময় হয় নি—বলেন না গুরুদেব ?

যাদু : জানি। তবু—( ফের থেমে যায় )

অমিতা : কী করবে বলো ( দীর্ঘনিশ্বাস ) ? একথার তো আর মার নেই যে বাসনা যেখানেই প্রবল সেখানেই মিথ্যার জয়জয়কার ? আর বাসনার সবচেয়ে প্রতাপ তো এইখানেই।

যাদু : এইখানে ? মানে—

অমিতা ( বিষণ্ণ হেসে ) : যাকে কবিরা বলেন প্রেম—আর কোথায় ?

যাদু ( একটু চুপ ক'রে থেকে ) : একথা তোমার সত্য মনে হয় ?

অমিতা : আগে হ'ত না। কিন্তু আজ কাল মনে হয়—হ'তেও পারে—কে জানে ? মা-ও তো বাবাকে খুবই ভালোবাসতেন। আর এও দেখেছি স্বচক্ষেই যে বাপের বাড়ি গিয়ে মা দুটো দিন থাকলেও বাবা চোখে অন্ধকার দেখতেন। অথচ এহেন 'প্রেম'-এর কী দুর্গতি হ'ল তাও তো শুনেছ ?

যাদু : সব প্রেমই তো তাই ব'লে—( থেমে যায় )

অমিতা ( ওর হাত টেনে নিয়ে ) : মানি মণি—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও না মেনে উপায় নেই যে খুব কম প্রেমই স্থায়ী হয়। জীবনের হাপরে দুঃখের হাতুড়ির ঘা খেয়ে খেয়ে প্রেমের যে-অঙ্গহানি হয় দিনে দিনে—( দীর্ঘনিশ্বাস )—এই দেখ না আভা সম্বন্ধে তোমার মনোভাব আমাকে তুমি লুকিয়েছিলে তো।

যাদু ( কাতর কণ্ঠে ) : কিন্তু কেন লুকিয়ে ছিলাম বুঝতে নাকি ?

অমিতা : বুঝি মণি ! তোমার কোনো দোষ ধরতেও আমি বলি নি একথা। তবু—

যাদু : কী ?

অমিতা : অশান্তি আসে তো আর দেহ মন জুড়িয়ে দিতে নয়।

যাদু ( একটু মাথা হেঁট ক'রে থাকে—পরে অমিতার চোখে চোখ রেখে ওর দু-হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে ) : কী করব ব'লে দাও।

অমিতা ( বিষণ্ণ কণ্ঠে ) : আমি কী বলব মণি ? জীবনের কতটুকু আমি জানি বুঝি বল ?

যাদু ( মিনতি ) : না বলতেই হবে।

অমিতা ( একটু চুপ ক'রে থেকে ) : তাকে কি তুমি এখনো ভালোবাসো ?

যাদু : ভালো—? না।

অমিতা : এখনো ভয় সত্যকে স্বীকার করতে ? তাহ'লে আশ্রমে রয়েছ কী করতে ? ছি।

যাদু ( ব্যথিত কণ্ঠে ) : তোমাকে কী ক'রে বিশ্বাস করাব বলো যে ভয় আমার কেটে গেছে সেই স্বপ্নের দিন থেকেই ?

অমিতা ( অনুতপ্ত ) : আমাকে মাপ কোরো মণি। ভয় যে তোমার কেটে গেছে এ কি আমি দেখি নি সেদিন—যখন সুধীকে বাঁচাতে তুমি ছুটলে প্রাণ তুচ্ছ ক'রে ?—আমি সে ভয়ের কথা বলি নি। বলছিলাম সত্যের মুখোমুখি হ'তে সচরাচর মানুষ যে ভয় পায় সেই ভয়ের কথা।

যাদু : ভয় তো আমার নিজের জন্যে নয় অমু। পাছে তুমি দুঃখ পাও—বিশেষ কাল যে-রকম কাণ্ড করলে—

অমিতা : আমাকে আর লজ্জা দিও না মণি। তবে ( দীর্ঘ নিশ্বাস ) হয়ত শক্তিমতী ব'লে আমার একটা অভিমান ছিল ব'লেই এমন অঘটন ঘটল।

যাদু : গুরুদেব বললেন ?

অমিতা : হ্যাঁ।—কিন্তু তাঁর কাছে হাত পেতে অঞ্জলি আমার ভরা।

যাদু : কখন পেলে শক্তি ?

অমিতা : আজ সকালে—যখন তিনি আমার সঙ্গে ধ্যান করছিলেন। তিনি যে শক্তি দেন আজ আমি প্রথম টের পেয়েছি।

যাদু : পেয়েছ ? সত্যি ?

অমিতা : তুমি বিশ্বাস করো না যে চাইলে পাওয়া যায় ?

যাদু: একথা আমার চেয়ে কি কেউ বিশ্বাস করতে পেরেছে অমু? আড়ি পেতে স্বকর্ণে ই তো শুনলে আমার স্বপ্নের কথা।

অমিতা: তবে? কেন ভয় পাচ্ছ আভার কথা বলতে?—আমি সইতে পারব না ভেবে?

যাদু: সত্যি বলছ কষ্ট পাবে না শুনলে?

অমিতা: অতটা বলি কী ক'রে মণি? তবে অশান্ত হব না ভরসা দিতে পারি। (ওর হাত চেপে ধ'রে) বলো।

যাদু: শোনো তাহ'লে। সংক্ষেপেই বলতে হবে এখন—কেন না এখুনি হয়ত অসিদা এসে পড়বে—বা আর কেউ। তবে জরুরি কথা বাদ দেব না। একটু জল দেবে?

অমিতা (জল দিয়ে): কষ্ট হয় তো—

যাদু (চুমুক দিয়ে): না—না—কষ্ট কী? শোনো। আভাকে আমার বড্ড ভালো লাগত ছেলেবেলা থেকেই। ও ছিল আমার খেলার সাথী—যখন আমরা শিশু। তখন আমাদের সম্বন্ধ ছিল বড় মধুর। কী সুন্দর যে! কিন্তু (দীর্ঘনিশ্বাস) বাসনা তো শোনে না কিছু—ওড়ালো তার আঁধি। স্খলন বলতে যা বোঝায় ততদূর না হ'য়েও তাই সে-মাধুর্যটুকু রইল না আর। এসব বলতে কুণ্ঠা আসেই—বুঝে নিও। যখন আত্মগ্লানি আসত খুব কাঁদতাম। একদিন এম্‌নি কাঁদছি গঙ্গার ধারে—হঠাৎ দেখি এক সন্ন্যাসী। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে মন্ত্র পেয়েছিলেন স্বপ্নে। থাকতেন দক্ষিণেশ্বরের কাছেই একটি ছোট্ট কুটীরে। আমি তাঁর স্নেহে স্পর্শে কথায় বড় শান্তি পেতাম। তাই মাঝে মাঝেই যেতাম তাঁর কাছে ছুটে। অমন মানুষ জীবনে কমই দেখেছি অমু। মনে হ'ত যেন গঙ্গাজলের স্নিগ্ধতা ছানিয়ে ভগবান গড়েছেন তাঁর স্বভাবটি। কিন্তু হ'লে হবে কি, ফের আভার কাছে ফিরে এলেই ঘটত অশান্তি। তিনি বললেন ওকে ছাড়তে। কিন্তু আমি পারতাম না—বিশেষ ও কাছে এলে। ও আমাকে যা ইচ্ছে করিয়ে নিতে পারত। আমার ছিল বরাবরই আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। ও ছিল দারুণ স্বাবলম্বিনী, বেপরোয়া। তার ওপর লেখাপড়া, গান বাজনা, মেলামেশা—সব তাতেই brilliant যাকে বলে। এককথায় আমি ওর মোহে প'ড়ে গিয়েছিলাম। বেশি কিছু প্রসাদ যে পেতাম তা নয়—তবে যেটুকু ও দিত খুশখেয়ালে তাতেই আমার শিরায় শিরায় ছুটত

আগুন। সত্যি আগুন সে। অথচ তার জ্বালাও যেন আমাকে পেয়ে বসতে লাগল। আরো এই জন্যে যে আমি জানতাম আমি ওর যোগ্য নই—নৈলে হয়ত ওর প্রসাদ-কণিকার জন্যেও এত অধীর হ'য়ে উঠতাম না। ও একটা জায়গায় খুব পাকা মেয়ে ছিল—নিজেকে দিত, কিন্তু হাতে রেখে। কথায় কথায় জানিয়ে দেওয়া আর কি, যে যা পেলে এ-ই ঢের।

অমিতা : কিন্তু তোমাকে ও ভালোবেসেছিল তো?

যাদু : কোন্ কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে দেখব বলো? কী ক'রে বুঝব সে-সময়ে ও আমাকে কতটা ভালোবাসত? কিন্তু তবু আমার সঙ্গ যে ও চাইত এটা জানি। কারণ আমাকে হাতছাড়া করতেও ও রাজি ছিল না। সবাই যে বলত যাদু ওর বাঁধা গোলাম—এতে ও খুসি হ'ত। তার ওপর আমার টাকাকড়ি ছিল প্রচুর। কাজেই আমাকে জামাই চাইতেন ওঁরা—বিশেষ ক'রে আভার মা। আমার উপর তাঁর একটা সত্যিকার মায়া প'ড়ে গিয়েছিল—আমি তাঁকে মা বলতাম ব'লেই হয়ত। কিন্তু যাক, এভাবে সব বলতে গেলে আজ ফুরুবে না এ-ইতিহাস। এইটুকু বুঝে রাখো যে খতিয়ে আমি জড়িয়ে পড়লাম—অথচ দোটানায়। আমার অন্তর চাইত না সংসারী জীবন। গুরুবাদ, স্তবস্তোত্র, কীর্তন বাউল, সাধন ভজন এ সবেই আমার মধ্যে একটা—কী বলব—যেন অশ্রুসাগর উঠত দুলে। কিন্তু হ'লে হবে কি, আভার কাছে যেতে না যেতে মনটা আকুল হ'য়ে উঠত ওকে আরো কাছে পেতে। অথচ ভয়ও করত। কে যেন বলত—ওর সঙ্গ আমার পক্ষে শুভ নয়। কিন্তু আবার সেই জন্যেই ও আমার মন টানত—বিপদের ছায়া আমার বাসনাকে যেন আরো উস্কে দিত। তারপর—সে অনেক কথা—অনেক দুঃখদাহ, হানাহানি ওঠাপড়া, ছুটে যাওয়া, ফিরে আসা। শেষটায় ঠিক হ'ল—ও বিলেত গিয়ে অক্সফোর্ডে পাশ দিয়ে শিক্ষা শেষ করলে তখন আমাদের বিয়ে হবে। এই বছরেই ওর বিলেত যাওয়ার কথা—আর অনেকটা সেই জন্যেই আমি আশ্রমে আসি শান্তি পেতে—মানে, অবিশ্যি প্রথম দিকে।

অমিতা : তারপর?

যাদু : তারপর তোমার সঙ্গে দেখা। আভাকে দেখে আমি চঞ্চল হ'তাম, তোমাকে দেখে পেলাম শান্তি। কিন্তু ভয়ও ফের মাথাচাড়া

দিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। আভার কাছে আমি যে বাগ্দত্ত। তাই তো সেদিন নিজেকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলাম পেশোয়ারে। শুধু তোমাকে ভুলতেই নয়—মিথ্যাচারী না হ'তেও বটে।

অমিতা : তাহ'লে ফের ফিরে এলে কেন আশ্রমে ?

যাদু : ঐখানেই ভুল করলাম—লোভে প'ড়ে। বাসনা অবুঝ অমু। যাকে ছাড়তেই হবে তাকেও অন্তত আর একবার দেখতে সাধ হ'ল—তৃষিত হ'য়ে উঠলাম তোমার অপরূপ কণ্ঠের গান শুনতে—তোমার কাছে শান্তি পেতে। মনকে বোঝালাম—এর দরকার আছে, তা ছাড়া এতে কীই বা ক্ষতি হবে যখন দিদি যাচ্ছেন আভাকে বোঝাতে—যাতে বিলেত যাবার আগেই বিয়েটা হ'য়ে যায়। কিন্তু ( দীর্ঘনিশ্বাস ) মানুষ কী ভাবে আর কী হয় দেখলে তো স্বচক্ষেই! দিদি কোথায় গেল সম্বন্ধ করতে—আরো এই জন্যে যে আশ্রমে তোমার আমার এবয়সের ঘনিষ্ঠতায় সুফল ফলবার কথা নয়—সংসারী জীবনের গোড়াপত্তন আশ্রমে হবার নয় ব'লে—অথচ বাধিয়ে এল কি না কুরুক্ষেত্র! কিসে যে কী হয় কেউ কি জানে অমু ?

অমিতা : তারপর ?

যাদু : তারপর আর কী ? সম্বন্ধ ভাঙল ওর সঙ্গে—হাতে আমি স্বর্গ পেলাম। তোমার সঙ্গে বিয়ের ঠিক হ'ল। বাকিটুকু তো জানোই—ও কী ? এতেও চোখে জল ?

অমিতা : দূর—পোড়' চোখ দুটো আজকাল হয়েছে কী যে!—( হাসতে চেষ্টা ক'রে ) শোনো। কেবল একটা কথা জানতেই হবে আজ। আভা তোমাকে কি ভালোবাসে সত্যি ? যদি বাসে ( চোখের জল অতিকষ্টে সাম্‌লে ) আমি স'রে যাবই। ও কি তোমাকে চায় সত্যি ? লুকিয়ো না কিন্তু।

যাদু : মেয়েদের মন অমু—কেমন ক'রে বুঝব বলো ? আসছে—দৃষ্টিদীপ জ্বলবে হয়ত—শেষটায়।

অমিতা : কিম্বা—হয়ত—ঝোড়ো হাওয়া হ'যে উঠবে অন্ধ তুফান। কে জানে ?

যাদু ( অন্য মনস্ক ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে ) : কে জানে ?

# পঞ্চম অঙ্ক

## ১

দিন দশেক পরে। বিকেল বেলা। হেমাঙ্গিনীর বসবার ঘর। ধূপ জ্বলছে। মাঝে একটি বাঘ ছালের আসনে গুরুদেব ধ্যানস্থ। তাঁর ডান দিকে অমিতা অসিত ও হেমাঙ্গিনী। বাঁদিকে আরতি যাদু ও দ্রৌপদবাবু

অমিতা গাইছে অসিত বাজাচ্ছে যাদুর সঙ্গতের সঙ্গে

হৃদয়ের অচিন তলে
যে চাঁদের মানিক জ্বলে,
তারে যে বেড়াই খুঁজে
গোপনে নয়ন জলে।

মাধুরীর ইশারা তার
জেনেছি হাজার বার
সে যে গো জীবন শিখা
আমারি কমল দলে।

তারে যে স্বপন লোকে
দেখেছি ধ্যান-আলোকে
চকিতে দেয় সে ধরা
ধরণীর সীমার কোলে।

যে-তারা অনুরোগে
মেঘেরি বুকে জাগে,
তারি সে কিরণ-রেখায়
মরমীর আভাস দোলে।

গুরুদেব ( একটু পরে অমিতার দিকে তাকিয়ে হেসে ) : গানটি বড় সুন্দর মা। বৃহদারণ্যকে একজায়গায় বলেছে দেবতা মনকে মৃত্যুর পারে নিয়ে যান তখন তিনি চন্দ্রমা হন। সে-চন্দ্র কী? না, ভাস্যাম্যহ মিতি চন্দ্রমা—যা প্রভা দেয় প্রকাশ করে তারই নাম চন্দ্রমা।

আরতি : কিন্তু চাঁদ দেখলে মনের মধ্যে যে স্বপ্নাবেশের ভাব জাগে তার মধ্যে প্রভার চেয়ে বিষাদের ভাবই কি বেশি নয় গুরুদেব ?

গুরুদেব : অজ্ঞানের গণ্ডী থেকে দেখলে—বটেই তো। কিন্তু অধ্যাত্মজ্ঞান আসতে না আসতে বিষাদ কেটে যায় চাঁদ হ'য়ে দাঁড়ায় শান্তির প্রভা—বিষাদের নয়। তবে এই প্রভা যতক্ষণ আমাদের অন্তরে না জ্বলেছে ততক্ষণ এর কথা মনে হ'লে মন বিষণ্ণ হয় উদাস হয়। তবু চন্দ্র আসলে প্রকাশেরই প্রতীক দেবদূত, তাই শিবের তৃতীয় নেত্র হ'ল চাঁদ। কিন্তু গানের পালায় তত্ত্বকথা দরকার নেই। এ সব বললাম আজ শুধু এই কথাটির ওপর জোর দিতে যে, মানুষের আশ্রয় বেদনা নয়, বিষাদ নয়—মানুষের অন্তিম মুক্তি আনন্দেই বটে। তাই কাব্যে বিষাদের স্থান থাকলেও পরম সত্যে ওর স্থান নেই। গাও অসিত একটা আনন্দের গান। কবি যতই বলুন একথার মার নেই যে যে কান্নার চেয়ে হাসি বড়। আনন্দময় কৃষ্ণ সুন্দর—কিন্তু রোরুদ্যমান ভগবান্—না ও ভালো নয়।

হেমাঙ্গিনী : তাহ'লে ভগবানের জন্যে প্রাণ কাঁদার এত জয়জয় কার কেন গুরুদেব !

গুরুদেব : দুঃখবিলাস মায়ার রাজধানী ব'লে। মানুষ দুঃখকে পেরুলে ভগবানের জন্যে কাঁদে না—তাকে নিয়ে আনন্দ করে। কিন্তু ঐ দেখ ফের গম্ভীর তত্ত্বকথা এসে যাচ্ছে—আজ আমি চাই তোমরা আনন্দ করবে, কান্না তো ঢের হয়েছে আজ একটু হাসলেই বা।

হেমাঙ্গিনী : ছি ছি, আপনার সামনে !

গুরুদেব : দেখলে অসিত ? আমি ভবানী মন্দিরের পাশেই কৃষ্ণ-বিগ্রহ বসিয়েছি কেন বুঝতে পারছ তো এবার ? মানুষ প্রায়ই এই ভুলটি করে যে মানুষ যা-ই করুক না কেন ভগবানের চোখে দুষ্ট—যেহেতু ভগবান হ'লেন অমানুষিক।

হেমাঙ্গিনী : মাপ করবেন গুরুদেব, কিন্তু সাধনার পথে হাসিতামাসা হাল্কামি—এসব কি ভালো হ'তে পারে ?

গুরুদেব : হাল্কামি আর হাসি তো এক নয় মা। আসলে হাল্কামির উদ্ভব মনের আনন্দবৃত্তি থেকে তো নয়—গভীরে পৌঁছবার অপ্রবৃত্তি থেকে। কিন্তু হাসি হ'ল মনের প্রাণের একটা সহজ সুখভঙ্গি। তাই

সাধনার পথে হাসির বিশেষ দরকার আছে। আমাদের অহমিকা নিয়ে যখন প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ, তখন সময় সময় মনে হয় না কি ভরাডুবি হ'ল ব'লে? সে-সময়ে হাসির হাল ধরা ও দাঁড়-বাওয়া বিশেষ কাজে আসে। এর আর একটি কারণ সাধনার পথে একটি দারুণ শত্রু হ'ল ভান, ঠাটঠমক নাটুকেপনা—আর নাটুকেপনার সাংঘাতিক শত্রু হ'ল হাসি। অবশ্য আমি এখানে শোভন সুন্দর হাসির কথাই বলছি। সে আমাদের পথের কতখানি পাথেয় জোগায় টের পাই যদি কিছুদিন ঘর করি ছিঁচকাদুনে বা অরসিকদের সঙ্গে। আমার মনে আছে মা, আমি যৌবনে প্রায়ই শুনতাম ডি এল রায়ের মুখে তাঁর হাসির গান। আবার সময়ে সময়ে খুব ইচ্ছে হয় তাঁর সেসব গান শুনতে। আহা, সে রকম দিলদরিয়া প্রাণখোলা হাসি কমই শুনেছি এ-জীবনে।

যাদু ( প্রফুল্ল ): দ্রৌপদ জানে তাঁর অনেক হাসির গান।

গুরুদেব ( দ্রৌপদকে ): তাই না কি? বাঃ—আমাকে তো কক্ষনো শোনাও নি। গাও আজ।

দ্রৌপদ ( জিভ কেটে ): কী যে বলেন গুরুদেব! ইশে—আপনার সাম্‌নে হাসির গান? গরুড়ের সামনে সাপের নাচ?

গুরুদেব ( হেসে ): ওকে বোঝাও আরতি! তোমাদের বাইব্‌লে আছে না—there is laughter in heaven though there is no marriage there?

আরতি: গান না দ্রৌপদ বাবু! গুরুদেব শুনতে চাইছেন—কী যে আপনি!

দ্রৌপদ ( কান ও নাক ম'লে—বিড বিড় ক'রে কী এক মন্ত্র জপ ক'রে —মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কর জোড়ে ): তাহ'লে গাইছি গুরুদেব— কিন্তু ইশে—

গুরুদেব ( হেসে ): না না একটুও অপরাধ নেব না—তুমি গাও স্বচ্ছন্দে আমাকে তোমাদেরই একজন মনে ক'রে।

দ্রৌপদ ( করযোড়ে ): ডি এল রায়ের কোন্ হাসির গানটা শোনাব? ইশে—নন্দলাল গাইব কি?

গুরুদেব: আরো খোলা হাসির গান গাও আজ—গুমট কেটে যাক।

—রোসো—তাঁর একটা গান আমার ভারি ভালো লাগত—কি যেন তানসান আর বিক্রমাদিত্য—জানো ?

দ্রৌপদ : জানি। গাইব ?

গুরুদেব : গাও। ওটা একেবারে নিছক অমিশেল হাসি। আর এমন হাসি—তাঁর সেই আপন-ভোলা অট্টহাসি—আজও মনে পড়ে। গাও।

দ্রৌপদ গায়

হো—বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নবরত্ন ন ভাই।
আর—তানসান ছিলেন মহা ওস্তাদ এলেন তাঁহার সভায়।
অ—অর্থাৎ আসতেন নিশ্চয় তানসান বিক্রমাদিত্যের কোর্টে,
কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন তানসান জন্মাননিক মোটে।
(সঙ্গত) তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি মেও এঁও এঁও॥

যাহোক, এলেন তানসান কলিকাতায় চ'ড়ে রেলের গাড়ি।
আর হুগলি ব্রিজ পার হ'য়ে উঠলেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ি।
অ—অর্থাৎ উঠতেন নিশ্চয়, কিন্তু রেলপুল তখন হয়নি।
আর বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য রাজধানী উজ্জয়িনী।
(সঙ্গত) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি মেও এঁও এঁও॥

যাহোক, এলেন তান্‌সেন রাজার কাছে দেখাতে ওস্তাদি
আর নিয়ে এলেন নানা বাদ্য পিয়ানো ইত্যাদি।
অ—অর্থাৎ তানসেন নিশ্চয় কিন্তু হ'ল হঠাৎ দৃষ্টি
যে হয় নিক তানসানের সময় পিয়ানোরো সৃষ্টি।
(সঙ্গত) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি মেও এঁও এঁও॥

যাহোক, তানসান গাইলেন এমন মদার—রাজা গেলেন ভিজে।
আর গাইলেন এমন দীপক তান্‌সান—জ্ব'লে উঠলেন নিজে।
অ—অর্থাৎ যেতেন রাজা ভিজে, আর তানসান উঠতেন জ্ব'লে,
কিন্তু রাজার ছিল ওয়াটারপ্রুফ আর তানসান এলেন চ'লে।
(সঙ্গত) তা ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি মেও এঁও এঁও॥

হ'ল সেইদিন থেকে প্রসিদ্ধ তানসানের গীতিবাদ্য,
আর, আজো রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ করেন তাঁহার শ্রাদ্ধ।
অর্থাৎ—তাঁর গানের শ্রাদ্ধ, তাঁর তো হ'য়ে গেছে কবে
আর তানসান মুসলমান—তাঁর শ্রাদ্ধ কেমন ক'রে হবে ?
(সঙ্গত) তা ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি ধিন্‌তাকি মেও এঁও এঁও ॥

দ্রৌপদ ( হাসির রেশ মিলিয়ে গেলে ): যদি অনুমতি হয় তো আমি একটু উঠি গুরুদেব। দাদাবাবুর জন্যে আজ স্পেশাল পোলাও রাঁধতে হবে।

গুরুদেব ( হেসে ): সেটা কি ওঁকে এর চেয়েও চাঙ্গা করবে ?

দ্রৌপদের প্রণামান্তর প্রস্থান—সোহনলালের প্রবেশ

এইযে সোহনলাল ! কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? যা হাসা গেল আজ।

সোহনলাল ( কুণ্ঠিতভাবে মাথাচুলকোতে চুলকোতে ): চিঠি ( আরতিকে দিল ) very urgent লেখা—

সবাই প্রতীক্ষমান নেত্রে তাকায় আরতির দিকে

আরতি ( লেফাপার দিকে চেয়েই ): গুরুদেব ! এ যেন নিভাননীর হাতের লেখা।

গুরুদেব : নিভা ?

অসিত : আভা—সেই মেয়েটি—তার মা।

গুরুদেব : ও বুঝেছি ( আরতি ও অমিতার চকিতে দৃষ্টিবিনিময় লক্ষ্য ক'রে ) তা যাও তোমরা ওঘরে—পড়ো—আমরা এঘরে আছি।

আরতি : আপনার অনুমতি হয় তো এখানেই পড়ি ?

গুরুদেব : তা বেশ তো, ভালোই হবে ওরা আসছি ব'লে আটকে গেল কোথায় সেটাও তো জানা যাবে। কী সোহনলাল ! ওদের ঘরটা ?

সোহনলাল : দেখছি গিয়ে।

প্রস্থান

আরতি ( চিঠিটা বের ক'রে ): বড় চিঠি গুরুদেব, আপনার সময় হবে কি ?

গুরুদেব মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলেন পড়তে

আরতি ( অসিতকে ) : তুমিই পড়ো অসিত—আমার চশমাটা নৈলে একটু অসুবিধে হয় আজকাল। ( অসিত ওর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে প'ড়ে শোনায় )

মা আরতি,

আমরা লাহোরে এসে কী যে আটকে গেছি—এ আর এক নতুন বিপদ মা! তোমাকে গত চিঠিতে লিখেছিলাম আভার বন্ধু চঞ্চলের কথা। তার ওখানেই তো উঠলাম। কিন্তু হ'ল কি অমৃতসরের কাছ বরাবর হঠাৎ যা বৃষ্টি মা! মোটরের শার্সিটাও অসাবধানে ভেঙে ফেলল ড্রাইভার। জল ঢুকে সে এক পুকুর। তাইতেই ঠাণ্ডা লেগে গেল মেয়ের। ডাক্তার বলল বুকে সর্দি বসেছে। আমি তো ভয়ে মরি—গুরুদেবকে ডাকি—গুরুদেব, শেষটায় কূলে এসে না তরী ডোবে।

যাহোক চঞ্চল তো এল এগিয়ে। ছেলেটির বুদ্ধি অতিবিদ্যেয় লোপ পেয়েছে মা। সায়েন্সের ডিগ্রিতো। তাই হ'য়ে উঠেছে কালাপাহাড়—সাপের পাঁচ পা দেখে দেখে। বলে কি জানো মা? বলে—ভারতবর্ষ ডুবতে বসেছে না কি গুরু পাণ্ডা পুরুতের কারসাজিতে। তাইতেই হয়ত আমার মেয়েটির মাথায় ফের দুষ্টু বুদ্ধির পোকা সেঁধুল। কখন যে ও পোকা ঢোকে কোন্ পথ দিয়ে কেউ কি জানে মা? তবে চঞ্চল ছেলেটির মাথায় গোবর পোরা হ'লেও হৃদয়টা যেন বেশ নরম সরম। ভক্তি দেখলে ও মারমুখো হয় বটে কিন্তু যত্ন আত্তি করতে জানে মানুষকে। দেখতেও বেশ সুপুরুষই বলব। হালে বুঝি এখানে কমিশনর না কী হয়েছে। আভার সঙ্গে ওর আলাপ দার্জিলিঙে—না না শিলঙে বুঝি। সবাই ওকে ঠাট্টা করে আভার ভক্ত ব'লে। কিন্তু মেয়েছেলের আবার পুরুষভক্ত কী গা? এ আমার একটুও ভালো লাগে না। তার ওপর আভার যা মতিগতি—জানোই তো! কী জানি, যদি ওর মন ফের ঘুরে যায়। চঞ্চলকে আমার অবিশ্যি মোটের ওপর ভালোই লাগে বলব—তবে মা, ভালো লাগা এক, আর জামাই করা আর। কিন্তু হ'লে হবে কি, এখানে এসেই মেয়ে যে পড়লেন জ্বরে।

—ও কী যাদু?

যাদু : কিছু না। মাথাটা হঠাৎ—পড়ুন দাদা।

অসিত ( পড়ে ) : আমি মা সেকেলে মনিষ্যি, তোমাদের একেলিয়ানার কি ছাই হদিশ পাই ? তাই আভার ভাবগতিক দেখে কেমন যেন ধাঁধা লাগছে। যদি বলো—ওকে জিজ্ঞেস করো না কেন ? করি না কি আর ? একটু ফাঁক পেয়েছি কি চেপে ধরেছি। কিন্তু ও আজকাল কেমন যেন ফ'স্কে যায়। তবু ভেতরে মনে হয় যেন টের পাচ্ছি। হাজার হোক মা তো। তাই বড় অশান্তির মধ্যে দিন কাটছে বাছা। বাবুও যে ছাই এখন বিলেতে—তার ওপর এ হ'ল বিদেশ বিভুঁই—এখানে লোকে চাপাটি খায়, বোঝো তো ? এদেশে কি আমরা থই পাই মা ? এখানে ওখানে চাপাটি খেতেই হয়—তাতে বুদ্ধি শুদ্ধি আরো যেন লোপ পেতে ব'সেছে। এতদূর এসেও এ বাধা ফের কেন এল মা ? বড় ফাঁপরেই পড়েছি। কারণ চোখের ওপর দেখতে তো পাচ্ছি আভা কেমন যেন বদ্‌লে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম ও ডুমেল যাবার নাম করত প্রায়ই। আজকাল কই করে না তো ! চঞ্চল ওকে কী যে সব হাবিজাবি পার্টি, থিয়েটার, নাচগানের আসরে উড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে মা—আমাদের কালে মেয়েরা ঘর নিয়ে করতেন কন্না—একালে দেখি করেন তাঁরা কান্না। বাইরে বাইরেই তাঁদের দিন কাটে। আর এই ক'রে ক'রে ও-ও কেমন যেন হ'য়ে যাচ্ছে।

শেষটায় কাল ওকে ধরলাম চেপে। বললাম—হেস্তনেস্ত যা হয় একটা ক'রে ফেল্ বাপু—আমি তো আর টিঁকতে পারি নে এ চাপাটি পরোটার দেশে। তোর শরীর তো সেরে গেছে। ডুমেল যাবি নে ? যাদু যে তোর জন্য সেখানে হাপিত্যেশ ক'রে ব'সে। ও কেমন যেন একটা হাল্কা হাসি হেসে কী একটা ইঙ্গিত করল। ভাবতেও ভালো লাগে না—তবে ওখানকার কে এক সাধক না কি চঞ্চলকে লিখেছে কে একটি মেয়ে ওখানে বীণা বাজিয়ে গান করে ( না নাচে মনে নেই )—সেই না কি যাদুর মন ভুলিয়েছে আরো ওর অসুখের সময় সেবা ক'রে। আমি রেগে উঠে খুব গালমন্দ করলাম ওকে। বললাম : 'ন্যাবা রুগি হলদেই দেখে। তোদের মনটাই হ'য়ে গেছে নোংরা। নৈলে যাদু আমার তেমন ছেলে নয়'—আর পড়ব গুরুদেব ? আমি বলি য়াক্।

হেমাঙ্গিনী ( বিরক্ত ) : সেই ভালো। কী হবে ওসব ছাইপাঁশ প'ড়ে।

অমিতা : না—পড়ো অসিদা।

**গুরুদেব অসিতকে ইঙ্গিত করলেন পড়তে**

অসিত ( পড়ে ) : 'যাদু আমার তেমন ছেলে নয়।' ও তাকে এক স্ন্যাপ দেখাল যে একটি বেহারি ছেলে না কি নিয়ে পাঠিয়েছে চঞ্চলকে। নিচে কি একটা বিশ্রী ঠাট্টা করেছে—আশ্রমেও ঘটকালি, না এই ধরণের কী একটা কথা।

আরতি ( ক্রুদ্ধ ) : গুরুদেব, এধরণের কথা যারা বলতে পারে—কেন তাদের আপনি ঠাঁই দেন বলুন তো ?

গুরুদেব ( হেসে ) : মা, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি—বলে নি কি গীতায় ? যার যা স্বভাব।

হেমাঙ্গিনী : তাই ব'লে যে যা-ইচ্ছে তাই রটাবে—আশ্রমের বুকের ওপর ব'সে ? এর পরে লোকে যদি বলে—

গুরুদেব ( বাধা দিয়ে ) : মা! কে কী বলছে না বলছে তার জন্যে আশ্রমের কী যায় আসে বলো ? আশ্রম চলছে তো তোমাদের কোনো public opinionএর পরে ভর ক'রে না—চলছে মা-র করুণায়। অসিতকে ) তুমি একটুও সংকোচ কোরো না—যা যা লিখেছে সব প'ড়ে যাও। বাদ দিও না কিছুই। মানুষের চরিত্রের এম্‌নিই ধারা। তাই না আমি চাই তাকে ঢেলে সাজাতে যোগশক্তি দিয়ে।—তারপর, অসিত ?

অসিত ( পড়ে ) : আমি তাকে রেগে বললাম : 'একসঙ্গে থাকতে হ'লে আজকালকার ছেলেমেয়েরা এরকম ফট্ ফট্ ক'রে ছবি তো তোলেই —তাতে হয়েছে কী শুনি ? এই তো তুইও সেদিন তোর তিন চারটে ভক্ত ছেলের সঙ্গে ছবি তুলিস নি টেনিস ক্লাবে ?' তখন ও-ও খুব রেগে গেল বলল : 'আমি বেশ করব ছবি তুলব। তুমি কিছু বোঝো না—এ ছবি তোলা আর সে ছবি তোলা ? যাদুগোপাল যাদুগোপাল ক'রে ক'রে বুদ্ধিশুদ্ধি তোমার লোপ পেয়েছে। নৈলে বলো ও আমার জন্যে হা পিত্যেশ ক'রে ব'সে ? সেই মেমসাহেবকেও তো লিখলাম—তিনিই বা কোন্ একটা উত্তর দিলেন শুনি ?' আমি বললাম : 'কোন্ ঠিকানায় উত্তর দেবে ওরা তাই বল্। আমরা তো পথে বেরিয়ে পড়েছি এই ওরা জানে।' ও বলল : 'তাই বই কি। আমি লাহোরে পৌঁছিয়েই তোমার আদরের নাড়ুগোপালকে লিখেছিলাম আমার জ্বরে পড়ার খবর দিয়ে, সে উত্তরে না লিখল একটা চিঠি, না করল একটা তার।'

অমিতা ( যাদুকে ) সত্যি না কি ?

যাদু চুপ করে মুখনিচু ক'রে থাকে

গুরুদেব : প'ড়ে যাও অসিত।

অসিত ( পড়ে ) : তোমাকে মা আমার একটা অনুরোধ আছে। তুমি যাদুকে জিজ্ঞেস করবে একবার—একথা সত্যি কি না ? কারণ মেয়ের কথা আমার বিশ্বাসও হচ্ছে না—আবার পুরোপুরি অবিশ্বাসও করতে পারছি না কই বলো। কী বিপদেই যে পড়েছি মা! ওর মনটা যেন দোলনা—আজ পূবদিকে তো কাল হুস ক'রে একেবারে পশ্চিমে। এহেন চঞ্চলার স্বামী হবে চঞ্চল ? তাহ'লে কী হবে বলো তো মা ? বলে না একা রামে রক্ষে নেই তার সুগ্রীব দোসর ?

তাছাড়া আরো এক ভয় রয়েছে যে ওদের গলাগালি দেখে পাঁচজনে না কি পাঁচ কথা বলছে। মেয়েদের সুনাম আর ধনুক ছাড়া বাণ মা, গেলে আর ফেরে না। বলে কি সাধে : 'মরবে নারী উড়বে ছাই তবে নারীর গুণ গাই!' কিন্তু ও মেয়েকে ভালো কথা কে বোঝাবে বলো ? বলতে না বলতে মারমুখো। কাল বলছে কি শুনবে ? বলে : মেয়েদের পুরুষেরা না কি এতদিন পটের বি বি সাজিয়ে রেখে এসেছে—আজই সে হ'য়ে উঠতে চাইছে মানুষ—কলের পুতুলে তার না কি ঘেন্না ধ'রে গেছে। তাই আজ সে ভাবতে বসেছে নিজের ঢঙে। আর, শোনো একবার কথা মা—বিশ্বকবি রবিঠাকুরও না কি হালফিল এই সব উড়নচণ্ডী মেয়েদেরি জয়ন্তী গাইতে সুরু ক'রে দিয়েছেন। আমাকে দিল তাঁর একটা কবিতা পড়তে—একটুখানি টুকে দিচ্ছি, তা থেকে ওর মনের ভাব টের পাবে। রবিঠাকুর লিখছেন :

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?"

কে জয় করতে চাচ্ছে কাকে গালে হাত দিয়ে ভাবি মা। যাহোক তারপর শোনো কবি বলছেন আরো তেতে উঠে :

"যাব না বাসর কক্ষে বাজায়ে কিংকিণি
আমার প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী"

ও মা আমি কোথায় যাব? প্রেমের আবার বীর্য্য কী মা? কাঁঠালের আমসত্ত্ব? দেখে শুনে আমি থ। আবার দেখ তাঁর ধিঙ্গিপনাটা! মেয়ে বাসরকক্ষে মল বাজিয়ে যাবেন না—তবে যাবেন কি ঘোড়ায় চ'ড়ে মা? মরণ আর কি? এ-ও তো তবু পদে আছে, কিন্তু তার পরে একটিবার শোনো বড় কনের শুভদৃষ্টি হবে কোথায়:

"দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে"
আর হ'তে না হ'তে কী হবে? না,
"মাথার গুণ্ঠন খুলি' ক'ব তারে—মর্ত্যে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার!"

ঘোমটা তো খুলবিই বাছা দুদিন নাহয় সবুরই করলি। হাত পা আমার পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে মা—সত্যি! রবিঠাকুর মস্ত লোক—সবাই তাঁকে গণে মানে। কিন্তু চিরটাকাল শুনে এসেছি কবিরা ঘর করেন মলয় হাওয়া, ফুলের মধু, চাঁদের আলো, ভোমরা বোলতা মৌমাছি নিয়ে। বেশ তো সেখানেই থাকুন না কায়েমী হ'য়ে। —কিন্তু আমাদের ভাঁড়ার ঘর, মাথার ঘোমটা, সিঁথের সিঁদুর, হাতের নোয়া-র খাসতালুকে চড়াও হ'য়ে সোমত্ত মেয়েগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুললে কী ক'রে পেরে উঠি বলো দেখি?

ঘরে মৃদু হাস্যধ্বনি—দ্রৌপদের প্রবেশ

দ্রৌপদ: পোলাও নয় গুরুদেব! দাদাবাবুর নামে একটা তার।

যাদু (কম্পিত হস্তে তারটা অসিতকে দিয়ে): তুমিই পড়ো দাদা—আমার চোখের চারিদিকে—কী যেন—না না (হাসবার চেষ্টা ক'রে) পড়ো চেঁচিয়ে—সম্ভবত লাহোর থেকেই এসেছে।

অসিত (তারটা বের ক'রে পড়ে): Marriage first of October, you are cordially invited, Abha ও কি যাদু?

যাদু: কিছু না! একটু মাথাটা ঘুরছে। উঃ! মা গো!

পাশের তাকিয়ায় মাথা রেখে চোখ বোঁজে—মাথাটা গড়িয়ে পড়ে

হেমাঙ্গিনী (কেঁদে): গুরুদেব!

গুরুদেব ( কাছে এসে ): শান্ত হও মা। কিছুই নয়, একটু মূর্ছা। অসিত, তোমার ঘরে স্মেলিং সল্ট আছে ?

আরতি: আমার ঘরে আছে

দ্রুত প্রস্থান

গুরুদেব ( দ্রৌপদকে ) : একটু ঠাণ্ডাজলের ছিটে দাও ( হেমাঙ্গিনীকে ) তুমি একটু বাতাস কর তো মা ?

অমিতা ( গুরুদেবের পায়ে মাথা রেখে ) : গুরুদেব !

গুরুদেব: কাঁদে না মা। ঝড় যখন ওঠে তখনই শান্তি বিশ্বাসের নোঙর শক্ত ক'রে ধরতে হয়।

২

দিন পনের বাদে। সকাল বেলা যাদু ওর বিছানায় শুয়ে চোখ বুঁজে। অসিত ঢুকল, পিছনে দ্রৌপদ ট্রে-হাতে: কোকো টোষ্ট মাখন ছানা মার্মালেড ফল।

অসিত ( যাদুর শিয়রে গিয়ে মৃদুকণ্ঠে ): যাদু !

যাদু ( চোখ খুলে ): কে ? দাদা ?

অসিত: হ্যাঁ। কেমন আছ আজ ?

যাদু ( ধীরে ধীরে উঠে ব'সে ): এখন বেশ ভালো লাগছে—কেবল একটু দুর্বল। ( হেসে ) তা ঐ সব বলকারক পথ্যের পাহাড় কণ্ঠসাৎ করলেই চাঙ্গা হ'য়ে উঠব নিশ্চয়।

অসিত ( কপালে হাত দিয়ে ): নাঃ—বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। খুব ক'রে খাও এবার—অতীতচারণ রেখে এবার তাকাও ভবিষ্যতের দিকে, কেমন ?

দ্রৌপদ ( ওর খাটের কাছে একটি টেবিলে বাসনপত্র সব নামিয়ে সাজিয়ে রাখতে রাখতে ): দুটো ডিম এনে দিই না দাদাবাবু ?

যাদু: না ভাই। তোমাদের সেবা আমি ভুলব না। নৈলে হয়ত এযাত্রা বাঁচতাম না !

দ্রৌপদ ( চোখে জল ): কী যে বলেন দাদাবাবু ? গুরুদেব দেখছেন না ?—এবার ইশে সুসময় আসছে জানবেন।—একটা চেয়ার লাগিয়ে দেব এখানে ?

যাদু (কোমলকণ্ঠে): না ভাই। আমি বিছানায় ব'সেই খাব। তুমি শুধু এই কমলালেবুগুলো নিয়ে যাও একটু সরবৎ মতন ক'রে এনো। কিন্তু এখন না—ঘণ্টাখানেক বাদে।

দ্রৌপদ: যে আজ্ঞে দাদাবাবু।

কমলালেবুর রেকাবি নিয়ে প্রস্থান

অসিত (কাছের একটা চেয়ারে ব'সে): মাথা ঘুরছে না আজ?

যাদু: একটুও না দাদা। (কোকো ঢালতে ঢালতে) আরতি, দেখো না—পরশু তরশুই ফের যাচ্ছি পিকনিকে।

অসিত (হেসে): বটেই ত। গণ্ডার-পর্বটা তো এখনো বাকি?

যাদু: উহুঁ। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। তোমার সেই ধামারটা আজ কেবলই মনে হচ্ছে:

মন্ত্র জ্বালাও মন্ত্রময়ী—(করুণ হেসে):

দেখ, তোমার বলিষ্ঠতা কী রকম ছোঁয়াচে—

অসিত: তোমাকে তো বলেছি ভাই আমাকে অত বলিষ্ঠ ভেবো না! গুরুদেবের জ্ঞানের ছোঁয়াচ একটু লাগুক বরং—তাহ'লে দেখতে পাবে যাকে যা দেখায় স্থূলদৃষ্টিতে সে আসলে তা নয়।

যাদু (হঠাৎ): জানো দাদা, আভা আমাকে একটা কথা লিখেছিল সেদিন—যে তুমি আমার মতন পালিয়ে আশ্রমবাসী হও নি। হ'লে জ্ঞান ভক্তি তোমার কাছে এত সহজ হ'ত না।

অসিত: আভা? সে কী জানে আমার?

যাদু: খবর কি আর কেউ রাখে না দাদা? তোমারই একটি কবিতার দুটি লাইন সে তুলে দিয়েছিল তোমার কোন্ এক বই থেকে:

"প্রেম তো শুধু নয় ফুলসুখ—নয় সে শুভদৃষ্টিদান
একটি কাঁটায় অধীর মানুষ—প্রেমিক সে সয় পঞ্চবাণ।"

অসিত (হেসে): কবিতা ও পড়ে তাহ'লে?

যাদু: গান কবিতা সবই ও ভালোবাসে। তোমার ও ভারি ভক্ত। কিন্তু ওর কথা যেতে দাও। একটা পার্সনাল প্রশ্ন তোমাকে করতে ইচ্ছে হয়—যদি অনুমতি দাও।

অসিত : আমার দুর্বলতা সম্বন্ধে তো ?

যাদু : না দাদা, তোমার বলিষ্ঠতা সম্বন্ধে।

অসিত : ভাই—যে-বল আমার নিজের নয় তাকে 'আমার বলিষ্ঠতা' নাম দাও কেন ? বার বার বলি—

আরতির প্রবেশ

আরতি : কী কথা হচ্ছে দুই ভাইয়ে ? মনের কথা নয় আশা করি ?

যাদু (হেসে) : কেন বলো তো দিদি ? পাছে তোমার কথা এসে পড়ে ব'লে ?

আরতি : একজনের মনে কত মন থাকে লুকিয়ে তার কিছুটা তো টের পেয়েছ যাদু ? কাজেই ক যখন বলেন মনের কথা তখন খ-য়ের কি একটু ভয় না ক'রে পারে ?

অসিতার প্রবেশ

অসিত : কী রে ? এমন অসময়ে—সকাল হ'তে না হ'তে ?

অমিতা (লজ্জিত) : আহা, তোমারই খোঁজে। মা ডাকছে তোমাকে।

অসিত : কী ব্যাপার ?

অসিতা (সাভিমানে) : আমাকে কি মা বলে কোনো মনের কথা যে টের পাব ? আমি তো তোমাদের মতন যোগী নই।

অসিত (আদর ক'রে চিবুক ধ'রে) : এত ক্ষতিপূরণ হওয়ার পরেও অনাদায়ের ভাবনা ?

অসিতা : যা—ও।

অসিত : যাচ্ছি। কেবল একটা বলব দিদি ?—রাগ যদি না করিস অবিশ্যি।

অমিতা : শুনি।

অসিত : আশ্রমে যখন এসেই পড়েছিস—একটু ঢুকতে চেষ্টা করিস এখানকার ভাবরাজ্যে : পাওয়ার চেয়ে দেওয়ার কথাটাই

ভাবিস—মনে রাখিস এখানকার সত্য সংসারের সত্য নয়। এখানে যে জমায় সে-ই খোওয়ায়।

প্রস্থান

অমিতা : অসিদার এ অন্যায়। ও ভাবে ও যা পারে তা সবাই বুঝি পারে। পারে দিদি?

আরতি ( ম্লান হেসে ) : আমরা কত কী যে পারি তা কি সব সময়ে আমরা জানি বোন্?

যাদু : ঠিক বলেছ দিদি—কোথায় যেন পড়েছিলাম একবার :

"পুষ্প দিয়ে মারো যারে জানে না সে মরণকে
বাণ খেয়ে যে পড়ে মা সে ধরে তোমার চরণকে।"

আরতি : সত্যি অমিতা! ঘা খেয়ে খেয়ে যখন মানুষ হাল ছেড়ে দেয় তখনই আসে বন্দরের উদ্দেশ—তারার দিশা। অসহায় না হ'লে চিরসহায় দেখা দেন না—বলেন না গুরুদেব প্রায়ই? অসিদার শেখানো ঐ গানটা তুমি তো কালই গাইছিলে, মনে নেই?—ঐ

মাঝি হ'য়ে বাইব না আর
এবার হলাম তরী তোমার
সব অকূলের কূল তুমি মা
তোমার কোলেই রাখো
কূলে রাখো নাই বা রাখো
এবার আমি চলব না গো।

অসিতের প্রবেশ

অসিত : অমু! আয়, মাসিমা ডাকছেন।

অমিতা ( সাভিমানে ) : আমি যাব না তো। কক্ষনো যাব না।

অসিত : কী পাগলামি করিস? মাসিমা তোর জন্যে নিজেহাতে চন্দ্রপুলি করেছেন।

অমিতা : আ—হা! আমার জন্যে বৈ কি। মার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।

অসিত ( ওর কাছে এসে সাদরে ): আশ্রমে এসে এ-ধরণের অভিমান করতে নেই দিদি। যেখানকার যা।

অমিতা ( চোখের জল সাম্‌লে ): কই তোমার সঙ্গে তো এমন পর-পর ব্যবহার করে না মা? কেবল আমাকে দেখলেই এড়িয়ে এড়িয়ে যায়।

অসিত: কেন যায় একটু বুঝতে হয় বোন্। আমার কাছে তো মাসিমা ধরা দেয় নি রে—ধরা দিয়েছে যে তোর আর স্থধীর কাছে। ওকে কাটাতে হবে তো এই মমত্ববোধ। ছি দিদি, মাসিমার ব্যথা তুইও যদি ব্যথা দিয়ে না বুঝবি তবে বুঝবে কে? চল্ ( যাদুকে ) অমিতাকে এখুনি ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছি ভাই—রাগ কোরো না।

আরতি ( একটু চুপ ক'রে থেকে ): এত কী ভাবছ যাদু? আজ-কাল যে একেবারে ভাবুক হ'য়ে পড়লে?

যাদু ( হাসতে চেষ্টা ক'রে ): সঙ্গদোষ দিদি।

আরতি: সঙ্গ?—কার?

যাদু: যার ভাবছ তার নয়।

আরতি: নয়?

যাদু: না। কী ভাবছিলাম শুনবে?

আরতি: আমরা মেয়ে—শুন্‌ব না? বাঃ!

যাদু: ভাবছিলাম প্রেম নিয়ে কবিত্ব করা যত সহজ ঘর করা তত সহজ নয় কেন?—না। বলো না দিদি! কেন মানুষ ভাবে এক হয় আর—কোথাওই পায় না আশ্রয়?

আরতি: পায় না কে বললে?

যাদু: কোথায় পায় দিদি? দু একটি গুরুদেব কি ত্রৈলঙ্গস্বামী নিয়ে তো দুনিয়া নয়। তোমরাই তো বলো One swallow doesn't make a summer—আসল প্রশ্নটার জবাব কেউই যেন পায় না—পায় পায় অথচ পায় না—শেষ বরাবর যায় ফ'স্কে। কেন এমন হয় দিদি?

আরতি: ঠিক কোন্‌খানে তোমার বাধছে শুনি?

যাদু: মানুষের অন্তর যদি সত্যিই শান্তির কাঙাল হবে তবে দুঃখ দাহ অশান্তিকে সে সাধ ক'রে ডেকে আনে কী জন্যে?

আরতি: হয়ত একটানা শান্তির মধ্যে একটু হাঁপিয়ে ওঠে ব'লে।

যাদু : কী বললে ?

আরতি : সত্যিকার শান্তি নয় অবিশ্যি। তবে যাকে মানুষ 'শান্তি' নাম দেয় সে কি প্রায়ই স্বার্থের আরাম নয় ? কিন্তু এ-আরাম তো শান্তি নয় যাদু—এর নাম বড় জোর স্বস্তি—কূপমণ্ডূকতার নিরাপদ তৃপ্তি—বাসনার দুর্গে গদিয়ান হ'যে নিজের সুখসুবিধাটুকুর সীমানা আগ্‌লানো। কিন্তু মুক্তি তো এ নয় ভাই। তাই সংসারীরা যখন লোভ কামনা বাসনার অন্ধকূপে আটকে পড়ে তখনই আসে ভূমিকম্প মহামারী রক্তারক্তি। সেই জন্যেই না প্রেমের মূর্তিমান বিগ্রহ খৃষ্টদেবও বলেছিলেন : "Think not I am come on earth to preach peace : I came not to send peace, but a sword." ঘরোয়া সুখস্বস্তির পথ তো অমৃতের পথ নয় ভাই—উপায় কী বলো ?

যাদু ( একটু চুপ ক'রে থেকে ) : শান্তির মধ্যে দিয়ে তাঁকে মেলে না দিদি ? সব না ছাড়লে তাঁর করুণা পাওয়া যাবেই না ?

আরতি : ঐ যে বললাম বাসনাতৃপ্তি বলতে যে-ধরণের শান্তি আমরা সচরাচর বুঝি সে-ধরণের শান্তি যে আসলে অশান্তিরই ছদ্মবেশ। তাঁর কাছে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তো একলা হ'য়ে। প্রিয় পরিজন যদি তোমার সমস্ত বুক জুড়ে থাকে তবে প্রিয়তমকে ঠাঁই দেবে কোনখানে বলো তো ? সাধারণ ভালোবাসার বেলায়ও কি একথা খাটে না ভাই, ভেবে দেখ দেখি ? কালই অমিতা গাইছিল আমার একটি বড় প্রিয় গান :

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে, পড়ে মনে<br>
নিখিল ছাড়িয়ে কেন—কেন চাহি সেই জনে<br>
এ নিখিল স্বর মাঝে<br>
তারি স্বর কানে বাজে<br>
ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে।

( একটু চুপ ক'রে থেকে ) ভালো যে একবারও বেসেছে ভাই সে জানে সে ভালোবাসা যতই নিবিড় হয় ততই যাকে ভালোবাসি তাকে সব দিতে ইচ্ছে হয়—স—ব। এইজন্যেই না রোমান্সের বর্ণপরিচয় হয় Two is company three is none এই ধরণের আকুলতা থেকে।

যাদু ( সাগ্রহে ) : কিন্তু তাহ'লে এ-ও তো ভালোবাসা।

আরতি : এ প্রশ্নের জবাব আমি তোমাকে দিতে পারব না ভাই—কারণ আমি এ-ভালোবাসার ওপরে এখনো উঠি নি। তবে কল্পনা করতে পারি যে ভগবানকে যদি সবচেয়ে ভালোবাসি তখনও প্রথম দিকে অন্তত অন্য সব ভালোবাসা ছেড়েই তাঁর পানে ছুটতে হবে—তা যতক্ষণ না পারব ততক্ষণ বুঝতে হবে তাঁর 'পরে ঠিক ঠিক ভালোবাসা আসে নি। তবে—

থেমে যায়

যাদু : কী দিদি?

আরতি ( মুখ নিচু ক'রে ) : আমার একথা বলবার অধিকার নেই ব'লেই বলতে বাধে ভাই। তবে এটুকু বলতে পারি যে যতক্ষণ ভগবান ছাড়া আর কারুর ভালোবাসা 'দরকার—না পেলেই নয়' এরকম মনে হবে ততক্ষণ তিনি দেখা দেবেন না। প্রিয়-র সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রিয়তম। তবে হয়ত একথা ঠিক ব'লে বোঝানো যায় না।

দীর্ঘনিশ্বাস

যাদু : একথা আমিও আজকাল একটু একটু বুঝতে পারি দিদি। আর ( থেমে ) তাই হয়ত বাজে।

আরতি : তাই বাজে?

যাদু ( আন্‌মনা ) : বাজে অবিশ্যি ততক্ষণ, যতক্ষণ প্রিয় যে সে মন টানে অথচ · কী ব'লে বোঝাব···অথচ প্রিয়তম যিনি তাঁর টান ততটা প্রবল হয় নি যতটা প্রবল হ'লে প্রিয়-কে বিদায় দেওয়া যায়।

আরতি : এবার তুমি বুঝবার কিনারায় এসেছ যাদু। সত্যিই যে তিনি এসে দাঁড়ান সব প্রিয় সম্বন্ধেরই মধ্যে ভাই! তাই না খৃষ্টদেব বলেছিলেন : "The father shall be divided against the son and the son against the father, the mother against the daughter and the daughter against the mother—"

অমিতার প্রবেশ

অমিতা : আসব দিদি? যদি তোমাদের কথা থাকে—

আরতি : না না—এসো ভাই। কথা আর কী।

অমিতা : মা একবার তোমাকে ডাকছেন।

আরতি : চন্দ্রপুলি ?

অমিতা : না—সে আমাদের মতন বাইরের লোকের জন্তে। তোমার জন্তে তোলা আছে অন্য জিনিষ।

আরতি : এততেও মান ভাঙল না ? ( ওর চিবুক ধ'রে সাদরে ) ভাই, এই কথাই বলছিলাম ওকে একটু আগে যে ভগবানের কাছে চাওয়ার জোর তেমন পৌছয় না যতক্ষণ মনের কোথাও এই ধারণা থাকে যে তিনি ছাড়াও দেনেওয়ালা আছে। তোমার মা-র সম্বন্ধে যখন অভিমান আসবে অমু, তখন তাঁর তরফের কথাটাও একটু ভেবে দেখো ভাই।

—প্রস্থান

খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা

অমিতা : একটা কথা জিজ্ঞাসা করব আজ সোজাসুজি—কথা দাও কিছু মনে করবে না ?

যাদু ( মুখ নীচু ক'রে ) : দিচ্ছি।

অমিতা : আভা লিখেছিল তোমাকে—একথা লুকোলে কেন ? ( একটু প্রতীক্ষা ক'রে ) বলবে না তো ? আচ্ছা।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠল—চোখের জল মুছে

যাদু : কী হয়েছে আজ তোমার বলো তো ? কথায় কথায় চোখে জল !

অমিতা ( লজ্জিত হ'য়ে চোখ মুছে ) : বুঝতে কি পারো না ?

যাদু : পারি।

অমিতা : মোটেই না—যা ভাবছ তা নয়।

যাদু : তবে ?

অমিতা : সেদিনকার গানটা ভুলে গেলে—'দুজনায় বাহির হ'য়ে ফিরিনু একা ঘরে' ?

যাদু : ভুলিনি—তবে—

অমিতা : কী ?

যাদু : এই কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ দিদির সঙ্গে। দিদি বলল কী জানো ?

অমিতা : দিদি বলে তো ভালোই, তবে—

যাদু : বলল ভগবান প্রথম দিকে আসেন মিলিয়ে দিতে নয়, ছাড়িয়ে নিতে—বাপকে ছেলের কাছ থেকে, মেয়েকে মার কাছ থেকে।

অমিতা : অথচ আগে আগে ঠিক উল্টোটাই মনে হ'ত। নয় ? (একটু প্রতীক্ষা ক'রে) কী ভাবছ ?

যাদু : আগে বলো তুমি কী ভাবছ।

অমিতা : আমি ? (একটু চুপ করে থেকে) আমি ভাবছিলাম গুরুদেব একদিন বলেছিলেন বটে যে যোগের পথে আঘাত আসে সেইখান থেকেই যেখান থেকে আসবে কেউ ভাবেনি। মনে আছে ?

যাদু : আছে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম—আমরা কি যোগের পথে চলেছি ?

অমিতা : আমি হয়ত না—কিন্তু তুমি তো বরাবরই উদাসী রাজপুত্তুর।

যাদু : ঠাট্টা কোরো না অমু।

অমিতা : ঠাট্টা ? সেই সন্ন্যাসী তোমার মন টানেননি—ছেলেবেলা থেকেই ? বলো তো—এখনো কি তোমার থেকে থেকে মনে হয় না—আশ্রমে এসেও কেন ফের বন্ধনে জড়াতে দিলে নিজেকে—কেনই বা আমার সঙ্গে দেখা হ'ল ? হয় না মনে ? সত্যি কথা চাই কিন্তু।

যাদু : এ-আলোচনা আজ থাক অমু। লক্ষ্মীটি !

অমিতা : আমাকে তুমি কেবলই লুকোও। ভাবো বোধহয় যে এতে কষ্ট কমবে আমার, না ?

যাদু : কিন্তু না লুকোলে কষ্ট যে তুমি পাও অমু। বোঝো না কেন ?

অমিতা (চোখ মুছে) : আর পাব না। (হাসতে চেষ্টা ক'রে) ভাবছ—জাঁক ? দেখো। (একটু থেমে) না—সত্যি মণি আমারই ভুল হয়েছিল।

যাদু : কী ভুল ?

অমিতা : যদি সংসারী জীবনই বেছে নিতে হয় তবে সে-বাছাইয়ের স্থান তপোবন নয়।

যাদু : মানে ?

অমিতা : এরও ভাষ্য করতে হবে ? দিদি বলছিল না কি পরশুই যে সংসারী জীবনের ভিৎ গাঁথতে কেউ যোগাশ্রমে আসে না ?

যাদু : তবে গুরুদেব আমাদের মিশতে দিলেন কেন ?

অমিতা : এখনো এই প্রশ্ন ? দেখনি কী গুরুদেব কারুর উপর জোর করেন না ? মানে—অবিশ্যি বাইরের জোর।

যাদু : তার মানে—জোর করেন অন্তরটিপুনি দিয়ে ?

অমিতা : জোর ঠিক্ না। তবে সত্য দৃষ্টি যাতে আমাদের ফোটে সেজন্যে শক্তি তো ওঁকে জোগাতেই হবে অন্তরে। নৈলে আর গুরু কিসের ?

যাদু : তাই কি আমাদের 'মেলা না জমতেই খেলা ভাঙল' ?

অমিতা : আমার তো মনে হয়। যদিও—

যাদু : যদিও—কি ?

অমিতা : মানে শুধুই ভাঙন ধরেনি জীবনে—অন্যদিকে কিছু গ'ড়েও উঠেছে বৈ কি।

যাদু : কী সেটা ?

অমিতা : অবলম্বন—খুঁটি।—অবিশ্যি গুরুদেবেরই করুণায়। নৈলে কি আমরা পারতাম এই ভাঙন সইতে ? মানে, যদি আলোয় কিছুই দেখতে না পেতাম—পারতাম কি অন্ধকারে এক পা-ও চলতে ?

যাদু ( দীর্ঘনিশ্বাস ) : কিন্তু যে কিছুই দেখতে পায় নি অমু ?

অমিতা ( ওর একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে ) : ছি মণি। অমন করে না। জানো নাকি আমি কত দুর্বল ? কিছুই কি তুমি পাওনি বলতে চাও ?

যাদু : কিছুই পাইনি বলি না। ভয় থেকে মুক্তি পেয়েছি বৈ কী—সেদিন তো শুনলে।

অমিতা : তবে ?

যাদু : কিন্তু বাসনা ?

অমিতা ( মুখ নিচু ক'রে ) সেটা যে ঢের বেশি কঠিন মণি—জানো নাকি ? না সত্যি—আমাকে দিয়ে এসব বলিয়ে নিও না এমন ক'রে। আমার দুর্বলতা ফের জেগে ওঠে। কে ?

হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ—হাতে রূপোর রেকাবিতে সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, পিঠে প্রভৃতি

হেমাঙ্গিনী ( যাদুকে ) : কেমন আছ বাবা ?

যাদু ( ব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে ) : ভালো, মাসিমা।

হেমাঙ্গিনী : উঠলে কেন ? বোসো বোসো। একটু মিষ্টি করলাম—তোমার সেই মাথা ঘুরে অজ্ঞান হওয়ার পর থেকে তো আর খাওয়ানো দাওয়ানো হয়নি।

যাদু : বাঃ—কালই তো কত কি খাওয়ালেন।

হেমাঙ্গিনী : আঃ—সুরুয়া নাকি আবার একটা খাওয়া। নাও ধরো দেখি। খাও—আমি দেখে তবে যাব।

যাদু : করেছেন কী মাসিমা ? এত খাবে কে শুনি।

হেমাঙ্গিনী : এত আবার কোন্‌খানে ? পোড়াকপাল আমার ! এদেশে কি ছাই কিছু পাওয়া যায় যে দুটো খাবার করব ? ( অমিতাকে ) ওরে মেয়ে, তোর দিদিকে দিয়েছিস তো ?

অমিতা : ও—মা ! একেবারে ভুলে গেছি।

হেমাঙ্গিনী : অ্যাঁ ? দিস্‌নি ? দেখ তো বাবা মেয়ের কাণ্ড ! যা—ছুটে যা—ও এত খাবে না বলছে যখন ভাগ ক'রে দিই—

দুটো প্লেটে সাজাতে বস্‌তেই—অমিতার দ্রুত প্রস্থান

হেমাঙ্গিনী ( ফিশফিশ ক'রে ) : ফের কিছু চিঠি-টিঠি লিখেছে নাকি বাবা !

যাদু ( চম্‌কে ) : কে মাসিমা ?

হেমাঙ্গিনী : কে আর ? ঐ লাহোরের সেই ধিঙ্গি বিবিটি !

যাদু : ও—সে এমন কিছু না।

হেমাঙ্গিনী : ছি, আমাকে কি লুকোয় বাবা এসব কথা ?

যাদু ( বিপন্ন কণ্ঠে ) : কিন্তু—এসব ব'লে আর কী হবে মাসিমা ?

হেমাঙ্গিনী : তা বটে। ( একটু পরে ) তবু কি জানো বাবা ?—প্রাণটা অস্থির করে মেয়েটার কী হবে ভেবে। তাই ভাবছিলাম—( একটু অপেক্ষা ক'রে ) তোমরা কী বুঝবে বাবা— মা-র প্রাণ কী জিনিষ ? কত চেষ্টা করি তো—কত কাঁদি 'গুরুদেব মুক্তি দাও' ব'লে। কত দূরে দূরে থাকি মেয়েটার কাছ থেকে—ছেলেটাকে তো পাঠিয়েই দিলাম

কলকাতায় জোর ক'রে পড়ার নাম ক'রে—কিন্তু সোমত্ত মেয়েটাকে কাছছাড়া করি কী ক'রে বলো দেখি বাবা? তোমাকে দেখে—কিছু মনে কোরোনা বাবা—দুটো কথা ব'লে একটু জুড়ুতে এসেছি বৈ তো নয়।

যাদু: না না সে কি কথা? আপনি বলুন না।

হেমাঙ্গিনী: তোমাকে দেখে মেয়েটার একটা গতি হ'ল বা মনে হয়েছিল এখানে এসে—না না, যোগটোগ ওসব নয়, ওকে তো আমি জানি, ও পারবে কেন এপথে চলতে—কচি মেয়ে? ও বায়না ধরেছে যোগ করবে—কিন্তু আমি মা, জানি তো ওর মন। তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি ফের—সে কিছু লিখেছে কিনা? (একটু অপেক্ষা ক'রে) অন্তত একটা কথা বলো—সেই ছেলেটার সঙ্গে ওর বিয়ের ঠিক তো?

যাদু: তরশু বিয়ে হ'য়ে গেছে মাসিমা।

হেমাঙ্গিনী: আঃ। বাঁচালে বাবা! (একটু চুপ ক'রে থেকে) কিন্তু তোমার মুখ ভার কেন তাহ'লে?

যাদু (হেঁটমুখে): অমিতাকেই জিজ্ঞেস করবেন।

হেমাঙ্গিনী (রাগত): পোড়ারমুখী কি আমার কাছে কোনো কথা বলে যে জিজ্ঞেস করব? (চোখে আঁচল দিয়ে) পেটের মেয়ে বাবা, তবু পর হ'য়ে গেল কি না বিয়ের আগেই!

যাদু: কিন্তু এইমাত্র ও তো দুঃখ করেছিল আপনিই ওর সঙ্গে পর-পর ব্যবহার করেন!

হেমাঙ্গিনী (চোখের জল সামলে, উত্যক্ত কণ্ঠে): কিন্তু কী করব আমি বলো তো? এখানে এসেছি কি মেয়ের জন্যে—না ভগবানের জন্যে।

যাদু: তবে মেয়ের জন্যে এত ভাবেন কেন মাসিমা?

হেমাঙ্গিনী (ক্রুদ্ধ): তোমরা বুঝবে না—কেন যে মরতে ছুটে ছুটে বেড়াই। আর না (গাঢ় কণ্ঠে) কত ভাবি আর থাকব না কিছুতে (কেঁদে) ঠাঁই দে মা পায়ে। আর পারি না যে।

চোখে আঁচল দিয়ে বেরুতে যেতেই অমিতার সঙ্গে ধাক্কা

হেমাঙ্গিনী: আহা—হা—হা। ষাট্ ষাট্—বাছারে, লাগ্‌ল না কি? পা মাড়িয়ে দিয়েছি বড্ড?

অমিতা ( প্রণাম ক'রে ) : না মা। কিন্তু ( হেসে ) চোখে আঁচল দিয়ে আর ছুটো না—কেমন ?

হেমাঙ্গিনী ( সাভিমানে ) : ছুটি কি আর সাধে বাছা ? যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর। শোন্—আর আমার কাছে আসিস্‌নে—বুঝলি ? যখন কিছু হবে টবে যারা তোর আপনার লোক তাদের দর্গায় সিন্নি দিস্। আমি আর ছুটব না বসব এবার মালা নিয়ে—ব'লে দিলাম কিন্তু।

অমিতা ( কণ্ঠবেষ্টন ক'রে হেসে ) : অমন প্রতিজ্ঞা কোরো না মা—কেন মিথ্যে নিজেকে হয়রাণ করা—ভাবিয়ে তোলা ? রাগ পড়লেই ফের তো কান্নার মরসুমে ফুটবে হুতুশে ফুল।

হেমাঙ্গিনী : যা যাঃ—মা-র সঙ্গেও তামাসা। আমি মরি মেয়ের জন্যে ভেবে—রাতভোর ঘুম নেই চোখে—আর মেয়ে বেড়াচ্ছেন হেসে-খেলে গায়ে ফুঁ দিয়ে। মরণও হয়না আমার—তা হবে কেন ? অনেক পাপ না করলে কি কেউ মেয়ে পেটে ধরে ? তবু হাসবি ? আ গেল যা !

অমিতা : হাসছি ভেবে মা যে দিদিমা শুধু পুণ্যিই ক'রে এসেছিলেন এই কথাই তোমার কাছে চিরকালটা—শুনে এসেছি। তবে কি তুমি মেয়ে নও মা ?

হেমাঙ্গিনী ( রাগতে গিয়েও হেসে ফেলে ) : যা—স'রে যা বলছি—দে তো কানটা।

অমিতা ( যাদুকে ) : কী শুনতে পাও না ? মা যে তোমার কানটা চাইছেন।

হেমাঙ্গিনী : মরণ আর কি ! যাঃ। আমি চললাম। ( যাদুর দিকে তাকিয়ে ) মেয়েটার কথা ধোরো না বাবা। দুমদাম ক'রে কখন যে কী বলে—ছাড়্—আমার জপের সময় হ'ল।

প্রস্থান

অমিতা : মা-র সঙ্গে ফিশফিশ ক'রে কী এত কথা হচ্ছিল শুনি ?

যাদু : ও কিছু না।

অমিতা ( নিভে গিয়ে ) : ও।

যাদু ( উৎকণ্ঠিত ) : কী হ'ল ফের ?

অমিতা : কী আবার হবে ?

যাদু : হয়নি ? সত্যি বলছ ?

অমিতা : সত্যি বলি আমি শুধু সত্যবাদীর কাছে।

যাদু : আমি—থাক্। তুমি বুঝবে না।

অমিতা ( মুখ নিচু ক'রে চোখের জল লুকোতে উঠে দাঁড়ায় )

যাদু : কোথা যাও ? ( অমিতা চ'লে যাবার উপক্রম করতেই—আঁচল ধ'রে ) শোনো। এই দেখ।

বালিশের নিচে থেকে একটি ছবি বের ক'রে ওর হাতে দিয়ে

এ কি দেখিয়ে বেড়াবার জিনিষ, না লুকোবার ? কেবল অভিমানই করবে ঘড়ি ঘড়ি—

অমিতা : আভা আর—

যাদু : ওর স্বামী চঞ্চল।

অমিতা : বিয়ে হ'য়ে গেছে ? কবে ?

যাদু : পরশু।

অমিতা ( অশ্রুলকণ্ঠে ) : আমাকে ক্ষমা কোরো মণি।

যাদু : তোমার ব্যথা আমি বুঝি অমু। কিন্তু আমাকে তুমি একটুও বিশ্বাস করো না এইতেই বাজে।

অমিতা ( ওর বুকে মাথা রেখে ) : করি মণি—কিন্তু—

যাদু : ওঠো, কে আসছে।

আরতির প্রবেশ

আরতি : কী গো ? দুটির কথা বুঝি ফুরোবে না কোনোদিন ? ওকি অমু ?

চোখে আঁচল দিয়ে অমিতা ওকে এড়িয়ে পালায় ছুটে

কী ব্যাপার যাদু ?—এ কি ? ছবি ? কার ? ও—এই বুঝি চঞ্চল ? ( একটু পরে ) কবে এল ?

যাদু : আজই সকালে। ( একটু চুপ ক'রে থেকে ) কিন্তু এ বিড়ম্বনা কেন দিদি ? এভাবে ওদের ছবি পাঠাতে গেল কেন ? টেলিগ্রামে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েও কি যথেষ্ট হয়নি শোধ তোলা ?

আরতি : নতুন ক'রে এ কেন পাঠালো বুঝতে পারো না কি ?

যাদু: পারি। কিন্তু এর কী প্রয়োজন ছিল? ভালো যেখানে বাসে না—

আরতি: ভুল যাদু। বাসে ব'লেই পাঠিয়েছে, না বাসলে এত কষ্ট ক'রে পাঠাত না বিয়ে হ'তে না হ'তে।

যাদু: একে ভালোবাসা বলো তুমি?

আরতি: আজ হয়ত বলি না—কিন্তু আগে হ'লে বলতাম—এ নিশ্চয়।

যাদু: বলতে? সত্যি?

আরতি: যাদু! মানুষ মানুষকে যখন ভালোবাসে তখন এমনি মিশেল ভাবেই ভালোবাসে সাড়ে পনের আনা ক্ষেত্রে। অর্থাৎ লেন দেন। দেয় সে—কিন্তু পাওয়ার লোভেই বেশি।

যাদু: সব ক্ষেত্রেই?

আরতি: প্রায়। অবিশ্যি এক আধটা ব্যতিক্রম মিলতে পারে? কিন্তু One swallow does not make a summer—এ না মেনে তো উপায় নেই।

যাদু: তবু—

আরতি: শোনো যাদু। দুঃখ কোরো না। বরং এ থেকে দেখতে শেখো। তাহ'লেই দুঃখ পাওয়া সার্থক হবে।

যাদু: দেখতে শিখব? কী দিদি?

আরতি: যে, মানুষ ভালোবাসতে চাইলেও ভালোবাসতে শেখেনি আজো। এখানে অবিশ্যি আমি সেই ভালোবাসার কথাই বলছি যার মন্থনে শুধু অমৃতই ওঠে—গরল না।

যাদু: মানে?

আরতি: যেখানে শাদা সয় না কালোর জুড়িতে চলতে। কেবল মুস্কিল কি জানো?

যাদু: কী দিদি?

আরতি: সে রাজ্যে পৌছতে হলে যে-পাথেয় দরকার সে-পাথেয় বুদ্ধি দিতে পারে না?

যাদু: কে পারে তবে?

আরতি: শ্রদ্ধা।

৩

পরদিন বিকেল বেলা। গুরুদেবের ঘর। ঘরে একটি খাট ও একটি বাঘের চামড়ার আসন ছাড়া কোনো আসবাবই নেই। কেবল এক কোণে একটি দুহাত উঁচু ছোট মন্দির মতন দেয়ালের খাঁজে বসানো। সেই মন্দিরে একটি ছোট্ট কৃষ্ণমূর্তি শাদা পাথরের—বড় সুন্দর। হাতে বাঁশি, পায়ে নূপুর, পরণে পীতবাস, মাথায় শিখিপাখা। বাঘের চামড়ার আসনে গুরুদেব আসীন। তাঁর ডানধারে অমিতা বাঁধারে যাদু ব'সে। কৃষ্ণমূর্তিটির সামনে ধূপ ধুনো জ্বলছে।

গুরুদেব ( যাদুকে ) : কেমন আছ আজ ?

যাদু : ভালো গুরুদেব। একটু দুর্বল এখনো—ও কিছু না।

গুরুদেব ( সোজা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ) : ঐ নিয়েই ভাবছ ?

যাদু ( চোখ নিচু ক'রে ) : না গুরুদেব, তাহ'লে আপনাকে বিরক্ত করতাম না।

গুরুদেব : তবে ?

যাদু ( হঠাৎ ) : আপনি জানেন না ?

গুরুদেব ( একটু হেসে ) : অন্তর্যামী ?

যাদু : অসিতদা তো বলে। দিদিও।

গুরুদেব : ওরা হয়ত কিছু দেখে-টেখে থাকবে ?

যাদু : আমি দেখতে পাইনা গুরুদেব ?

গুরুদেব : দৃষ্টি খুলতে সময় লাগে। তবে মার ইচ্ছায় কী না হয়।

যাদু : আপনি একটু ইচ্ছা করেন না কেন ?

গুরুদেব : এখন তুমি বুঝতে পারবেনা বললেও। তবে এইটুকু জেনে রাখো যে মা-কে যে পেয়েছে তার ইচ্ছা আর মা-র ইচ্ছা থেকে আলাদা হয় না—হ'তে পারে না। এই কথাই উপনিষদে বলেছে মন্ত্রের ছন্দে—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি—ব্রহ্মকে জানার মানেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি'।

অমিতা : মানুষ কখনো ভগবান হ'তে পারে ?

গুরুদেব : বললাম না মা, এ প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না ? কেবল এইটুকুই এখন জেনে রাখো যে মানুষ যখন ভগবানকে পায় তখন

তার আলাদা সত্তা থাকে অথচ থাকে না। মানে—প্রকাশের স্বাতন্ত্র্যটুকু তার মানবতা কিন্তু তবু সে প্রকাশ করে তাঁকেই যিনি মানব নন। এটা আরো বেশি বোঝা যায় অবতারদের লীলা দেখলে—কিন্তু সেকথার মর্ম বোঝা আরো শক্ত।

অমিতা : কেন গুরুদেব।

গুরুদেব : কারণ তাঁদের লীলার একটা প্রধান ছন্দই হ'ল নিজেকে গোপন করা—নৈলে ভগবানের কাজটি ঠিকমত হয় না।

যাদু : এইজন্তেই কি আপনি ধরা-ছোঁওয়া দেন না গুরুদেব ?

গুরুদেব : এ তো শুধু দেওয়ার কথা নয় বাবা—পাওয়ারও কয়েকটি সর্ত আছে। তাই তো সাধনা।

অমিতা ( একটু পরে ) : কিন্তু আমাদের অন্তর আপনি দেখতে পান—বলে অসিদা। কিন্তু সেকথাও আপনাকে গোপন করতে হবে কেন ?

গুরুদেব ( ওদের দুজনের দিকে পর পর তাকিয়ে ) : তোমরা কেউ নাটক অভিনয় করেছ কি ?

যাদু : আমি করতাম—কলেজে।

গুরুদেব : তাহ'লে নিশ্চয় জানো অভিনয় সবচেয়ে ভালো হয় কখন ?

যাদু : জানি, যখন অভিনেতা ডুবে যায় তার পার্টে।

গুরুদেব : কিন্তু তখনো সে জানে শেষে কী হবে। জানে না কি ?

যাদু : বটেই তো।

গুরুদেব : তবু সে ভাব দেখায় কেন যে জানে না ?

যাদু : ও। ( একটু পরে ) কিন্তু সাধারণ মানুষ তো জানে না অপরের অন্তরের কথা।

গুরুদেব : সাধারণ মানুষ তার নিজের অন্তরের কথাই বা কতটুকু জানে বাবা ?

অমিতা : তাহ'লে কি দাঁড়াচ্ছে না যে জ্ঞানীরা সবাই অভিনয়ী ?

গুরুদেব : ভাগবতে আছে মা, যে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের মহামারী শেষ ক'রে এসে দ্বারকায় তাঁর ষোলো হাজার স্ত্রীর সঙ্গে সাধারণ প্রেমিকের মতনই ব্যবহার করতে লাগলেন—যার ফলে তারা তাঁকে "স্ত্রৈণ" ভেবে বসল। কারণ "তময়ং মন্যতে লোকো অসঙ্গমপি সঙ্গিনম্" —কিনা তিনি সঙ্গহীন হ'লেও সবাই তাঁকে নিজের নিজের মতন মানব

সঙ্গীই মনে ক'রে বসল। পরমহংসদেব কি সাধে বলতেন অবতারকে সবাই চিনতে পারে না ?

অমিতা : তাহ'লে কেউ কেউ তো চিনতে পারে।

গুরুদেব : পারে। তবে…বড় শক্ত মা। কারণ যে চেতনা দিয়ে তাঁকে চেনা যায় সে-চেতনা স্থায়ী হয় না তাঁর বিশেষ কৃপা বিনা। এই জন্যেই অর্জুন যে অর্জুন, যাঁর সম্বন্ধে মহাভারতে কৃষ্ণ বলছেন 'ন হি দারা ন হি মিত্রাণি জ্ঞাতয়ো ন চ বান্ধবঃ কশ্চিদন্যঃ প্রিয়তরঃ কুন্তী-পুত্রাত্মমার্জুনাৎ' অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র বন্ধু জ্ঞাতি সবার চেয়ে অর্জুন তাঁর কাছে প্রিয়—এ হেন অর্জুনও বিশ্বরূপ দেখবার আগে তাঁর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতেন কৃষ্ণকে টের না পেয়ে। তাই বলছিলাম মা এসব গুহ্য তত্ত্ব বুদ্ধি দিয়ে মেপে পাওয়া যায় না—তাঁর কৃপা বিনা লীলা পেরিয়ে লীলাময়ের দরবারে পৌঁছনো অসম্ভব। তোমাদের অন্য কিছু জানবার থাকে তো বলো বরং।

অমিতা : জানবার তো কতই আছে গুরুদেব, তবে আপনি যে কেবলই ফ'স্কে যান।

গুরুদেব ( হেসে ) : তেমন ক'রে ধরলে কি কেউ ফ'স্কে যেতে পারে মা ! ঘা মারলে দোর খুলবেই—খৃষ্টদেবও বলেন নি কি ?

অমিতা ( আবদারের সুরে ) : আচ্ছা তাহ'লে একটা কথার উত্তর দিন : আমাদের অন্তরের কথা আপনি টের পান ? ( একটু প্রতীক্ষা ক'রে ) ঐ দেখুন, ফের এড়িয়ে যেতে চাচ্ছেন।

গুরুদেব : না মা। তবে এসব কথা বললেও সাধারণ বুদ্ধি প্রায়ই বিশ্বাস করতে পারে না কিনা—তাই চুপ ক'রে থাকি।

অমিতা : টের পান, না পান না ?—মানে, স্পষ্ট দেখা ?

গুরুদেব : মা, লণ্ঠনের মধ্যে আলো তোমরা যত পরিষ্কার দেখতে পাও তার চেয়ে স্পষ্ট দেখি আমরা তোমাদের অন্তরের শিখা !

অমিতা : কিন্তু—আমরা কেন টের পাই না তাহ'লে যে আপনি টের পান ?

গুরুদেব : মা, বলেছে 'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া' —কিন্তু আমরা এমনিই যে তবু ভাগবত বুঝতে ছুটি কেবল ঐ বুদ্ধিরই টীকা ভাষ্য দিয়ে।

অমিতা : কিন্তু ভক্তির উদয় না হ'লে আর কী দিয়েই বা বুঝতে ছুটব ভাগবতকে ?

গুরুদেব : বিশ্বাস দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে। ভক্তি কি সহজ কথা মা ? বহু সুকৃতি বহু করুণার ফলে তবেই দেখা দেয় ভক্তি। না, শোনো মা, তোমার কোথায় বাধছে আমি জানি। বলি নি—অন্তর আমি দেখতে পাই ? এটা অনুমানের দেখা নয়—চাক্ষুষ দেখা। তাই আমি জানি —দেখতে পাই—তুমি চাইছ গুরু তোমাকে বিশ্বাস করিয়ে নিন তাঁর শক্তির খেলা দেখিয়ে। ভাবছ তাহ'লেই তো ভক্তি হবে। কিন্তু তা হয় না মা। যে-বিশ্বাস, যে-ভক্তি তিনি চান সে ভেল্কি দেখিয়ে হবার নয়— হ'লেও ভেল্কি থামবার সঙ্গে সঙ্গে যাবে ফের উবে। এই জন্যেই গুরুর শক্তি কাজ করে বহুদিন ধ'রে আড়াল থেকে—মানে, যতদিন না শিষ্যের মনে ভক্তি আসে ততদিন গুরু তাঁর অলৌকিক শক্তির খেলা দেখান না। দেখান তখনই যখন বোঝেন যে তাতে ক'রে শিষ্যের স্থায়ী মঙ্গল হবে, বুঝলে কি ?

অমিতা : একটা দৃষ্টান্ত দিন না—লক্ষ্মীটি !

জিভ কাটে

গুরুদেব ( হেসে ) : অতখানি জিভ না কাটলেও চলবে মা। গুরু তো শিষ্যের পর নন—আপনজন। আচ্ছা দাঁড়াও। ( চোখ বুঁজে থেকে একটু পরে চোখ চেয়ে যাদুকে ) তুমি আমার কাছে জানতে চাইছিলে— কাল রাতে ধ্যানে যে-স্বপ্নটা দেখেছ তার অর্থ, নয় কি ?

যাদু ( সাশ্চর্যে ) : আপনি—! ( নির্বাক্ )

গুরুদেব ( হেসে ) : শোনো—তুমি কাল রাতে প্রায় দুটোর সময়ে —যখন কোনমতেই ঘুমতে না পেরে উঠে ধ্যানে বসলে তখন আমিও বসেছিলাম—আর তোমার জন্যেই। প্রথমে বলি কী তুমি দেখলে, কেমন ? দেখলে একটি সাপ।

অমিতা অস্ফুট স্বরে একটা শব্দ মতন করে

গুরুদেব : কী ভাবে দেখলে বলি এবার। ( অমিতাকে ) কিছু মনে কোরো না মা। ( যাদুর দিকে তাকিয়ে ) তুমি দেখলে—অমিতার সঙ্গে তোমার যেন বিয়ে। অসিত ওকে সম্প্রদান করছে তোমার হাতে, এমনি সময়ে আরতি তোমাকে বলল অমিতার সঙ্গে মালা বদল করতে। তোমার

গলায় ছিল গোলাপের মালা, ওর গলায় বেল ফুলের। তুমি ওর গলায় তোমার মালা পরালে মহানন্দে—কিন্তু ও ওর মালাটা তোমার গলায় দিতে আসতেই তুমি দেখলে যে মালাটা বেলফুলের নয়—সাপের।

অমিতা অস্ফুট চিৎকার ক'রে ওঠে ফের

গুরুদেব ( অমিতার মাথায় হাত রেখে ) : ভয় পেতে নেই মা। ( যাদুকে ) তারপর শোনো। অমিতাকে তুমি বললে তখন চিৎকার ক'রে : "সাপ সাপ অমিতা !" তখন ওর চোখে পড়ল—ও শিউরে উঠে ছুঁড়ে ফেলে দিল মালাটা। কিন্তু ভবিতব্য—ঠিক সেই সময়ে কেমন ক'রে যেন সাপের লেজটা নাগাল পেয়ে গেল তোমার পৈতের। শাঁ ক'রে তোমার কাঁধ বেয়ে লতিয়ে উঠে ছোবল মারল তোমার ঠিক ব্রহ্মরন্ধ্রে ! ভয়ে তুমি চেঁচিয়ে ডাকলে আমাকে 'গুরুদেব !' আমি বললাম : 'ভয় নেই। এ শিবের সাপ—এর বিষ প্রাণকে নাশ করে না, নাশ করে বাসনার বন্ধনকে। বলতে না বলতে ঐ বিষের ক্রিয়ার আনন্দে তোমার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল থরথর ক'রে—চোখে বইল ধারা। তুমি বললে চেঁচিয়ে : 'গুরুদেব ! ভয়ের বন্ধন আমার কেটেছিল সেদিন, আজ পুড়িয়ে দিলেন কি বাসনার বন্ধন ?' শুনে অমিতা উঠল কেঁদে। ডাকল তোমাকে। কিন্তু যেই তুমি ওকে বুকে টেনে নিতে গেলে দেখলে ওর মধ্যে এক অপরূপ আনন্দময়ী প্রতিমা। অমনি সাপের মালাটাও বেলফুলের মালা হ'য়ে গেছে। তুমি সেটা নিয়ে দিলে ওর পায়—কুমারী পূজার ভঙ্গিতে। সঙ্গে সঙ্গে তোমার ডান দিকে ফুটে উঠল অসিতের মূর্তি—ভবানী মন্দিরের সাম্‌নে—বেদীতে আমি ব'সে, দুপাশে সাধক-সাধিকা—গাইছে অসিত জলভরা চোখে :

হৃদয়ে আমার উদয় না হ'তে যদি মা,
মাটি যে শুধুই মাটি থেকে যেত
হ'ত না তোমার প্রতিমা।
ভুবনমোহিনী মধুরহাসিনী মাগো !
সিংহবাহিনী অসুরনাশিনী মাগো !
সারা জগতের মর্মবাসিনী মাগো !
জগদ্ধাত্রী, তুমি যে জগজ্জ্যোতি মা।

নিজেই নিজের মূরতি যে তুমি গড়িলে।
পূজারীর মুখে নিজেই নিজের
পূজার মন্ত্র পড়িলে।
পাষাণ-ভাসানো পাষাণকন্যা মাগো!
তুমি অসংখ্যা তুমি অনন্যা মাগো!
কল্প-কল্প-ধারিণী বন্যা মাগো!
জন্ম-জীবন-মরণ-বাহিনী গতি মা!

—বলতে বলতে 'মা মা' ক'রে গুরুদেব সমাধিস্থ—মুখে মৃদু অপার্থিব হাসি,
অমিতা ও যাদু প্রণাম করল—

অসিতের প্রবেশ

অসিত: গুরুদেব!—ও—

ও নিঃশব্দে বসল অমিতার পাশে—যাদু ও অমিতার সঙ্গে ধ্যান করতে
যাদুর একটি দূরদর্শন হ'ল ধ্যান করতে করতে:

ধ্যান দৃশ্য:

লাহোরে একটি মস্ত বাগানওয়ালা বাড়ি। বাগানে একটি যুবক—সঙ্গিনী যুবতী:
চঞ্চল ও আভা।

চঞ্চল: এখনো মন খারাপ?
আভা (চোখে আঁচল দেয়)
চঞ্চল (আলিঙ্গন ক'রে): তাহ'লে আমাকে কী ভালোবাসো তুমি?
আভা (ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে): ভালোবাসার কথা থাক্ চঞ্চল!
চঞ্চল (সাভিমানে): কেন?
আভা: ভালোবাসার আমরা কী-ই বা জানি?
চঞ্চল: জানি না?

আভা : জানি হয়ত—তবে তার অন্তত বারো আনা ভুল জানা।

চঞ্চল ( আহত ) : যা—ও!

আভা ( কাতর কণ্ঠে ) : রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি! আর—আর পারো তো আমাকে ক্ষমা কোরো।

চঞ্চল : ক্ষমা ?

আভা : তোমাকে রোখ ক'রে বিয়ে করার দরুণ।

চঞ্চল : নন্‌সেন্স!

আভা : নন্‌সেন্স নয় চঞ্চল! ( কাতরকণ্ঠে ) তাকে আমি দেখেছি—কাল রাতে। তাকে যেন সাপে কামড়েছে।

চঞ্চল : তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

আভা ( রুষ্ট ) : এত হীন তুমি!

চঞ্চল ( ব্যঙ্গের সুরে ) : আহা কী সতীলক্ষ্মীই এ কথা বলছেন রে!

আভা ( ঘাসের উপর ব'সে দুহাতে মুখ ঢেকে ) : যাও তুমি—যাও—যাও—যাও।

চঞ্চল ( ওর পাশে ব'সে কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে ) : মাপ করো—অন্যায় বলেছি।

আভা ( নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ) : না—ঠিকই বলেছ। যে দ্বিচারিণী—তাকে—

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে ঘাসে লুটিয়ে প'ড়ে

চঞ্চল : ছি—লক্ষ্মীটি, শোনো—অমন করে না। কী হয়েছে যে—

আভা ( একটু শান্ত হ'য়ে ) : কী আর বাকি আছে হবার! ঝোঁকের মাথায় সমস্ত জীবনটা নষ্ট করার পরে—

চঞ্চল : ঝোঁকের মাথায় ?

আভা : তাছাড়া কী ? তোমার আমার এ তো ভালোবাসা নয় চঞ্চল।

চঞ্চল : তবে ?

আভা : মোহ—তাও সস্তা মোহ। ( চোখ মুছে ওর দিকে সোজা তাকিয়ে ) একরকম গাছ আছে জানো ? দেখেছিলাম সেতুবন্ধে। জলের নিচে তার রং থাকে কী যে সুন্দর দীপ্ত—অথচ জল থেকে তুলতে

না তুলতে হ'য়ে যায় বিবর্ণ। মোহও ঠিক তেমনি : কল্পনার রঙিন জলে তার কত রকমই না কেলি—অথচ…( দীর্ঘশ্বাস )…বাস্তবের ডাঙায় তার ইন্দ্রপুরী দেখতে দেখতে হ'য়ে দাঁড়ায় তাসের ঘর, বালির বনেদে—এতটুকু ঝড়ের ফুঁ সয় না। চঞ্চল, চঞ্চল, আমি কী করলাম—ভালোবাসা কাকে বলে সে জানে না ব'লে তাকে দুষে এ কী প্রমাণ দিলাম আমার ভালোবাসার !

ঘাসের 'পরে শুয়ে প'ড়ে কাঁদে—চঞ্চল ওকে জড়িয়ে ধ'রে সান্ত্বনা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ছবিটা মিলিয়ে যায়…যাদু তাকিয়ে দেখে গুরুদেব সমাধিস্থ—অমিতার বাহ্যসংজ্ঞা নেই—ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছে…কী দেখছে ও ?

অমিতা দেখছে ধ্যানে :

নৌকা ক'রে যেন চলেছে ও যাদুর সঙ্গে। কাশীর দশাশ্বমেধে এসে ভিড়ল। নামতে গিয়ে অমিতা যেন পিছলে প'ড়ে গেল খরস্রোতে। পাশে একটি সাধু স্নান করছিলেন—তিনি ঝাঁপ দিয়ে ওকে তুললেন পাড়ে

সাধু : ভয় কী মা ?

অমিতা : এ কী গুরুদেব—আপনি !! কখন এলেন ?

গুরুদেব ( হেসে ) : কাল।

অমিতা : কেন ?

গুরুদেব : এখনো বলতে হবে ?

অমিতা ( বিষণ্ণ ) : আমাকে বাঁচাতে ? কেন গুরুদেব ? মরতেই যে আমি চাই আজ।

গুরুদেব : ভুল মা, মরতেও কেউই চায় না। সামনের দিকে একবার চেয়ে বলতে পারো কি একথা ?

অমিতা ( চেয়ে দেখে গঙ্গা কালো সমুদ্র হ'য়ে অন্ধকার ঢেউ তুলে আসছে ) : ও মা ! অসিদা ! ওগো কে আছ, বাঁচাও।

গুরুদেবের মূর্তি অমনি মিলিয়ে যায়। অমিতা ছোটে…কিন্তু ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দেখে এক প্রখর দীপ্ত শহরে এসে পড়েছে। সেখানে শুধু এখানে ওখানে নাচ চলছে আর রকমারি কালো কালো দর্শক দিচ্ছে হাততালি। ওকে দেখেই তারা উঠে এল। তখন ও দেখে ওরা স—ব মাতাল নরনারী। ওকে বেড়ে সব নাচতে নাচতে—চিৎকার করতে লাগল। ক্রমশ তাদের মধ্যে থেকে ওর দিকে ধেয়ে এল পাঁচ ছয়টি গুণ্ডা—লালসালুব্ধ নেত্রে

অমিতা ( চিৎকার ক'রে ) : আমার ভুল বুঝতে পেরেছি গুরুদেব। আমাকে বাঁচান। শরণাগত—শরণাগত।

অম্‌নি দেখে মানুষগুলো সব ছোট ছোট গাছে রূপান্তরিত হ'য়ে গেল—কেউ বা ফুলে ভরা, কেউ বা লতায় পাতায় কাঁটায়

অম্‌নি শোনে কী মিষ্টি যে একটি সুর—বাঁশির।…সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও থেমে যায়, আঁধারও কাটে

অমিতা ( নতজানু হ'য়ে চোখ বুঁজে কেঁদে ) : বাঁচালে যদি—এবার পায়ে ঠাঁই দাও—নইলে কী হবে বেঁচে ঠাকুর ? বড় একলা—বড় একলা যে আমি।

অমিতা ( মাথা তুলে ) : আহা কে রে তুই ? কী সুন্দর !

শিশু ( বাঁশি হাতে দাঁড়িয়ে—পাশে একটি শাদা গাই ) : আমি রে !

অমিতা ( দুহাত বাড়িয়ে ) : আয় না কোলে আয়।

শিশু হাসে—কিন্তু কাছে আসে না। অমিতা উঠে ওকে ধরতে যায়, ও ধরা দেয় না—পালিয়ে যায়—নানা রকম নৃত্যশীল রূপ নিয়ে—কখনো হয় সোনার হরিণ কখন বা ময়ূর

অমিতা ( ক্লান্ত হ'য়ে ব'সে প'ড়ে রাগতঃ ) : চাই না তোকে। যাঃ।

শিশু ( খুব কাছে এসে ) : এই দেখ্ কত কাছে—টু—উ ! ( যেই অমিতা ধরতে যাবে—স'রে গিয়ে ) তবু—কত দূরে। দুয়ো !

অমিতা ( রাগে কেঁদে ) : যা তুই। আমি যাঁকে চাই তাঁকে ডাকি। তোকে নিয়ে আমার হবেই বা কী ? ( চোখ বোঁজে )

শিশু ( চেঁচিয়ে ) : চোখ বুঁজলেই কি আমার হাত থেকে পার পাবি ভেবেছিস ?

অমিতা ( ধ্যানেও ওকেই দেখে চোখ খুলে ) : ওমা ! তাই তো। তুই কে রে ?

শিশু : যাঁকে তুই ডাকছিলি রে।

অমিতা : দূর্—তাঁকে কখনো শাদা চোকে দেখা যায় ? ( শিশু মিলিয়ে যায় ) না না—ওরে আয় আয় ( কেঁদে ) আয় বলছি আর আমি অবিশ্বাস করব না।

শিশু ( মূর্তি ধ'রে ) : দেখলি তো ?

অমিতা : কি ?

শিশু : চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবার সাধ্যি নেই তবু খালি খালি তর্ক ! ( মেয়েলি সুরে ) আ মর—ণ !

অমিতা ( হেসে ) : তর্ক করব না তো কী করব শুনি ?

শিশু : গান ।

অমিতা : বা রে ! যাচাই করতে হবে না বুঝি ?

শিশু ( হাততালি দিয়ে গায় নেচে নেচে ) :

যাচিয়ে নিবি এমন নিকষ আঁধার পুরে কোথায় তোর ?
অশ্রু যদি মালা না হয় বেদনা রয় শুষ্ক ডোর ।

অমিতা : বা রে ! থাম্‌লি যে শুধু আস্থায়ী গেয়েই ?

শিশু : অন্তরা তুইই গাইবি ব'লে ।

অমিতা : আমি কি জানি ?

শিশু : জানিস ।

অমিতা : ও মা—তাই তো ( গায় ) :

জ্বালতে বাতি চাইলি না মন !
দেখতে তো তাই পায় না নয়ন
আসবে ব্যথাই—না যদি তোর কাটে অভিমানের ঘোর ।

উভয়ে : বরণ মালা গাঁথলে তবেই ফুল হবে তোর আঁখি লোর !

শিশু ( গায় ) :

পরম চাওয়ার মুকুল প্রাণের ফুটিয়ে আগে বাস্‌ রে ভালো ।
আলোর আলো না চাইলে বল্‌ কার করুণায় ঘুচবে কালো ?

অমিতা ( গায় ) : দেখতে যদি চাস ওরে মন !
খোল্‌ ঠুলি—খোল্‌ গর্ব-বাঁধন

শিশু ( গায় ) : নইলে শুধুই সাধবি বাঁধন চলার পথে জীবনভোর ।

উভয়ে : শরণ-ক্ষুধার ডাকেই শুধু নামে সুধার ঢল অঝোর ।

অমিতা : আশ্চর্য—জানি অথচ ভুলে গিয়েছিলাম !

শিশু : তর্ক করবি খালি খালি—ভুলবি না তো কী ?

অমিতা : কিন্তু মনে রাখব কী ক'রে শুনি ?

শিশু : গান গেয়ে।—বললাম না এক্ষুনি ?

অমিতা : তুই কাদের ছেলে রে ? এ হেঁয়ালির ভাষা শিখলি কোত্থেকে ?

শিশু : হেঁয়ালি নয়—তোর প্রশ্নের জবাব।

অমিতা : কোন্ প্রশ্নের ?

শিশু : এই মাত্র জিজ্ঞেস করলি—কী ক'রে বুঝব ? ফের ভুলে গেলি ?

অমিতা : তার মানে—গান গাইলে বোঝা যায় ?

শিশু : যায়।

অমিতা ( হেসে ) : অত সহজে যদি হ'ত রে—

শিশু : অতই সহজ। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করিস তোর গুরুদেবকে।

অমিতা : তিনি জানেন ?

শিশু : স—ব।

অমিতা : তোর চালাকি ! মানুষ কখনো স—ব জানে ?

শিশু : তোর বোকামি। আমাকে যে জানে সে স—ব জানেন না তো জানে কে শুনি ?

অমিতা : তুই কী জানিস বল্‌তো যে এত ফুটুনি ?—এক রত্তি ছেলে—গাল টিপলে দুধ বেরোয় ! যাঃ।

শিশু : তুই ভাবিস যা সত্যি সবই বহরে মস্ত ? গালের চেয়ে গাল পাট্টা ? মাথার চেয়ে পগ্‌গ ?

অমিতা : বা রে ! বিন্দুর চেয়ে সিন্ধু বড় তো ? না, তা-ও নয় ?

শিশু : ফের ধরলি তর্কের সুর ? চললাম তবে—

অমিতা : না না বোস্। কী করব ব'লে দে না।

শিশু : ( বাঁশি বাজায় ) : বুঝলি ?

অমিতা : বা রে ! আমি বুঝি পারি বাঁশি বাজাতে ?

শিশু : সবাই পারে।

অমিতা : তুই পাগল। না শিখলে কি—

শিশু : ঐ তো। তর্ক করিস ব'লেই শিখতে হয় নতুন ক'রে। নৈলে সবই স—বই তোর জানা।

অমিতা : তোর সব কথাই ভাই হেঁয়ালি।

শিশু : বলি, অবিশ্বাস ক'রে তো ঠকলি কম না। না হয় বিশ্বাস ক'রেই ঠকলি একটি বার।

অমিতা : আচ্ছা আচ্ছা গাইছি। কিন্তু গাইতে গাইতে যদি প্রাণের আঁধার না কাটে তো দেখতে পাবি।

শিশু ( বাঁশি বাজিয়ে ) : তুইও পাবি।

অমিতা : কী গাইব ?

শিশু ( বাঁশিতে বাজায় একটি গানের দুলাইন সুর ) :

> জানি জানি মোর হৃদয় কমল বিকশি' ধরি'
> আপনি যে লহ আপন অর্ঘ রচনা করি'।

অমিতা ( হাত তালি দিয়ে ) : কী সুন্দর! এটাও তুই জানিস ?

শিশু : সুন্দর যত সুর তো সব আমার কাছ থেকেই নামে রে তাদের মনে।

অমিতা : যেমন বিষ্টি নামে আকাশ থেকে নদীতে।

শিশু : আবার যেমন মেঘ ওঠে নদী থেকে আকাশে।

অমিতা : ফের হেঁয়ালি ?

শিশু : এ-ও হেঁয়ালি হ'ল ? গানটায়ও কি এই কথাই নেই—যা নিচে তাই উপরে, যা উপরে তাই নিচে ?

অমিতা : কিন্তু ও তো গান—কবিতা—ও তো আর সত্যি নয়।

শিশু : ফের তর্ক ? তাহ'লে চললাম। আর ফিরব না ডাকলেও।

অমিতা ( মিনতির সুরে ) : না না যাস নি ভাই—তোর দুটি পায়ে পড়ি। আমি গাইছি। ( গায় ) :

> জানি জানি মোর হৃদয় কমল বিকশি' ধরি'
> আপনি যে লহ আপন অর্ঘ রচনা করি'॥
>
> 'আমি করি পূজা, আমি করি গান'—
> ভেঙে গেছে মোর এই অভিমান।
> তুমি যে দিয়েছ এ আকুল তান
> কণ্ঠ ভরি'॥

তুমি না ফোটালে পূজার প্রসূন ফোটে না প্রভু !
জীবন-প্রদীপ আপনি জ্বলিয়া ওঠে না কভু।

যে প্রাণ চলেছে তব অভিসারে
স্পন্দিয়া তুমি তোলো যে তাহারে।
তুমি যে বরণ করিছ তোমারে
আমারে বরি' ॥

গাইতে গাইতে ওর প্রাণে ভক্তির তুফান ওঠে জেগে। দরদর ক'রে ধারা বয় দুচোখে। তারপরই—এ কী এ !—যেদিকে তাকায় সেই শিশু—লতা পাতা ফুল মাটি—সব তাতে ওরই হাসিমুখ উঠছে ভেসে !—সঙ্গে ঐ ওরা এক এক ক'রে কারা বেরিয়ে আসে কুঞ্জ থেকে ? কারুর হাতে ঘট, কারুর হাতে বা মালা, কারুর হাতে বরণডালা, কারুর হাতে চামর। মুরলীধর শিশুকে বেড়ে ওরা নেচে নেচে গায়—গোপীবা

ঠুমুক ঠুমুক পগ কুমুক কুঞ্জ মগ
চপল-চরণ হরি আয়ে—
হো হো চপল-চরণ হরি আয়ে !
মেরে প্রাণ-ভুলাবন আয়ে,
মেরে নয়ন-লুভাবন আয়ে !
নিমিক ঝিমিক ঝিম নিমিক ঝিমিক ঝিম
নর্তন পদব্রজ আয়ে—
হো হো নর্তন পদব্রজ আয়ে।
মেরে প্রাণ-ভুলাবন আয়ে,
মেরে নয়ন-লুভাবন আয়ে !

অরুণ করুণ সম ছিন্ন ভিন্ন তম
করন বাল-রবি আয়ে—
হো হো করন বাল-রবি আয়ে !
মেরে প্রাণ-ভুলাবন আয়ে,
মেরে নয়ন-লুভাবন আয়ে !

অমল কমল কর মুরলী মধুর ধর
বন্‌সি বজাবন আয়ে—

হো হো বন্‌সি বজাৰন আয়ে!
মেরে প্রাণ-ভুলাৰন আয়ে,
মেরে নয়ন-লুভাৰন আয়ে!

পুঞ্জ পুঞ্জ হর কুঞ্জ গুঞ্জ ভর
ভৃঙ্গ রঙ্গ হরি আয়ে—
হো হো ভৃঙ্গ রঙ্গ হরি আয়ে!
মেরে প্রাণ-ভুলাৰন আয়ে,
মেরে নয়ন-লুভাৰন আযে!

ঝুল ঝুল দুল দুল মঞ্জুল বুল বুল
ফুল্ল মুকুল হরি আয়ে—
হো হো ফুল্ল মুকুল হরি আযে!
মেরে প্রাণ-ভুলাৰন আয়ে,
মেরে নয়ন-লুভাৰন আয়ে!

ওর ধ্যান ভাঙে আনন্দাশ্রুজলে। চোখ চেয়ে দেখে অসিত গাইছে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে—আর গুরুদেব, আরতি, যাদু, হেমাঙ্গিনী শুনছে চোখ বুঁজে :

সুন্দর, দাও দর্শন দাও
আঁখি পানে মেল আঁখি
কালো আঁখি
এসো মরণ-হরণ বরিয়া মরণ
মরণের মায়া মাখি'
অনুরাগী।

এসো—প্রিয়, এসো
এসো হে অরূপ প্রাণ! রূপের বয়ান
আনমিয়া ভালোবেসো
ভালোবেসো।

হে বিরাট, এই ছোট দুটি করে
তব তরে মালা গাঁথি
দিন রাতি
তুমি ছোট দুটি হাত বাড়াও হে নাথ,
হও জীবনের সাথী
চিরসাথী।

জ্বালো—প্রভু জ্বালো
ম্লান মৃন্ময়তার বিকাশে আমার
আকাশের সব আলো
তব আলো।

হে অচল, আছ আমার চলায়
জানি—তবু জানি না যে
জানি না যে!
তাই বাঁধন সাধিয়া মরি যে কাঁদিয়া
বারে বারে ব্যথা বাজে
পথ মাঝে।

তোলো—মোরে তোলো
ভব-বন্ধন পরি' এস তুমি হরি
বন্ধন তব খোলো
মোরে তোলো।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কিশোর শিশু গুরুদেবের দেহ থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে ঘরের কোণে মন্দিরে কিশোর-কৃষ্ণ-বিগ্রহের মধ্যে মিশে গেল—শুধু অমিতা দেখল। গুরুদেব অমিতার দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ হাসলেন। অমিতা সাশ্রুনেত্রে গিয়ে গুরুদেবের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। অন্য সবাইও করল একে একে। সবারই চোখে জল।

ঢং ঢং ঢং ঢং
ঢং ঢং ঢং

সন্ধ্যা সাতটা। পাশের ভবানী মন্দির থেকে শাঁখ ঘণ্টা উঠল বেজে।...ওরা উঠল গুরুদেবের পিছনে পিছনে গেল মন্দিরে। গুরুদেব বসলেন সেই বেদীতে—ওরা সব গিয়ে বসল রোজকার ম'ত—একধারে সাধকরা একধারে সাধিকারা।

স্তোত্র সুরু হ'ল :—

গুরুদেব :

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু র্ন নপ্তা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব

সকলে :

গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।

**সমাপ্ত**

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

# শুদ্ধিপত্র

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৫ | ৬ | কো | বো |
| ৯ | ৬ | মুঞ্জে | মুঞ্জে |
| ৯ | ৭ | স্বর | স্তব |
| ৯ | ১৩ | খঞ্জব | খঞ্জন |
| ১৪ | ২০ | পাশে | পানে |
| ২০ | ২৩ | লবাণাম্বুধি ভবিযা | লবণাম্বুধি তবিয' |
| ২০ | ২৪ | জল তরিযা | জল ভবিযা |
| ২২ | ৩০ | সামলে | থামলে |
| ৫৫ | ৩ | আসব | অসিত |
| ৬২ | ৫ | হ'তে | দিতে |
| ৬৫ | ১৯ | কী ভাবে | কিসেব |
| ৮০ | ১৫ | has | his |
| ৮০ | ২৩ | উডনচণ্ডীকে | উড়নচণ্ডীরা |
| ১১১ | ৭ | মলিকা | মল্লিকা |
| ১১৩ | ২১ | বক্ষে | বক্ষে |
| ১২১ | ২৭ | দিযে এ নয | দিয়ে নয |
| ১৩৫ | ২৪ | দৃশ্য | দৃশ্য |
| ১৩৭ | ২৩ | মদার | মল্লার |
| ১৪০ | ২৭ | যাক্ | থাক্ |
| ১৪২ | ৭ | পারছি না কই | পারছি কই |